শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস

২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা

১৯৩৫

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

মূল্য ১৷০ আনা

প্রকাশক
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস্
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিণ্টার
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড
এলাহাবাদ

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী রাণী গুপ্ত

কল্যাণীয়াসু

আমার একটি কন্যা আছেন, নামটি তাহার রাণী,
গল্প তারে বলতে গিয়ে আমি সদাই হার মানি।
Myths ও Legends-এর গল্প তারে,—বল্‌লে কখনো,
রাণী বলেন—"বাবা, এসব, অনেক পুরানো।"
Folklore সে হার মেনেছে, Fairy-tales,—অনেক দিন,
বাঙ্গলা মায়ের 'রূপকথা' তার কণ্ঠেতে নিলীন।

কোন্ সাগরের অতল-তলে, আছে পাতাল-পুরী,
নাগকন্যা থাকেন যেথায় মণিমুক্তোর বাড়ী।
'পক্ষিরাজ' ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠে,
কোন্ দেশের সে রাজার ছেলে নিরুদ্দেশে ছোটে।
কোথায় আছে 'পাষাণ-পুরী' নিঝুম নিরালায়,
রূপসী সে রাজার মেয়ে পালঙ্কে ঘুমায়।
'সোণার কাঠি', 'রূপার কাঠি'র পরশখানি পেলে,
ঘুমের দেশের রাজকুমারী চাইবে নয়ন মেলে।
রাজপুত্রের কণ্ঠে তখন দুল্‌বে বরণ-মালা,
ফুলের কলি মেলবে আঁখি, পাখী ডাক্‌বে মেলা।
তোরণ দ্বারে বাজ্‌বে তখন উৎসবেরই বাঁশী,
"আমি এসব জানি বাবা!"—রাণী বলেন হাসি।

কোথায় কোন্ গহন বনে, ডাইনি বুড়ীর ঘর।
সাত বামনের রাজ্যি যেথায় নাইকো আপন-পর!
দেশ-বিদেশের গল্প যত আমার আছে জানা,
বল্‌তে গেলে বলেন রাণী,—"এসব আমার শোনা।"

নীল আকাশের অনেক দূরে শাদা মেঘের দেশে,
ধ্রুবতারার আরো দূরে,—নীল গগনের শেষে।
কোন্ দেশ সে আছে যেথায় চাঁদসূয্যির বাড়ী,
চরকা কাটে দিনে রেতে বসে চাঁদের বুড়ী।
মঙ্গল গ্রহের লোকেরা সব দূরবীণ এঁটে চোখে,
আকাশের যত খবর নিয়ে 'খবরের কাগজ' লেখে।
তাল গাছ সে হার মেনে যায়, এমন লম্বা ছেলে,
দশ হাত চওড়া পুঁথি নিয়ে স্কুলেতে চলে।
যে দেশেতে হাজার হাজার খালের নিশানা,
সে দেশেরও গল্প আমার রাণী মায়ের জানা।

উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, শাদা বরফের দেশ,
আমাদের এই বসুন্ধরার যেথায় জীবন শেষ,—
সে দেশের সেই 'এস্কিমোদের' জীবন-কাহিনী,
রাণী বলেন—"বাবা! আমি এসব অনেক জানি।"

কি করবো তাই, ভেবে না পেয়ে লিখ্লাম Adventure.
রাণীর হাতে দিলাম তুলে নূতন উপহার।
এ বই পড়ে যদি বলেন—"বাবা! আমি জানি,"
মনের দুঃখে থাম্বে আমার সাধের লেখনী।
গর্ব্ব আমার আছে এবার,—"রাণি! তুমি শোনো,"
বল্‌তে তুমি পারবেনাকো—"বাবা! এটা যে পুরানো।"
বাঙ্গলা দেশের ছেলেমেয়ে, যাদের বাসি ভালো,
তোমরা সবাই বিচার করে সত্যিকথা বলো।

প্রয়াগধাম
আশ্বিন, ১৩৪২

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নিবেদন

নীলনদের দেশে—শ্রীযুক্ত উইলিয়ম চার্লস বালডুইন এফ, আর, জি, এস (William Charles Baldwin Esq F. R. G. S)-প্রণীত আফ্রিকার শিকার (African Hunting)-নামক ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একখানা প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়া বালডুইন সাহেব আফ্রিকার নানাস্থানে শিকার করিয়াছেন, নূতন নূতন দেশ দেখিয়াছেন, নানা দুর্দ্দান্ত অসভ্য জাতির সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং সে সকলের তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই ডায়ারি বা দৈনন্দিন-লিপি লিখিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই কৌতূহলোদ্দীপক এবং অসাধারণ সাহসের পরিচায়ক। নেটাল হইতে জ্যাম্বেসি পর্য্যন্ত ইনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত পর্য্যটক ডেভিড লিভিংষ্টোনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জ্যাম্বেসি নদীর প্রপাতের নিকটে। বালডুইন সাহেবের বর্ণনা পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। আমাদের বালকবালিকাগণের উপযোগী করিয়া আমি এই শিকার ও ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছি। আমার বিশ্বাস, এইরূপ দুঃসাহসিকতার কাহিনী পড়িয়া বালকবালিকাগণ আনন্দ ও শিক্ষা দুইই লাভ করিবে এবং প্রকৃত মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষাও তাহাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে।

প্রয়াগধাম
৭ই আশ্বিন, মঙ্গলবার
১৩৪২

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সূচী-পত্র

নীলনদের দেশে

প্রথম অধ্যায়

আমার জীবন—প্রথম শিকার যাত্রা—নানা বিপদ—কুমীরের মুখে

আমার এই ভ্রমণ ও শিকার-কাহিনী যে প্রকাশিত হইবে, এমন কল্পনা কখনও আমার মনে আসে নাই। যখন আফ্রিকার গহন বনে ও সেদেশের ভীষণ মরুভূমির বুকে বেড়াইয়াছি, তখন লিখিবার মত সাজ-সরঞ্জামও বড় একটা পাই নাই। আর লিখিয়াছিও বড় অদ্ভুত রকমে। কখনও গাছের তলায় বসিয়া পেন্সিল দিয়া, কখনও বা গরুর গাড়ীর নীচে বসিয়া, কখনও বা কাফ্রি-পল্লীর অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে বসিয়া—আর লিখিবার সরঞ্জামও চমৎকার! কখনও কালি-কলম জুটিয়াছে, কখনও পেন্সিল জুটিয়াছে, কখনও বা কয়লা জুটিয়াছে,—এই ভাবে আমার জীবনের অনেক বিপজ্জনক কাহিনী যখন যে-ভাবে পারিয়াছি, লিখিয়াছি। কাজেই, ইহার মধ্যে সাহিত্যের সরল ভাষা বা বর্ণনায় মাধুর্য্য আশা করা সঙ্গত নহে। ইহার মধ্যে পাইবেন শুধু একটি নির্ভীক জীবনের সাহসিকতার পরিচয় মাত্র।

আমি কেন আফ্রিকার ভীষণ বনে শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলাম, সে-কথা বলিতে হইলে আমার বাল্য-জীবনী সম্বন্ধে [illegible] একটু কথা বলা দরকার। এখানে তাহারই কিছু কিছু বলিয়া লইতেছি।

আমার ছেলেবেলা হইতেই লেখাপড়ার দিকে বড় একটা ঝোঁক ছিল না। আমি কুকুর পুষিতে ও ঘোড়া পুষিতে খুবই ভালবাসিতাম। [illegible] বয়স [illegible] মাত্র ছয় বৎসর, সে সময়েই একটি ছোট টাট্টু ঘোড়ায় [illegible] দুই দিন শিকার করিতে বাহির হইতাম। একদিন গ্রামের জমিদার মহাশয় আমার ঐরূপ নিরুদ্দেশ-যাত্রা দেখিতে পাইয়া বাবাকে বলিলেন, "ছেলেটাকে স্কুলে পাঠাও, এ বয়সেই এমন দুরন্তপণার প্রশ্রয় দেওয়া কোন প্রকারেই সঙ্গত নয়।" বাবা এ পরামর্শটা অন্যায় মনে করিলেন না। তাহার পর-দিনই আমাকে কাছাকাছি একটা স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। অন্য দশজন ছেলে যেমন পুঁথি বগলে করিয়া পাঠশালায় যায়, আমার বেলাও সেই সনাতন রীতির কোনও ব্যতিক্রম হইল না। কিন্তু যে ছেলে পড়াশুনা করিবে না, তাহাকে কেমন করিয়া পড়াশুনার মধ্যে আট্‌কাইয়া রাখা যায়? আমার পক্ষেও তাহাই হইল। কয়েক বৎসর পরেই স্কুল ছাড়িয়া দিলাম। বাবা নিরাশ হইয়া পড়িলেন এবং শেষে আমার জন্য একটা বেশ বড় সওদাগরি আফিসে চাকরী জুটাইয়া দিলেন। আমার কাছে এ কাজ মন্দ লাগিল না। কেন মন্দ লাগে নাই, তাহাব একমাত্র কারণ, এই আফিসের সহিত পৃথিবীর অনেক দেশের লোকেরই কারবার চলিত, কাজেই, নানা দেশ-বিদেশের খোঁজ-খবর এখান হইতে পাইতেছিলাম। আমার কিন্তু দৃঢ় পণ ও গোপন উদ্দেশ্য ছিল—দেশ ছাড়িয়া অজানার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িব। সত্য কথা বলিতে কি, আমার কুকুর, বুল টেরিয়ার (Bull terriers) ঘোড়া, এক খানি ছোট নৌকা, বন্দুকটি ছিল এসময়কারও নিত্যসঙ্গী। ছুটি হইয়াছে, আর কে কোথায় আমায় পায়? অমনি ঘোড়া চড়িয়া কুকুর সঙ্গে লইয়া ছুটিতাম এমন কোথাও—যেখানে শিকার করিবার মত জন্তু-জানোয়ার পাওয়া যায়। বাড়ীর আশেপাশে, আমাদের সহরের কাছাকাছি এমন কোন জায়গা ছিল না, যেখানকার শিকারের সন্ধান আমি না জানিতাম।

আমাদের আফিসে, আমার সহকারী ছিল আমার চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ একটি তরুণ যুবা। তাহার কাছে হিসাবের খাতা মিলাইবার অছিলায় যাইয়া বলিতাম—দেশ-বিদেশের কথা। সেও

আমার সংস্পর্শে আসিয়া দেশ ছাড়িয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, অবশ্য পরে নানা কারণে তাহার সেই সঙ্কল্পে বাধা পড়িয়াছিল। এইভাবে কতক দিন সওদাগরি আফিসে কাটিয়া গেল, কিন্তু এমন একঘেয়ে জীবন আমার ভাল লাগিতেছিল না। এ সময়ে সর্ব্বদা আফ্রিকার বিষয়ে নানা বই পড়িতাম ও নানা গল্প শুনিতাম। সে সকল বই পড়িতে পড়িতে নূতন নূতন দেশের নানা বিচিত্র কাহিনীর ছবি যেন আমার চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও মন স্থির করিতে পারি নাই কোথায় কোন্ দেশে যাইব।

আমার যখন মনের অবস্থা এইরূপ, তখন কিছু দিনের জন্য কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম। স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম দিকের পার্ব্বত্য ভূভাগে প্রায় তের বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এক কৃষিক্ষেত্র (Farm) প্রতিষ্ঠা করিলাম। আমার এই কৃষিক্ষেত্রের চারিদিকের দৃশ্য ছিল অতি মনোরম। পাহাড়, হ্রদ, জলাভূমি, বনভূমি প্রভৃতি থাকায় এখানে বৈচিত্র্য ছিল। স্কটল্যাণ্ডের এ অঞ্চলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে সে-সময়ে শিকারেরও অভাব ছিল না, অনেক হরিণ মিলিত, এবং অন্যান্য শিকারও ছিল অনেক; কাজেই, এইখানে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করায় বেশ আনন্দেই দিনগুলি কাটিতেছিল। এখন ভাবি, আমি জীবনে বুঝি এমন সুখের দিন আর কখনও পাই নাই। কিন্তু এখানকার এই কৃষিক্ষেত্রের কাজ চালাইয়া তেমন লাভবান্ হইতে পারিলাম না। না হইবার কারণ, আমার এদিকে বড় একটা খেয়াল ছিল না। সারাদিন ঘোড়ায় চড়িয়া, কুকুরগুলি লইয়া শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতাম, কাজেই, এদিকে বড় একটা দেখিতাম না। যে লোক কোন কাজ করিতে যাইয়া নিজে কিছুই দেখে না, সে কি কখনও লাভ করিতে পারে? এজন্য এই চাষের ক্ষেতগুলি, এখানকার এই ক্ষেত-খামার, বাড়ী-ঘর, গরু-বাছুর সব বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলাম, এবং স্থির করিলাম যে, ক্যানাডা বা আমেরিকার পশ্চিমাংশের কোথাও যাইয়া ঔপনিবেশিক হইব। এই কথা শুনিয়া সমবয়সী এদেশীয় একটি যুবকও সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন।

এমন সময় আমার কৃষিক্ষেত্রের কাছাকাছি একটি গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোকের দুইটি যুবক পুত্র আমাকে বলিলেন,—আমরা আফ্রিকার নেটালে যাচ্ছি, আপনিও চলুন না। তাহাদের কথাটা মন্দ লাগিল না, আমি যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইলাম। আমার ত সঙ্গে লইবার তেমন কিছু বেশি জিনিসের প্রয়োজন ছিল

না, যা না নিলে নয়, তেমন প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিস লইলাম। বন্দুক, রাইফেল, জিনবাঁধ—আর যদি বেশির ভাগ বা অনাবশ্যক বলিতে হয় তা বলিতে পারেন, সে সাতটি গ্রে-হাউণ্ড কুকুর।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নেটাল (Natal) পৌঁছিলাম। আমাদের সেখানে পৌঁছিতে তিন মাসের উপর সময় লাগিয়াছিল। যে কুকুর কয়টিকে বড় যত্ন করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহারা এদেশে আসিবার দুই এক বৎসর পরেই গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপে প্রাণ হারাইল। সকলের চেয়ে ছোট কুকুরটি এদেশের উষ্ণ জলবায়ুতেও অনেক দিন বাঁচিয়াছিল।

আমরা যখন নেটাল বন্দরে আসিলাম, তখন সেখানকার কাছাকাছি মিঃ হোয়াইট নামে একজন চাষীশিকারী ছিলেন। সে দেশের লোকে তাহার নাম দিয়াছিল 'এলিফেন্ট হোয়াইট' (Elephant white)—কি না "হাতী মারা হোয়াইট সাহেব।" আমার সঙ্গে যখন তাঁহার দেখা হইল তখন তিনি প্রৌঢ় হইয়াছেন, যৌবনের সেই শিকারের উৎসাহ আর তাঁহার ছিল না ; তবে একেবারে নিবৃত্তিও হয় নাই, তিনি প্রায়ই শিকারে যাইতেন। মিঃ হোয়াইট যখন এদেশে আসেন, তখন এই অঞ্চলে অসংখ্য হস্তী ছিল, এখন ক্রমশঃই হস্তীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। মিঃ হোয়াইট এখানে অনেক জমি-জিরাত সংগ্রহ করিয়া বড় রকমের একটি কৃষিক্ষেত্র করিয়াছিলেন। সে-কথা পরে বলিব।

এখানে আসিবার অল্প কিছু দিন পরে শুনিলাম, মিঃ হোয়াইট শিকার করিতে সেণ্ট-লুশিয়া যাইবেন। কাজেই, আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য এবং সঙ্গী হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম, এবং শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার সঙ্গের গ্রে-হাউণ্ড কয়েকটিকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের রওয়ানা হইতে হইল। কয়েকটি গাড়ী বোঝাই হইয়া আমাদের জিনিসপত্র চলিল। ঐ সঙ্গে ছোট একখানি 'বোট'ও আমরা লইয়াছিলাম। গাড়ীগুলির মধ্যে তাঁবু, গৃহস্থালীর সাজ-সরঞ্জাম এই সকল ছিল প্রচুর পরিমাণে, রাত্রি কাটিবে কেমন করিয়া, সে ভাবনা তখন একবারও ভাবি নাই। আমার হৃদয় ও মন তখন উৎসাহে পূর্ণ, কেহ যদি বলিত, তোমার দশ হাত জলের নীচে যাইতে হইবে, বুঝি-বা তাহাতেও রাজী হইতাম।

এ যাত্রায় আমরা কতকগুলি জলহস্তী শিকার করিয়াছিলাম। এদেশের লোকেরা জলহস্তীকে (Hippopotamus) সাগর-গরু (Sea-cow) বলে।

এই প্রথম শিকার-যাত্রার সম্বন্ধে আমার ডায়ারি বা দৈনন্দিন লিপিতে যেরূপ যেরূপ লিখিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আমি নেটালে পৌঁছিবার তিন সপ্তাহ পরেই আমাদের দেশবাসী সাতজন লোক, একদল কাফ্রি অনুচর ও তিনখানি গাড়ীতে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রাদি সহ, সেন্ট-লুশিয়ার দিকে রওয়ানা হইলাম। পরে আরও দুইজন শ্বেতাঙ্গ আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

এখানে যে কিরূপ কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা জীবনে কোন দিন ভুলিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। শীতকাল, তার উপর অনবরত বৃষ্টি হইতেছিল। গাড়ীর মধ্যে শুইবার স্থান নাই, কোন প্রকারে গাড়ীর নীচে মালপত্র ও কম্বল বিছাইয়া শুইয়া থাকিতাম। আমাদের অনুচর কাফ্রির দল কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া যেখানে সেখানে সেই ভিজা মাটিতে বৃষ্টির ভিতরেও আরামে নিদ্রা যাইত। অদ্ভুত বটে!

৭ই জানুয়ারী (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ)—আজ আমাদের দলের একজন একটা জলহস্তীর শাবক মারিলেন। ইহাদের মাংস বেশ সুস্বাদু। আমরা পরম তৃপ্তির সহিত সেই মাংস খাইলাম।

১২ই জানুয়ারী—সকাল বেলা আমরা পথ চলিতেছি। গাড়ী ও লোকজন পেছনে পেছনে আসিতেছে। এমন সময় আকস্মিক ভাবে এক বিপদের সম্মুখীন হইয়া আমরা ভয়ে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। আমাদের প্রায় ৪০ গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড হস্তী আপনার মনে চরিয়া বেড়াইতেছিল। কি ভয়ানক বিপদ! সকলে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ভিতর হইতে রাইফেল বন্দুক ও গুলি গোলা সব সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

মিঃ হোয়াইট পাকা শিকারী, আর এই অঞ্চলে থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। কাজেই, কখন কি বিপদ ঘটিতে পারে, সে সম্ভাবনায় তিনি সদা-সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। আমরা চারিজন শিকারী দ্রুতপদে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া হস্তীর দিকে ছুটিলাম। বনের বাহিরে বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়া সেই ভীষণ হস্তী আপনার মনে চলিয়া যাইতেছিল। আকাশে মেঘ করিয়াছিল, আর খুব জোরে হাওয়া বহিতেছিল। বোধ

হয় এই জন্যই হস্তী আমাদের পায়ের শব্দ শুনিতে পায় নাই। আমরা হাতীটার কাছাকাছি আসিয়া প্রায় কুড়ি গজ দূর হইতে সকলে একসঙ্গে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম। গুলি খাইয়া হস্তীটা ভীষণ চীৎকার করিয়া যেমন রুখিয়া দাঁড়াইল, অমনি মিঃ হোয়াইট তাহার কাঁধের দিক্‌টা লক্ষ্য করিয়া আর একটা গুলি ছুঁড়িলেন। হস্তী আবার একটা ভীষণ চীৎকার করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে চেষ্টা করিল। গুড়ুম্-গুড়ুম্-গুড়ুম্-গুড়ুম্—আবার এক সঙ্গে আমরা চারিজনে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম। ফল খুব ভালই হইল। হস্তীর আর চলিবার শক্তি রহিল না, তাহার প্রাণহীন বিরাট্ দেহ ভীষণ শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। আমরা মহা আনন্দে নিহত হাতীর কাছে গেলাম। কাফ্রিরা আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। হাতীর মাংস তাহাদের প্রিয় খাদ্য।

সারাটা দিন শিকারের পেছনে পেছনে ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম—তাই সহজেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১৪ই জানুয়ারী—আজ সকালবেলা হাঁস শিকারে বাহির হইলাম। ইসিলিনী নদীতে বান ডাকিয়াছিল। এজন্য আমাদের সঙ্গের গাড়ীগুলি নদীর পাড়ে আট্‌কা পড়িয়া গেল। নদীর জল না কমিলে আর পার হইবার কোন উপায় ছিল না। এখানে নদীর ধারে অনেক শিকার মিলিল। বন্য মুর্গী মিলিল অসংখ্য, তা ছাড়া হাঁস ও এদেশের নানাজাতীয় অনেক অজানা জলচর পাখীও শিকার করিলাম। আমি যতগুলি পারিলাম আমার কোমরবন্ধের সহিত বাঁধিয়া লইয়া তাঁবুর দিকে চলিলাম। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলও কমিয়া আসিয়াছিল। গাড়ীগুলি একটি একটি করিয়া এইবার নদীর ওপারে যাইবার আয়োজন করিতেছিল। আমি নদীর পাড় দিয়া চলিতে চলিতে এক জায়গায় খুব অল্প জল ও চরাজায়গা দেখিয়া সেই দিক্ দিয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করিলাম। শিকার করিবার সময়ই নদীর জলে অনেক কুমীর দেখিয়াছিলাম।

নদীর প্রায় তিন ভাগ পার হইয়া আসিয়া একটা ছোট 'চর' পাইলাম। জল হইতে স্থলভাগ দুই তিন হাতের বেশী উঁচু নয়। এই চরের সম্মুখে নদীর জল যেমন গভীর, স্রোতও তেমনি প্রখর। সেখানে নদী প্রায় ষাট হাত চওড়া হইবে। আমার সঙ্গে আমার বন্দুক, শিকারের সাজ-সরঞ্জাম, শিকার-করা পাখী কয়টি ছিল, পায়ে ছিল এক জোড়া শিকার

করিবার বুট জুতা (shooting-boot), আর গায়ে হাল্‌কা ফ্লানেলের জামা ও মাথায় ছিল টুপি। কোন ভারি জিনিস সঙ্গে ছিল না।

আমার মনে হইল যে, এই হাল্‌কা জিনিস কয়টি লইয়া সহজেই নদী পার হইতে পারিব। এইরূপ ভাবিয়া সবেমাত্র জলে নামিয়া ধীরে ধীরে নদী পার হইতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, প্রকাণ্ড একটা কুমীর মাথা তুলিয়া, মস্ত বড় হাঁ করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া নদীর জল আলোড়িত করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। প্রাণের ভয়ে তাড়াতাড়ি আবার ডাঙ্গায় ফিরিয়া চলিলাম, কোন রকমে বুনো ঘাস ধরিয়া ডাঙ্গায় উঠিলাম। প্রাণ বাঁচাইতে যাইয়া বন্দুকটিকে জলে বিসর্জ্জন দিতে হইল। পাড়ে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, আর একটু হইলেই,—যদি কুমীরের দিকে নজর না পড়িত, তাহা হইলেই আমার আফ্রিকার শিকারের আশা এই জীবনের মত এইখানেই শেষ হইয়া যাইত। সে যাহা হউক, অনেকক্ষণ ডাঙ্গায় বসিয়া রহিলাম, ক্রমশঃ নদীর জল কমিতে কমিতে যখন মাত্র এক হাঁটু পরিমিত হইয়া আসিল, তখন নদী পার হইলাম।

কোন রকমে বুনো ঘাস ধরিয়া ডাঙ্গায় উঠিলাম

পরের দিন বন্ধুদের সহিত আসিয়া বন্দুকটির অনেক খোঁজ করিলাম, কিন্তু উহা আর পাইলাম না।

এইবার আমাদের দলের লোকদের মধ্যে দুই ভাগ হইয়া গেল। একদল চলিয়া গেল সেণ্টলুশিয়া প্রণালীর দিকে, জলহস্তী শিকার করিবার জন্য, আর একদল চলিল অন্য দিকে। আমরা ইন্‌সেলিন্ (Inseline) নামে একটি ছোট নদীর পাড়ে তাঁবু ফেলিয়াছিলাম। এখানে মশার এমন উপদ্রব যে, রাত্রিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ঘুমাইতে পারি নাই।

অর্থ সংগ্রহের জন্য এদেশের লোকদের সহিত আমি এখানে কিছু ব্যবসায়ও করিলাম। কাফ্রিদের কাছে দুইখানি কোদালের বদলে আমি একটি ষাঁড় পাইলাম। আফ্রিকার ষাঁড় নানা কাজে লাগে। ঘোড়ার মত ইহার পিঠে চড়িয়া এদেশের লোকেরা চলাফেরা করে। আমরাও অনেকে সময় সময় ষাঁড়ের পিঠে চড়িয়াছি।

১৮ই জানুয়ারী—প্রায় [illegible] দূরে যাইয়া আর একটি ছোট নদীর পাড়ে যাইয়া রাতটা কাটাইলাম।

ইন্‌সেলিন্ নদীর পাড়ের মশার কথা বলিয়াছি। এবার যেখানে আসিলাম সেখানে মশার উপদ্রব আরও অনেক বেশি। আমরা রাত্রিতে গোবরের ঘুঁটে পোড়াইয়া কোন রকমে মশার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম।

পরের দিন প্রায় বার মাইল দূরবর্ত্তী একটি কাফ্রি-পল্লীতে আসিলাম। আমরা এখন দলে মাত্র তিন জন। পথ এবার ভাল ছিল—তেমন জঙ্গলা ছিল না। পাহাড়ের পথ হইলেও অনেকটা সমতল। পাহাড়গুলিও রুক্ষ নয়, তরু-লতা-গুল্মে পরিপূর্ণ বলিয়া দূর হইতে নীলাভ দেখাইতেছিল।

এই কাফ্রি গ্রামের সর্দ্দার আমাদের প্রতি খুব ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল। আর এখানে প্রচুর শিকারও পাইয়াছিলাম। গ্রামটি একটি ছোট পাহাড়ের উপর থাকায় চারিদিকের সৌন্দর্য্যও ছিল যেমন মনোরম, তেমনি মশার উপদ্রব ও তত বেশি ছিল না। কিন্তু একটা ভয় ছিল খুব বেশি। পাহাড়ের পশ্চিম দিকটা ঢালু ও গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায় ঐ ভীষণ বনের মধ্যে বুনো মহিষ, হাতী এবং অন্যান্য অনেক হিংস্রজন্তু বাস করিত। আমরা

এখানে আসিবামাত্রই কাফ্রিরা একথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। সেজন্য আমরা সারারাত্রি চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া শুইয়াছিলাম।

এ-গ্রামে আসিবার পর হইতে আমার বন্ধুরা অন্যদিকে শিকারে বাহির হইতেন। তাঁহারা পাহাড়ের নীচের দিকে যে ছোট নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া বন্ধুর প্রান্তরের বুক দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহার পাড়ে পাড়ে শিকার করিতেন। এই শিকারে আমাদের খাওয়ার জিনিস জুটিত প্রচুর। বুনো মুর্গী, হাঁস এবং অন্যান্য অনেক সুখাদ্য পাখী তাঁহারা শিকার করিয়া আনিতেন। কাজেই, দিনগুলি বেশ আরামে কাটিতেছিল।

এদিকে আমি কি করিতাম ? আমি প্রতিদিন সকালবেলা কাফ্রিদের সঙ্গে শিকারের সন্ধানে বাহির হইতাম। আমি তাহাদের ভাষা কিছুই বুঝিতাম না। শুধু তাহাদের আকার-ইঙ্গিত অনুসারে তাহাদের অনুসরণ করিতাম। একদিনকার কথা বলিতেছি—সেদিন আমার সঙ্গে মিঃ গিবসন্ (Gibson)-ও ছিলেন। কিছুদূর চলিবার পর একজন কাফ্রি আমাদিগকে একটা কাঁটা গাছের ঝোপের পাশে চুপ্‌চাপ্ বসিয়া থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। ঐ ঝোপের অল্পদূরেই একটি প্রকাণ্ড জলাশয় ছিল, ঐটিকে হ্রদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জায়গাটি বেশ মনোরম ছিল। ঝোপের নিকটবর্ত্তী স্থানটি ছিল শ্যামল তৃণাবৃত। বেশ মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া বহিতেছিল, কাজেই, আমি একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কাফ্রিরা আমাদিগকে এখানে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ আমি মিঃ গিবসনের ভীতিজনক চীৎকারে জাগিয়া উঠিলাম। সে তাড়াতাড়ি আমাকে পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—ঐ দেখুন ?

আমি চোখ মেলিয়া দেখিলাম, একটা বুনো মহিষ পাহাড়ের উপর হইতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সে ঝোপটার পাশে আসিয়া এমন জোরে লাফাইল যে, আমার মাথার উপর দিয়া জলাশয়ের কিনারায় যাইয়া পড়িল। জলের মধ্যে ভয়ানক একটা শব্দ হইল। এই আলোড়নের ফলে অনেকখানি জল পাড়ে ছিট্‌কাইয়া উঠিল। আমি এতটুকুও ভয় পাইলাম না। তৎক্ষণাৎ মহিষটিকে লক্ষ্য করিয়া একটা গুলি করিলাম। ব্যাস্—এক গুলিতেই সাবাড় ! আমার বন্দুকের

শব্দ শুনিয়া কাফ্রিরা হল্লা করিতে করিতে গ্রাম হইতে ছুটিয়া আসিল। তাহাদের আনন্দ দেখে কে ! এখানে একটা কথা বলা ভাল । এই দুর্দ্দান্ত বুনো মহিষটাকে মারিয়া আমার কোনও আনন্দ হয় নাই । কেননা আমি এজন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না, দ্বিতীয়তঃ মহিষটার যদি লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হইত, তাহা হইলে আমার প্রাণ বাঁচানই দায় হইত। বরং আমার যে প্রাণ বাঁচিল, সেজন্যই আমি অন্তরের সহিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছিলাম।

এখানে আর বেশি দিন থাকিলাম না। আমরা সেণ্ট লুই নদীর পাড় ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। এই অঞ্চলের কাফ্রিরা দরিদ্র নহে, তার পর এখানে ইহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা যেমন নানা শস্য উৎপাদন করে, তেমনি মাছ, মাংসও খুব পায়। নদীর জলে মাছ ধরে, আর জলহস্তী শিকার করে। এ অঞ্চলটা অরণ্যসঙ্কুল। সিংহ ও হায়েনা প্রতিদিন রাত্রিবেলা দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। বৃষ্টিও এ অঞ্চলে খুবই বেশি হয়। এজন্য চাষবাসের অবস্থা ভাল।

সেণ্ট লুই নদীর গভীরতা সর্ব্বত্র সমান নহে, কোথাও ইহার জল অত্যন্ত গভীর—কোথাও নয়। তবে এইখানে জলহস্তীর সংখ্যা খুবই বেশি । আর কুমীর সে যে কত, তাহা গণিয়া শেষ করে কে ? আর একদিন আমরা এক ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছিলাম। একখানা 'কেনোতে' চড়িয়া নদী পার হইতেছি, এমন সময় একটি জলহস্তীর শাবককে দেখিতে পাইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ গিবসন্ গুলি করিলেন। যেমন গুলি করা, অমনি শাবকটি গভীর জলের মধ্যে ডুবিয়া গেল। কিন্তু এদিকে, বোধ হয় শাবকটির মাতা ভীষণ বেগে আসিয়া আমাদের নৌকার উপর পড়িল। আর একটু হইলেই নৌকাখানি উল্টাইয়া যাইত, আর কি ? কাফ্রি মাঝি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আমরা দুইজনে নির্ভীকভাবে উপর্য্যুপরি গুলি করিতে লাগিলাম । সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের গুলি ব্যর্থ হয় নাই ! উঃ, কি বাঁচনটাই না বাঁচা গেল । আমরা ক্রমশঃ স্রোতের বেগে অতি দ্রুত সেণ্টলুশিয়ার দিকে চলিতে লাগিলাম । আজ আমাদের পক্ষে বড়ই শুভদিন বলিতে হইবে। অনেকগুলি জলহস্তী শিকার করিয়াছিলাম। যতই সেণ্টলুশিয়ার কাছাকাছি আসিতে লাগিলাম, ততই নদীর জল অগভীর হইতে লাগিল । কিন্তু

এদিকে কুমীরের উৎপাত অতি ভীষণ। আটটি দশটি —কোথাও বা কুড়ি-পাঁচিশটি কুমীর এক সঙ্গে জড় হইয়া নদীর এদিকে ওদিকে সাঁতরাইতেছিল, কতকগুলি আবার নদীর চরে রোদ পোহাইতেছিল।

আমরা দুইজনে নির্ভীকভাবে উপর্য্যুপরি গুলি করিতে লাগিলাম

আমরা এইবার নদীর পাড় হইতে অল্প একটু দূরে একটি বৃহৎ জলাশয়ের তীরে রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিলাম।

তখনও রাত্রি তেমন গভীর হয় নাই। আমাদের তাঁবুর অল্প একটু দূরেই ছোট একটি ঝোপ ছিল। আমরা আমাদের পাশে ল্যাম্প জ্বালিয়া তাঁবুর বাহিরে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। রুটি, শাক-সব্জী এবং মাংসের কোন অভাব ছিল না। চাকরেরা খাবার তৈয়ারী করিতেছিল, আমরা কোন্ দিকে কি-ভাবে শিকার করিতে যাইব, সে-বিষয়েই আলোচনা করিতেছিলাম। আকাশে মেঘ করিয়াছিল এবং বেশ জোরে হাওয়া বহিতেছিল। এমন সময়

আমাদের সঙ্গী মিঃ মনিস্ দেখিতে পাইলেন, ঐ ঝোপটার পাশ দিয়া তিনটি সিংহ আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছে। মিঃ মনিস্ আমাদের সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিলেন। কি ভয়ানক বিপদ সম্মুখে! মাত্র কুড়ি হাত দূর দিয়া সিংহেরা বিড়ালের মত চুপি চুপি আসিতেছিল। আমরা তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম এবং বন্দুক লইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলাম। আমরা ঠিক্ করিয়াছিলাম, যদি সিংহ আমাদের আক্রমণ করিতে আসে তবেই আমরা তাহাদিগকে গুলি করিব, নতুবা নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সিংহেরা এদিক্ দিয়া ঘেঁসিলও না,—তাহারা আস্তে আস্তে দূর বনের দিকে চলিয়া গেল। সারারাত্রি ঝড়ো হাওয়া বহিল।

৩রা মার্চ্চ (১৮৫২)—আজ বজ্র ও বিদ্যুতের খেলা চলিল। যেমন মেঘ গর্জ্জন, তেমনি বর্ষণ আরম্ভ হইল। সারা দিন-রাত্রি সমানভাবে বৃষ্টি চলিল। আমরা সারা রাত্রি ভিজিলাম, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া, কন্‌কনে হাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া আমার এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, দাঁতে দাঁত লাগিতে লাগিল। পরের দিন বৃষ্টি একটু থামিলে এই স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

৯ই মার্চ্চ—মিঃ হোয়াইটের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, আমাদের আর সেণ্ট-লুশিয়ার দিকে যাওয়ার আবশ্যক নাই। আমাদের পুনরায় কাফ্রিদের অঞ্চলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এ যাত্রায় আমাদের শিকার নেহাৎ মন্দ হয় নাই—৫৫টি জলহস্তী, একটি হাতী এবং অনেক হাতীর দাঁতও সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

১২ই মার্চ্চ—এখান হইতে তাঁবু তুলিলাম। আমাদের কাফ্রি অনুচরেরা দলে দলে জিনিস-পত্র লইয়া যাত্রা সুরু করিল। আমার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, আমি পথে বিশ্রাম করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। ১৬ই তারিখে নেটাল বন্দরে পৌঁছিলাম। এপথে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। নেটালে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া একটু সুস্থ হইলাম। নেটালে মিঃ কলিন্স ও তাঁহার স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষা ও আদর-যত্নের দরুণই এই যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়াছিলাম। তাঁহাদের উপকার কখনও ভুলিব না।

এখান হইতে মিঃ হোয়াইটের নিকট গেলাম। মিঃ হোয়াইট এদিকে একজন মস্ত বড় কৃষক ছিলেন। তাঁহার কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯,৬০০ একর। আমি তাঁহার কাছাকাছি একটি গ্রামে প্রায় দুই বৎসর ছিলাম। এসময়ে আমি যেভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ

করিয়াছি, তাহা একেবারেই সন্তোষজনক বলিতে পারা যায় না। কাফ্রিদের কাছে গরু-বাছুর বেচিয়া যে দু' পয়সা রোজগার করিতাম, তাহাতেই দিন চলিত। মিঃ হোয়াইট জুলুদের সহিত এই কারবার করিয়া বেশ লাভবান্ হইয়াছিলেন।

এ-জীবন একান্ত নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। আমার সঙ্গে বাহিরের লোকজনের সহিত বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হইত না। তারপর আমার এই নির্জ্জন কুটীরে এমন কিছু লোভনীয় জিনিস ছিল না যে, কেহ আসিয়া বেশি দিন থাকিতে পারে। এসময়ে আমার জীবন কতকটা যাযাবরের মত হইয়া পড়িয়াছিল। আজ এ-গ্রামে গরু বেচিতে যাইতাম, কাল অন্য কোনও গ্রামে, এইভাবে দিনগুলি কাটিতেছিল। এসময়েও আমার কাছে কয়েকটি ঘোড়া এবং একপাল কুকুর ছিল। তারপর আমি এখানে যে-ঘর তৈয়ারী করিয়া বাস করিতেছিলাম, তাহার মধ্যে এত বেশি উইয়ের উপদ্রব ছিল যে, সঙ্গে যা-কিছু পুঁথি-পত্র এবং পোষাক-পরিচ্ছদ আনিয়াছিলাম তাহা উইয়ে সব নাশ করিয়া দিয়াছিল। এইভাবে দুই বৎসরের উপর এখানে কাটাইয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আবার শিকারের নেশায় মাতিলাম।

প্রথমেই আসিলাম সেন্টলুশিয়া। সেন্টলুশিয়া আসিবার পর মিঃ লিগুলো নামক একজন আমেরিকাবাসী পাদ্রীর সহিত আলাপ-পরিচয় হইল। এই ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী, আমি যেখানে থাকিতাম, সেখান হইতে চার পাঁচ মাইল দূরে থাকিতেন। আমি প্রতি রবিবার তাঁহাদের ওখানে বেড়াইতে যাইতাম। তাঁহার সদাশয়া পত্নী এবং ছেলেমেয়েরা আমাকে খুবই যত্ন করিতেন। তাঁহাদের আদর ও যত্নে আমার বাড়ীর কথা মনে পড়িত—পিতামাতা ও ভাইবোনদের কথা মনে পড়িত। তাঁহার বাংলো, গৃহ-সজ্জা, বাগান এবং চারিদিকের নিপুণ গৃহস্থালীর সহিত, আমার নির্জ্জন বিষণ্ণ মলিন গৃহস্থালীর কথা স্মরণ করিয়া লজ্জা অনুভব করিতাম। একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে আমি থাকিতাম। গৃহসজ্জার মধ্যে ছিল, একটি অর্দ্ধভগ্ন টেবিল, গুটি দুই ভাঙ্গা চেয়ার, এক তোরঙ্গ কাপড়-চোপড় ও একটি ঔষধের বাক্স—এই মাত্র সম্বল।

সেন্টলুশিয়ায় থাকিবার সময় একদিন একটা খুব বিপদের হাত হইতে বাঁচিয়াছিলাম! মানুষ এমন বিপদের হাত হইতে কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহেই বাঁচিতে পারে।

একদিন বিকেল বেলা আমরা কয়েকজন মিলিয়া জলহস্তী শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। তাহার দুই চারি দিন আগে মাত্র আমার জ্বর সারিয়াছে। আমরা একখানা

ছোট নৌকায় চড়িয়া যাইতেছিলাম। সঙ্গীরা আমাকে একটি ছোট দ্বীপ বা চর ভূমিতে রাখিয়া গেলেন। আমি একটা ঝোপের কাছে শিকারের আশায় বসিয়া রহিলাম। অনেকটা সময় কাটিয়া গেল, একটিও জলহস্তীর সন্ধান মিলিল না। একে দুর্ব্বল শরীর, তার উপর রৌদ্রের তেজে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। কতকগুলি নলবন লাঠি দিয়া ভাঙ্গিয়া তাহার উপর বেশ একটু আরাম করিয়া বসিলাম। ঘুমে আমার চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল। পা দুখানির খানিকটা জলের মধ্যে ডুবান ছিল। আমি কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম, জানি না। হঠাৎ আমার সঙ্গীদের চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, চারিদিক হইতে প্রায় সাতটি কুমীর আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তিনটি কুমীর ত একেবারে পায়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বন্ধুরা সে সময়ে আসিয়া না পৌঁছিলে এবং তাড়াতাড়ি যদি আমায় নিদ্রার স্থান হইতে দূরে টানিয়া না আনিতেন, তাহা হইলে হইয়াছিল আর কি! একেবারে কুমীর মহাশয়দের পেটের ভিতর যাইয়া চিরবিশ্রাম করিতাম।

ঘুমে আমার চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল

বন্ধুরা বলিলেন, তাঁহারা দূর হইতে আমার কাছাকাছি কয়েকটা জলহস্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, আমি হয়ত তাহাদের গুলি করিব। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আমার কোন সাড়াই তাঁহারা পাইলেন না, তাই ব্যস্ত হইয়া এদিকে আসিয়াছিলেন। আসিয়া আমাকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এখানে আমি কুমীরের সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক গল্প বলিব। এইটিও সেন্ট-লুশিয়াতেই ঘটিয়াছিল। সেন্টলুশিয়া প্রণালীর কাছাকাছি নদীর মোহানায় আমি কয়েকটি হাঁস শিকার করি। একটি হাঁস শিকারের পরে যখন সেইটির সন্ধানে নদীর কিনারায় গেলাম,

দেখিলাম হাঁসটি নাই। সে সময়ে মিঃ গিবসন্ আমার সঙ্গে ছিলেন। আবার একটি হাঁস গুলি করিলাম, ঠিক্ সেই অবস্থা,—নদীর পাড়ে যাইয়া হাঁসের সন্ধান মিলিল না। তৃতীয় বার ঐরূপ গুলি করিয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া নদীর পাড়ে আসিলাম। সঙ্গে একটি লোহা-বাঁধান লাঠি লইলাম। কাছে যাইয়া দেখিলাম, হাঁসটি নদীর কিনারায় পড়িয়া আছে, ঐটিকে তুলিয়া আনিবার জন্য যেমন হাত বাড়াইয়াছি, হঠাৎ হাঁসটি একটি কুমীরের মুখে অদৃশ্য হইল! সে সময়ে ভয় কাহাকে বলে, জানিতাম না, তাই তাড়াতাড়ি কুমীরের মুখ হইতে হাঁসটিকে উদ্ধার করিবার জন্য হাঁসের পা ধরিয়া টানিলাম। আমার এই টানাটানির ফলে হাঁসের অর্দ্ধেকটা আমার ভাগ্যে জুটিল আর বাকি অর্দ্ধেকটা করিলেন কুমীর মহাশয় উদরসাৎ! আমি আমার সেই লৌহদণ্ডটি দিয়া কুমীরের নাকের উপর খুব জোরে দু'চারিটি আঘাত করিয়াছিলাম। একথা না বলিলেও চলে যে, হাঁসের আধখানি পাইয়াই নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ পাড়ে উঠিলাম। এখন অনেক সময় ভাবি, কি অন্যায় এবং দুঃসাহসিকতার কাজই না করিয়াছিলাম! যদি তাড়াতাড়ি পাড়ে না উঠিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমারও যে হাঁসের অবস্থাই হইত। কেননা, আমি পাড়ের উপর কয়েক পা অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা কুমীর একসঙ্গে মিলিত হইয়া নদীর জল আলোড়িত করিতে করিতে পাড়ের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

যৌবনে মানুষের জীবনের মায়া থাকে না। অনেক দুঃসাহসিকতার কাজ করা সে সময়েই সম্ভব হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যত অভিজ্ঞতা লাভ করে, ততই কাজ শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়। শিকারে ধৈর্য্য, অভিজ্ঞতা এবং ক্ষিপ্রকারিতা আসে, কিন্তু দুঃসাহসিকতা দূর হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জুলুদের দেশে—তাঁবুতে সিংহের উপদ্রব

আমরা ১৫ই জুলাই (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ) তারিখে জুলুদের দেশে শিকার করিবার উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। গরুর গাড়ীতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব চলিল, আর আমরা চলিলাম ঘোড়ায় চড়িয়া। পথে স্কটল্যাণ্ডের একজন কৃষকের বাড়ীতে দুই একদিনের জন্য অতিথি হইয়াছিলাম। ভদ্রলোক আমাদের যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিয়াছিলেন।

এখান হইতে আমাদের পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে হইবে। পাহাড়টা এত খাড়া যে, ঘোড়ার উপর চড়িয়া সেখানে উঠা নিরাপদ নহে মনে করিয়া ঘোড়া কাফ্রি অনুচরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। এদিকের পাহাড়গুলি শিলাকীর্ণ। মাঝে মাঝে জঙ্গল। তার মধ্য দিয়া পথ। মিঃ গিবসন্ (Mr. Gibson) ও মিঃ এড্‌মনোষ্টান্ (Mr. Edmonostone) এইবার আমাব সঙ্গী ছিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল, কাজেই, প্রায় আট মাইল পথ বেশ

ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলিয়াছিলাম। ১৮ই জুলাই—আজ আমাদের যাত্রা করিতে দেরী হইল। ষাঁড়গুলি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। "ইউমস্লালি" নামক একটি গ্রাম হইতে অনেক গোল-আলু সংগ্রহ করিলাম। রাত্রিটা এই গ্রামেই কাটিল। পরের দিন আবার পথ চলা আরম্ভ হইল। আমি জ্যাক্ ও জ্যাকব্ নামে দুইজন কাফ্রি ভৃত্য নিযুক্ত করিলাম। তাহারা আমাদের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এই পথে আমরা গাড়ীতে চড়িয়াই যাইতেছিলাম, হঠাৎ একটা পাহাড়িয়া নদীর পাড় হইতে নীচের দিকে নামিবার সময় গাড়ীটা উল্টাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ও আমার একজন সঙ্গী মাটিতে পড়িয়া গেলাম। আমার পায়ের অনেকটা জায়গা কাটিয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার হাত বা পায়ের কোন হাড় ভাঙ্গে নাই। যদি গাড়ীর চাকার নীচে পড়িয়া যাইতাম, তাহা হইলে বাঁচিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না।

২২শে জুলাই—আমরা তুগেলা (Tugela) নামে একটি নদী পার হইলাম। নদীতে জল ছিল না, বেশির ভাগই বালুকাময়। মাঝে মাঝে দুই এক জায়গায় কিছু কিছু জল ছিল। নদী পার হইয়া প্রায় চারি পাঁচ মাইল পথ গিয়াছি, এমন সময় আর একদল শিকারীর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। সে দলের নেতা ছিলেন মিঃ ক্লিফটন (লেফ্‌-টেনাণ্ট), তাঁহার সহিত মিঃ ফ্লেচার নামে আর একজন ভদ্রলোকও ছিলেন। দৈবের ঘটনা, আসিবার পথে তাঁহারা একটা হস্তিনীকে দেখিতে পাইয়া গুলি করেন, তাহাতে হস্তিনীর কিছুই হয় নাই। ক্রুদ্ধা হস্তিনী দ্রুতবেগে আসিয়া মিঃ ফ্লেচারকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। বেচারা ফ্লেচার মাত্র তিন মাস হইল এই দেশে বেড়াইতে আসিয়া-

তুগেলা নদীর দৃশ্য

ছিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট গ্রিফ্‌টনের মুখে এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম।

২৩শে জুলাই—আজ আমরা মাতাকুলা (Matakoola) নদী পার হইলাম। পরের দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ঘুম হইতে উঠিয়া আমরা চারিজন একটা পাহাড়ের উপর উঠিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এখান হইতে চারিদিকের অবস্থা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিব। কিন্তু উপরে উঠিয়াই আমাদের শিকার মিলিল। ঐ পাহাড়ের একটি অধিত্যকা প্রদেশে এক পাল বন্য বৃষ চরিতেছিল। এখানে কোন শিকার পাইব, এইরূপ আশা আমরা করিতে পারি নাই। শিকার মিলিল বটে, কিন্তু আমরা একটি বই বৃষ শিকার করিতে পারিলাম না। তাহারা বন্দুকের শব্দে নিবিড় বনের মধ্যে কোথায় যে লুকাইয়া গেল, সেদিকে লক্ষ্য করিবার কোন সুবিধাই ছিল না। পাহাড় হইতে তাঁবুতে আসিয়া প্রাতরাশ সারিয়া সেদিনকার মত বিশ্রাম করিলাম। ২৫শে জুলাই—ওখান হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী আর একটা পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। এই অঞ্চলে এই পাহাড়টাই হইতেছে সব চেয়ে উঁচু। আজ ছিল ভয়ানক শীত। তাড়াতাড়ি পাহাড় হইতে নামিয়া আমরা তাঁবুর চারিধারে আগুন জ্বালিয়া অনেকটা আরামেই রাত্রি কাটাইলাম। পরের দিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম, কাল রাত্রিতে 'বাস্‌কেট্‌' নামে আমাদের একটা ষাঁড়কে কোথা হইতে অজানাভাবে একটা সিংহ আসিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। আমরা কোন্ দিক্ হইতে সিংহ আসিতে পারে, তাহা অনুমান করিয়া সে-পথে অনেকটা দূর চলিলাম, কিন্তু সিংহের কোন সন্ধান মিলিল না। পরের দিন "ইউমনিলাস্" নদীর কিনারায় আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম। নদীর জল বাড়িয়া গিয়াছিল। সারাদিন কাটিয়া গেল, তবু নদীর জল একটুও কমিল না। শেষটায় নিরুপায় হইয়া পাহাড়ের উপর যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এমন ভীষণ রাত্রি এপথে আর কাটাই নাই। যেমন ঝড়ো হাওয়া বেগে বহিয়া যাইতেছিল, তেমনি অবিশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। শীতে কাঁপিতেছিলাম। আমরা গাড়ীর মধ্যে বসিয়া কোন রকমে খাবার খাইতেছি, এমন সময় কোথা হইতে একটা প্যান্থার আসিয়া গাড়ীর নীচে হইতে আমার 'হোপ্' কুকুরটিকে লইয়া চলিয়া গেল। আমরা তাড়াতাড়ি লাফাইয়া পড়িলাম, এবং এদিকে ওদিকে গুলি ছুঁড়িতে লাগিলাম। প্যান্থারটা ভয়ে কুকুরটিকে ছাড়িয়া পলাইয়া

গেল। সেই ভীষণ হিংস্র জন্তুর আক্রমণের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া কুকুরটা মড়ার মত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। রাত্রি ছিল ভয়ানক অন্ধকার, কাজেই, প্যান্থার শিকার করা সম্ভবপর ছিল না।

এইভাবে আজ এই পাহাড়ে, কাল সেই পাহাড়ে তাঁবু গাড়িয়া শিকার করিতে করিতে আমরা অবশেষে ১২ই আগষ্ট তারিখে পাণ্ডা সহরে আসিলাম। এখানকার রাজা পাণ্ডার রাজা নামে পরিচিত। পাণ্ডা সহরের পরিমাণ হইবে প্রায় ২½ মাইল। চারিদিকে মাটির প্রাচীর। সেই প্রাচীরের মধ্যে প্রায় ২০০০ ঘর লইয়া এই সহর। আমাদের রাজার সহিত দেখা হয় নাই। রাজার মন্ত্রী মহাশয় আমাদের আসার কথা জানিতে পারিয়া এদেশের "ক্যালাবেশ" নামক পানীয় দিয়া আদর-আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রী মহাশয়ের নাম "লিকোয়াজি"। আমরা লিকোয়াজির হাত দিয়া রাজাকে পুঁতির মালা এবং কয়েকখানা কম্বল উপহার পাঠাইয়াছিলাম।

কয়েকটা দিন পাণ্ডাতে কাটাইলাম। এ সময়ে এখানে বর্ষাকাল, দিনরাত বৃষ্টি হইতেছিল। তারপর এখানে একটা খোলা জায়গায় আমাদের কাফ্রি অনুচরেরা থাকিবার জন্য ঘর তৈয়ারী করিয়াছিল। বৃষ্টির মধ্যে যেখানে সেখানে অজানা পথে ক্লেশ পাওয়া অপেক্ষা একটু নিশ্চিন্ত মনে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে হইয়াছিল। এখানে থাকিয়া কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র, খাদ্যসামগ্রী—সব বিষয়েই সুব্যবস্থা করিয়া লইতেছিলাম। একদিন বিকাল বেলা, আমরা শিকারে বাহির হইয়া অনেকটা দূরে এক পাল মহিষ দেখিতে পাইয়া যেমন শিকার করিবার আয়োজন করিতেছিলাম, ঠিক্ সেই সময়ে কোথা হইতে একজন কাফ্রি আমার হতভাগা কুকুর 'হোপফুল' (Hopeful)-কে লক্ষ্য করিয়া একটা পাথর ছুঁড়িয়া মারিল। তখনও প্যান্থারের কামড়ের সেই গলার ঘা-টা বেচারার শুকায় নাই। কাজেই, সে আঘাত পাইয়া ভেউ ভেউ করিয়া এমন জোরে চেঁচাইতে লাগিল যে, মহিষের পাল পলাইয়া গেল।

২২শে আগষ্ট—মিঃ এড্‌মনোষ্টোন ও আমি পাণ্ডা গ্রামের কাছে যে খুব উঁচু পাহাড়টা ছিল, তাহার উপর উঠিতে চেষ্টা করিলাম। আমরা অনেক কষ্টে উপরে উঠিলাম। সেখানকার দৃশ্য বড় চমৎকার। চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল, এখানে উঠিয়া এঅঞ্চলের প্রাকৃতিক

শোভা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতা হইল। এখানে অনেক কাফ্রি চাষা দেখিলাম, তাহারা পাহাড়ের ঢালু গায়ে চাষ-বাস করে। অনেক সুন্দর সুন্দর শাক-সব্জী দেখিয়া সংগ্রহ করিয়া লইলাম। পাহাড় হইতে আমরা বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় নামিয়া আসিয়াছিলাম।

কাফ্রি চাষা

৩১শে আগষ্ট—আজ আমরা পাণ্ডার রাজার সঙ্গে দেখা করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। রাজ-বাড়ীর ফটকের কাছে যাইয়া তাঁহার অনুচরদের কাছে শুনিলাম যে, রাজা-মহাশয় তখনও ঘুমাইয়া আছেন। কাজেই কি আর করিব, আমাদের বাসের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি পোড়াইয়া ফেলিলাম, জিনিসপত্র সব গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া দিয়া রওয়ানা করিয়া দিলাম। তারপর সকলে রওয়ানা হইলাম।

আমরা প্রায় দুই মাইল পথ চলিয়া আসিয়াছি, এমন সময় পাণ্ডা রাজার একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছুটিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল—"দিনগান" আর "চাকার" (দিনগান ও চাকা কাফ্রি জাতির মধ্যে খুব বীর ছিলেন—যেমন আমাদেব দেশের ভীম ও গ্রীক্‌দের হার্কিউলিস) নামে শপথ করে বলছি, তোমরা যদি এখনি ফিরে না যাও, তাহলে পাঁচশ লোক এসে তোমাদের মাথা কেটে ফেল্‌বে। আমরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সে আমাদের কোন কথাই শুনিল না। বলিল—খবরদার। যদি ঐ নদীর কিনারা পর্য্যন্ত যাও, তাহলে তোমাদের রক্ষে নেই। অমনই রাজার লোকেরা মেরে ফেল্‌বে।

মহা বিপদ ! আমরা ভাবিয়া দেখিলাম, এখানে তাহাদের কথা মানিয়া চলাই ভাল। আমরা মাত্র চারিজন শ্বেতাঙ্গ, যদি এই দুর্দ্দান্ত কাফ্রিরা পাঁচ ছয় শত আসিয়া পড়ে, তবে আত্মরক্ষা করিব কিরূপে ? এজন্য আর কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া তাহার সেই কাপ্তানের সঙ্গে ফিরিয়া চলিলাম, পাণ্ডার রাজার বাড়ী।

আমাদের কাফ্রি অনুচরেরা ত এসব কথা শুনিয়া ভয়েই অস্থির ! আমরা সকলে রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলে দেখিলাম, সত্য সত্যই পাণ্ডা রাজার অনুচরেরা তাহাদের তীর, ধনু, বল্লম ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহারা দলে পাঁচশতের কম হইবে না।

রাজার অনুচরেরা অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে

আমরা সেখানে পৌঁছিবার খানিক পরেই রাজার মন্ত্রী 'লিকোয়াজি' আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার কথা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এ লোকটি বেশ ভাল। হাসি-খুসি এবং সুবিবেচক। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে আপোষ হইয়া গেল। তবে আমরা যে

পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা আর হইল না। আমরা পাণ্ডা রাজ্যে শিকার করিবার অনুমতি পাইলাম। এবার হাতী শিকার করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইবে কিনা, তাহাই হইল সন্দেহস্থল। আমাদের সঙ্গী মিঃ ক্লিফ্‌টন (Clifton) রাজার সঙ্গে একবার দেখা করিতে চাহিলেন। তিনি সেই সঙ্গে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, 'আমি ত রাজা মশায়কে অনেক পুঁতি এবং কম্বল উপহার দিয়াছি, একবার যদি রাজা মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়, তবে বড়ই আনন্দিত হইব।' উত্তর আসিল 'আমার সঙ্গে তার কি কথা আছে? আমি কি হাতী, বাঘ, না মোষ যে, আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাইছে।' রাজা, মিঃ হোয়াইট ও আমাদের সঙ্গের দো-ভাষীর সহিত মাত্র কথা বলিয়াছিলেন।

১লা সেপ্টেম্বর—আবার সেই পথ। শিকার করিতে বাহির হইয়াছি, এমন সময়ে একদল কাফ্রি ছেলের সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা বলিল যে, পাহাড়ের নীচে এক পাল কৃষ্ণসার মৃগ চরিতে দেখিয়াছে। আমি মিঃ এডমনোষ্টোন্ এবং ক্লিফ্‌টন্‌কে লইয়া সেদিকে ছুটিলাম। সত্য সত্যই এক পাল কৃষ্ণসার মৃগ চরিতেছিল। আমরা তাহাদিগকে গুলি করিলাম বটে, কিন্তু একটি হরিণের গায়েও আমাদের গুলি লাগিল না। তাহারা আমাদের চোখের সম্মুখেই অতি দ্রুত পলায়ন করিল।

পাণ্ডাতে আমরা এক সঙ্গে কয়েকটি শিকারিদল এবং ব্যবসায়িদল মিলিত হইয়াছিলাম। একটি শিলাকীর্ণ পাহাড়ের নীচে আমরা তাঁবু গাড়িয়া দলে-দলে শিকারে বাহির হইতাম।

৭ই সেপ্টেম্বর—আজ কাফ্রিরা বলিল যে, কয়েক মাইল দূরে এক পাল হাতী দেখা গিয়াছে। কথাটা আমাদের সকলের কাছেই খুব ভাল লাগিল। দুইজন হোটেনটোট্ (Hottentot) ও দুইজন কাফ্রি অনুচর সঙ্গে লইয়া সেদিকে রওয়ানা হইলাম। পথে এক পশলা বৃষ্টি পাইলাম। রাত্রিতে একটা গাছের নীচে, উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে শুইয়া রাত কাটাইলাম। সকালবেলা চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথ অতি বিশ্রী। মাথার সমান উঁচু জঙ্গল, কাঁটা বন, এক পা চলা দুঃসাধ্য। কাফ্রিরা জঙ্গল কাটিয়া খানিকটা পরিষ্কার করিলেই দেখিতে পাইলাম, প্রায় দুই শত গজ দূরে তিনটি গণ্ডার, এক পাল কৃষ্ণসার মৃগ এবং

একপাল মহিষ চরিতেছে। দেখিয়া আনন্দ হইল, কিন্তু একা শিকার করিতে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত মনে হইল না। আমার কুকুরগুলি সঙ্গেই আসিয়াছিল। আমি দুই জন কাফ্রিকে তাঁবুতে এখানকার শিকারের বিষয় জানাইয়া পাঠাইয়া দিলাম। সারারাত্রি ছোট একটা পাহাড়ের নীচে গোটা দুই বড় গাছের তলায় চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া রাত কাটাইলাম। সারা-রাত্রি সিংহের ও বাঘের গর্জ্জন, নেকড়ে বাঘের লাফালাফি, দাপাদাপিতে, এক মিনিটের জন্যও ঘুমাইতে পারি নাই, আর এমন অবস্থায় যে নিদ্রা যাওয়াও নিরাপদ নহে, তাহা না বলিলেও চলে।

পরদিন শিকারের সঙ্গীরা সকলে পৌঁছিলেন। কিন্তু এই ভীষণ বনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা ঠিক্ করিলেন যে, এই বনে শিকার করা নিরাপদ হইবে না। কখন্ কোন্ দিক্ হইতে এই সব হিংস্র জন্তু আসিয়া আক্রমণ করিবে, তাহার ত কোন ঠিক্ নাই। কাজেই, এইরূপ বিপজ্জনক স্থানে শিকার হইতে নিবস্ত থাকাই ভাল। আবার সকলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর—আজ আমাদের দল ভাঙ্গিয়া গেল। কেহ গেলেন ব্যবসা করিতে, কেহ গেলেন শিকারের জন্য। আমি ও ক্লিফ্টন এক সঙ্গে রহিয়া গেলাম। আমরা পরদিন সকাল বেলা অন্য পথ ধরিলাম। আমার কাফ্রি অনুচরেরা হল্লা করিতে করিতে পথ চলিল। পথে যে-স্থানে বিশ্রাম করিলাম, সেখানে দেখিলাম, কাফ্রিরা কাঠ দিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেছে। আমি এইভাবে অগ্ন্যুৎপাদন করিতে আর কখনও দেখি নাই। তাহাদের এই অগ্নি উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইলাম।

১৫ই সেপ্টেম্বর—আমরা অনেকগুলি কাফ্রি পুরুষ ও স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। কাল রাত্রিতে আমাদের তাঁবু হইতে হঠাৎ সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে একটা সিংহ আসিয়া একটি ষাঁড়কে লইয়া গিয়াছিল। এমন চুপি চুপি সিংহ মহাশয় এ কাজটি সারিয়াছিলেন যে, সে যে কি ভাবে কেমন করিয়া আসিল, তাহার কিছুই আমরা জানিতেই পারি নাই। পশুরাজের বাহাদুরী আছে বই কি!

দুইটি পাশাপাশি পাহাড়ের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে এ পাহাড় দুইটি তেমন বন্ধুরও নয়, শিলাকীর্ণও নয়। বেশ সবুজ-শ্রীমণ্ডিত ছিল। যাইতে

যাইতে হঠাৎ পথের পাশে নজর পড়িল একটা মহিষের উপর। মহিষটা এক পাহাড়ের গা হইতে অন্য পাহাড়ের গায়ে **লাফাইয়া** পড়িয়াছিল। আমি অমনি তাহাকে গুলি করিলাম, কিন্তু গুলিটি তাহার গায়ে লাগিল না। ঐ দুর্দ্দান্ত বুনো মহিষটা তখন তাড়াতাড়ি আমাদের পথের সম্মুখ দিয়া ছুটিতে লাগিল। আমি এবং মিঃ ক্লিফ্‌টন ছুটিলাম তাহার পিছু পিছু, কিন্তু একবার এদিকে একবার ওদিকে সে এমন দ্রুত ছুটিতেছিল যে, আমরা কিছুতেই তাহার অনুসরণ করিতে পারিলাম না। একবার হোঁচোট্ খাইয়া পড়িয়া গেলাম। হাঁটুতে বেজায় আঘাত পাইলাম, গায়ের জামাটা একেবারে ছিঁড়িয়া গেল। মিঃ ক্লিফ্‌টনের অবস্থাও তাই। আমি বন্দুক ঠিক করিয়া গুলি করিবার পূর্ব্বেই মিঃ ক্লিফ্‌টন দুইবার গুলি করিয়াছিলেন, কিন্তু একটি গুলিও তাহার গায়ে লাগিল না। আমার কাছে মাত্র একটি গুলি ছিল, সেই গুলিটি নষ্ট করিতে আর সাহস হইল না। আমরা এই দুর্দ্দান্ত বুনো মহিষের পিছনে পিছনে প্রায় আট মাইল পথ চলিয়া আসিয়াছিলাম।

২৬শে সেপ্টেম্বর—আমাদের কাছে আজ পনের জন জুলু আসিল। আমরা তাহাদিগকে দলে টানিয়া লইলাম। তাহাদের দেশে চলিয়াছি, কাজেই, তাহাদিগকে সঙ্গে রাখা ভাল। আজ অনেকটা পথ চলিলাম, কিন্তু কোনও শিকারের দেখা মিলিল না। অপরাহ্ন সময়ে এক পাল মহিষ দেখিলাম। মহিষের পালটা অনেক দূরে ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এপথে একটি নিঃসঙ্গ মহিষ-শাবককে পাইয়া সহজেই তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম। কাফ্রিরা মনের আনন্দে নিহত মহিষ-শাবকটিকে লইয়া চলিল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে, একটি ছোট পাহাড়ের উপর আমরা শিবির সংস্থাপন করিলাম। পাহাড়টির উপরিভাগটা ছিল সমতল ও তৃণমণ্ডিত। চারিদিকে কয়েকটি বড় বড় গাছও ছিল, কিন্তু পাহাড়ের নীচের দিকে ছিল ভীষণ দুর্ভেদ্য অরণ্যানী। রাত্রিটা এখানে কাটানই স্থির করিলাম। পরের দিন কোথাও বাহির হইতে পারিলাম না। সারাদিন বৃষ্টি হইল। রাত্রিতে নেকড়ে বাঘের সাড়া পাইলাম।

২৯শে সেপ্টেম্বর—রাত্রিতে একটা ষাঁড়ের আর্ত্তনাদে এবং কুকুরের বিকট চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি হইবে। গভীর অন্ধকার ; টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি

পড়িতেছে। আমি তাড়াতাড়ি মিঃ ক্লিফ্‌টনের দু'মুখো রাইফেল বন্দুকটি লইয়া বাহিরে আসিলাম। সেই অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইলাম, গাড়োয়ান তাহার অস্থায়ী ঘরের কাছে বসিয়া আছে। যেদিক হইতে ষাঁড়টার আর্ত্তনাদ আসিতেছিল, আমি সেদিকে ছুটিলাম, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ষাঁড়টার আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। সেই সময়েই এক সঙ্গে তিন চারিটা সিংহের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। অন্ধকারের দরুণ তাহাদের দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু এইরূপ অবস্থায় একেবারে চুপ্ করিয়া থাকাও ত চলে না, কি জানি কখন্ সিংহগুলি এই অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া আমাদের আক্রমণ করে! কাজেই, যেদিক হইতে সিংহের গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল, সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম। আমাদের গাড়োয়ান দিজা এতক্ষণ বন্দুক হাতে করিয়াও স্তম্ভিতের মত বসিয়াছিল। এইবার সেও আমার দেখাদেখি গুলি করিল। কিন্তু তবু সিংহের ভীষণ গর্জ্জন নিবৃত্ত হইল না। আমি অনির্দ্দিষ্ট-ভাবে গুলি ছুঁড়িতে লাগিলাম। কিন্তু এবারেও কোন ফল হইল না।

ভাবিয়া দেখিলাম, সিংহেরা দলে ভারী। বুঝি-বা গুলি করিয়া ভাল করি নাই। এইরূপ ভাবিতে বোধ হয় এক মিনিটের বেশি সময় যায় নাই, এমন সময় হঠাৎ একটা সিংহ এমন অতর্কিতভাবে আসিয়া আমার কাছে লাফাইয়া পড়িল যে, আমি ডিগ্‌বাজী খাইতে খাইতে পিছু হটিয়া আমার তাঁবুর কাছে আসিলাম। বন্দুকের নলটা ভিজা মাটির মধ্যে

সিংহ অতর্কিতভাবে আসিয়া আমার কাছে লাফাইয়া পড়িল

F 4

আট্‌কাইয়া গেল। কাফ্রিরা গোলমাল ও হৈ চৈ করিয়া, কেহ-বা গাছের উপর উঠিল, কেহ-বা ঘরের মধ্যে ঢুকিল। আমি ত নিরুপায় হইয়া পূর্ব্বেই তাঁবুর ভিতরে আসিয়াছিলাম। সিংহেরা মনের আনন্দে তাঁবু হইতে ছাগল, ভেড়া ও দুই একটি গরু লইয়া চলিয়া গেল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা ইহার কোনও প্রতিকার করিতে পারিলাম না। কিছু পরে কাফ্রিরা মশাল জ্বালিল। কিন্তু সিংহেরা তখন কোথায় কোন্ নিবিড় বনে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া মনের সুখে শিকারের মাংস খাইতেছে, তাহার আর সন্ধান করিবে কে ?

কাফ্রিরা বলিল যে, এই দলে পাঁচটা সিংহ ছিল। আমি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার দুই চারিটি গুলি করিলাম। তার পর সকলে মিলিয়া রাত্রিটা জাগিয়াই কাটাইলাম। সকাল বেলা কম্বল গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলাম। আজিও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং খুব জোরে বৃষ্টি পড়িতেছিল।

কতক্ষণ শুইয়া ছিলাম জানি না, হঠাৎ গুলির শব্দে, কাফ্রিদের চীৎকারে ও মিঃ ক্লিফ্‌টনের আহ্বানে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া শুনিলাম যে, আমাদের গাড়োয়ান দিজা গুলি করিয়া একটা সিংহ মারিয়াছে। মহা আনন্দে বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিলাম এবং আমরা তৎক্ষণাৎ সেখানে যাইয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই একটা সিংহী মারা পড়িয়াছে।

সিংহীটি যেখানে পড়িয়াছে, তাহার একটু দূরেই একজন কাফ্রি চাষার বাড়ী। সেদিন রাত্রিতে সে-বাড়ীতে একটিও পুরুষ ছিল না, ছিল শুধু একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি সারা রাত্রি কুটীরের দরজায় বসিয়া রাত কাটাইয়াছে। সিংহের গর্জ্জনে সে এতটুকুও ভয় পায় নাই, অদ্ভুত বলিতে হইবে বৈ কি !

আজ সকালে শুনিলাম, মিঃ হোয়াইট কাফ্রি সর্দ্দার উম্‌কোপের ওখানে আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল। আমি এবং মিঃ ক্লিফ্‌টন পাঁচ মাইল দূরে সেই কাফ্রি সর্দ্দারের বাড়ী গেলাম। সেখানে যাইয়া মিঃ হোয়াইটের কাছে শুনিলাম যে, তাঁহাদের এ যাত্রার ফল ভাল হয় নাই। পথে আটটি ষাঁড় মারা গিয়াছে, বাকিগুলির পীড়া হইয়াছে, দুইটি কুকুর, বাঘে খাইয়াছে, আর শিকার কিছুই হয় নাই। মিঃ হোয়াইটকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলাম,

কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না। আমরা তাঁহার নিকট হইতে কয়েকখানি কম্বল চাহিয়া আনিলাম।

কাল রাত্রিতে সিংহগুলি যে ষাঁড়টিকে মারিয়াছিল, আমাদের গুলি করার দরুণ আর কিছু না হউক, তাহারা ষাঁড়টাকে লইয়া যাইতে পারে নাই। ভাবিলাম যে, আজ নিশ্চয়ই তাহারা এই ষাঁড়টাকে লইতে আসিবে। কাজেই, আমরা কাফ্রিদিগকে দিয়া ঐ মৃত জানোয়ারটাকে এমন একটা জায়গায় রাখিয়া দিলাম, যেখানে সিংহ আসিলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিবার সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে। সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া আমরা গরুর গাড়ীগুলি মণ্ডলাকারে সাজাইয়া তাহার ভিতরে ষাঁড়, গরু, বাছুর ও ভেড়া, ছাগল-গুলিকে রাখিয়া দিলাম, যেন এই ব্যূহ ভেদ করিয়া সিংহ আসিতে না পারে। সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঐ ব্যূহের মধ্যে যাইয়া বসিয়া রহিলাম।

আমাদের অনুমান মিথ্যা হইল না। সন্ধ্যার একটু পরেই দেখিতে পাইলাম যে, একটা সিংহ মৃত ষাঁড়টার কাছে আসিল। যেমন দেখিলাম, অমনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম। সিংহটা গুলি খাইয়া মস্ত বড় একটা লাফ দিয়া আমাদের এই ব্যূহের কাছে আসিয়া পড়িল। বোধ হয়, আমাদের শকট-ব্যূহ হইতে সাত আট গজ মাত্র দূরে হইবে। তারপর সে যে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইল, বুঝিতে পারিলাম না। আমরা আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সকলেই পুনরায় গুলি করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলাম, কিন্তু সে রাত্রিতে আর সিংহের কোন খোঁজই মিলিল না।

১লা অক্টোবর—আজ প্রত্যূষে আহত সিংহের সন্ধানে বাহির হইলাম, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। আমরা সেই যে সিংহটা শিকার করিয়াছিলাম, তাহার চামড়া খুলিয়া লইলাম। কি আশ্চর্য্য ! আজ রাত্রিতে অত বড় সতর্ক থাকা সত্ত্বেও আমাদের তিনটি ষাঁড় কেমন করিয়া যে সিংহের মুখে গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার কাফ্রি ভৃত্য জ্যাকব্ বলিল যে, আমরা যখন তাঁবুর ভিতর খাওয়া দাওয়া করিতেছিলাম, সেই সুযোগে সিংহ মহাশয়েরা চুপি চুপি আসিয়া এই কাণ্ডটি করিয়া গিয়াছেন। এখানে থাকাটা আর সঙ্গত মনে করিলাম না। সেদিনই সন্ধ্যার সময় এখান হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী একটা কাফ্রি পল্লীতে চলিয়া গেলাম। কি আশ্চর্য্য, আজ রাত্রিতে এখানেও আসিয়া

সিংহেরা হানা দিল। আমরা প্রথমটায় নেকড়ে বাঘ মনে করিয়াছিলাম। 'হোপ্‌ফুল' ও 'ক্লাই' কুকুরের চীৎকারে বুঝিতে পারি নাই পশুরাজই আবার আমাদের দুয়ারে হানা দিয়াছেন। আমি অস্পষ্ট আলোকের মধ্য দিয়া সিংহটাকে দেখিতে পাইলাম। খানিক পরে সিংহটা আমাদের তাঁবু ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল। তাঁবুর দড়িগুলি ছিঁড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল। সারা রাত্রি তাঁবুর ভিতরে মোম বাতি জ্বালাইয়া রাখিলাম। আমরা একবার সকাল বেলার দিকে সিংহটাকে গুলি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম কিন্তু মিঃ ক্লিফ্‌টন দলের সকলকে সিংহের প্রতি গুলি করিতে বারণ করিয়াছিলেন। এই ভয়ে, পাছে সিংহেরা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া আমাদের তাঁবু আক্রমণ করে, তাহা হইলে যে ভয়ানক বিপদ ঘটিবে।

পরদিন সকাল বেলা আমি আমার কাফ্রি ভৃত্যকে লইয়া শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু তেমন শিকার মিলিল না, কতকগুলি ভারুই পাখী শিকার করিয়া আনিলাম। এই পাখীর মাংস খাইতে খুব ভাল। কাজেই, আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনটা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে হইয়াছিল।

বিকেল বেলা আমাদের তাঁবুতে একজন জুলু সওদাগর আসিয়াছিল। তাহার কাছ হইতে মিঃ ক্লিফ্‌টন তিনটি ষাঁড় কিনিলেন। সন্ধ্যাটা বেশ কাটিল। জুলু সর্দ্দারের কাছে শুনিতে পাইলাম, রুশের সঙ্গে শীঘ্রই ইংরেজ ও ফরাসীর যুদ্ধ বাধিবে।

১৯শে অক্টোবর—সকাল বেলা প্রাতরাশ সারিয়া আমি ও মিঃ ক্লিফ্‌টন এদেশীয় কৃষ্ণসার মৃগ শিকার করিতে বাহির হইলাম। বলা বাহুল্য যে, আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ী বোঝাই তাঁবু ও সমুদয় মাল-পত্র আসিতেছিল। আমরা একটা উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠিলে পরে খুব দূরে এক পাল কৃষ্ণসার মৃগ দেখিতে পাইলাম। আমরা দুই জনে অতি দ্রুত পাহাড়ের নীচে নামিয়া আসিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ এই পাহাড়ের পথ বেশ ভাল ছিল, তারপর বাতাসও ছিল অনুকূল, এজন্যই পাহাড়ের উপর হইতে নামিতে কোনও অসুবিধা হয় নাই। এদেশের কৃষ্ণসার মৃগগুলি নেহাৎ শিষ্টশান্ত সুবোধ বালক নহে, সময় সময় ইহারা প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আক্রমণকারীর দিকে অতি বেগে ছুটিয়া আসে।

আমি অতি বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়া উহাদের কাছ হইতে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। মিঃ ক্লিফ্‌টনও সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। আমরা গুলি করিলাম বটে কিন্তু মৃগগুলি দলভ্রষ্ট হইয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করায় লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। একটি বড় রকমের হরিণ পাহাড়ের পাশ দিয়া যে নদীটি প্রবাহিত ছিল, সেদিকে ছুটিয়া চলিল। আমি একটা গুলি করিলাম, গুলিটা ল্যাজের নীচ দিয়া চলিয়া গেল।

আমি পেছনে ছুটিতে লাগিলাম। যেমন নদীর কিনারার কাছে আসিয়াছি, অমনি তাহার বুকের দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম। গুলিটা ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। বাস্—খতম; হরিণটি নদীর পাড়ে পড়িয়া গেল। আমার মনে আজ এই শিকার করিয়া খুবই আনন্দ হইল। হরিণটা বেশ বড় ছিল, ইহার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় দশ ফিট। কাফ্রিরা ঘণ্টাখানেক পরে হরিণটা লইয়া তাঁবুতে আসিল। রাত্রিতে আগুন জ্বালিয়া, হল্লা করিয়া হরিণের মাংস খাইয়া তাহারা খুবই মাতামাতি করিল।

২৭শে অক্টোবর—আজ মিঃ জর্জ্জ স্যাড্‌ওয়েল্ (George Shadwell) নামে একজন শিকারীর সঙ্গে পথে দেখা হইল। তিনি ১৫০টা জলহস্তী, ৯১টা হাতী শিকার করিয়াছেন,—বলিলেন। তাঁহার শিকারের বাহাদুরী আছে বলিতে হইবে।

আমরা 'ডারবান্' সহরে (Durban) ফিরিয়া আসিলাম। শিকারের পথে, এক সময়ে যাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়াছিল, জীবনে তাহাদের অনেকের সঙ্গেই আর কখনও দেখা হয় নাই।

শিকারীর জীবন যে কিরূপ বিপৎসঙ্কুল, তাহা আমার এই বিবরণ পড়িয়াই বুঝিতে পারিতেছ; সময় সময় বিপজ্জনক হইলেও এইরূপ এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় অনির্দ্দিষ্ট ভাবে যাতায়াত, সব বিষয়েই একটা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন, অন্যের পক্ষে কেমন লাগিবে জানি না, আমার কাছে কিন্তু খুব ভাল লাগিতেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

আমার হাতী শিকার

আমি সে যাত্রায় অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গ ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য নেটালে আসিয়াছিলাম। এখান হইতে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিয়া লইয়া, আবার শিকার করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১৫ই এপ্রিল (১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)—আজ ঘোড়ায় চড়িয়া তিন জন কাফ্রি ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তুগেলার দিকে চলিলাম। কয়েকটা দিন মিঃ এড্‌মোনষ্টোনের ওখানে থাকিব, স্থির করিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে খবর পাইয়াছিলাম যে, মিঃ এড্‌মোনষ্টোন্ আমার জন্য মাতাকুলা নদীর ধারে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি তাঁহার উদ্দেশ্যেই রওয়ানা হইলাম। পথে এক বন্ধুর তাঁবুতে রাত্রিযাপন করিলাম। পর দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আবার রওয়ানা হইলাম। কি বিশ্রী পথ। ঝোপ-জঙ্গলে ভরা

আর উঁচু-নীচু, পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। সেদিন খানিকদূর যাইয়া পথ হারাইয়া ফেলায় একটা কাফ্রি-পল্লীতে রাত্রিযাপন করিলাম। অনেক কষ্টে তার পরের দিন বন্ধুর তাঁবুতে আসিয়া শুনিলাম, বন্ধুবর স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। ভাবিয়াছিলাম, এখানে খাদ্য জুটিবে, কিন্তু তাহা আর হইল না। কোন প্রকারে নিজের খাবার যোগাড় করিয়া লইলাম।
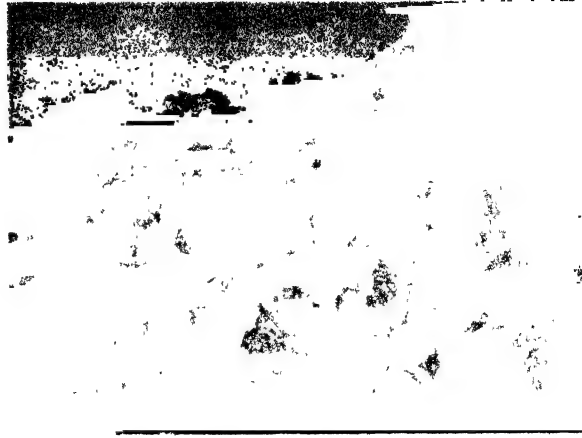
কাফ্রি-পল্লী

আমি এখানে পৌঁছিবার দুই দিন পরেই আমার কাফ্রি অনুচরেরা জিনিসপত্র, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি লইয়া আসিল। কাজেই, আমি আরও কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া তাঁবু গাড়িলাম। এই তাঁবুর সংস্থানটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। তাঁবুর পশ্চাতে শ্যামল পর্ব্বতশ্রেণী, সম্মুখে ডান দিকে বিস্তৃত মাঠ, বাম দিকে একটি প্রশস্ত ঝিল, আর সম্মুখে নদী।

এ কয়দিন গ্রামের লোকদের কাছ হইতে সব সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলাম। কোথায় হাতী পাওয়া যায়। এখানকার কাফ্রি-পল্লী হইতে এক প্রকার ফল সংগ্রহ করিলাম, সেই ফলের নাম—'আমবুক্,' বেশ সুস্বাদু ফল। এক দিন বিকেলবেলা চুপচাপ্ বসিয়া একখানা ভ্রমণ-কাহিনীর বই পড়িতেছি। এমন সময় দূরে চারিজন শ্বেতাঙ্গকে এদিকে আসিতে দেখিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে কতকগুলি গরুর গাড়ী, অনেক কাফ্রি এবং জুলু ভৃত্য, মজুর ও গাড়োয়ান; তাঁহারা নিকটে আসিলে পর মিঃ হোয়াইট, মিঃ হ্যারিস, মিঃ ষ্টিল প্রভৃতিকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল। নদীর তীরে মাঠের উপর

সারি সারি তাঁবু পড়িল। কাফ্রিরা সাময়িকভাবে সারি সারি কুঁড়ে ঘর তৈয়ারী করিয়া লইল।

৩০শে এপ্রিল—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিভাবে সময় কাটাইব, তাহাই কেবল ভাবিতেছিলাম। সারা দিন ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দুপুর বেলা এক কাৎলি জল গরম করিয়া সকলে মিলিয়া কাফি প্রস্তুত করিযা খাইলাম। পরের দিনও সমান ভাবে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাঁবুর ভিতরে জল পড়িতে লাগিল। আমি ও মিঃ হ্যারিস্ এক তাঁবুতে ছিলাম। আমাদের অবস্থা একেবারে শোচনীয়তর হইয়াছিল। আমরা তাঁবুর ভিতর মাটির মধ্যে একটা নর্দ্দামা কাটিয়া দিয়া জল বাহির করিয়া দিলাম। দুর্ভাগা এমনি যে, তাঁবুর মধ্যে জ্বালানি কাঠ একেবারেই ছিল না। আমাদের অনুচরেরা এই দুর্দ্দিনে খোলা মাঠের মধ্যে নদীর পাড়ে থাকিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী কাফ্রি-পল্লীতে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের কোন প্রকারেই দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। এইভাবে চার পাঁচ দিন তাঁবুতেই কাটাইতে হইল।

৭ই মে তারিখের কথা বলিতেছি। আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আর চলে না। তাই বাহির হইয়া নদীর পাড় দিয়া যাইতে যাইতে এক ঝাঁক হাঁস দেখিতে পাইলাম। ইহাদের পালকে সোণালি আভা আছে বলিয়া ইহাদিগকে বলে সোণার হাঁস বা (Golden goose). আমি অনেকগুলি এই হাঁস মারিলাম। আজ বড় শীত। কয়েকদিন বৃষ্টির পর সূর্য্য উঠিলে কি হইবে? কন্‌কনে হাওয়ার জন্য হাড় সুদ্ধ কাঁপিতেছিল। হাঁসগুলি কোমর-বন্ধে ঝুলাইয়া লইয়া তাঁবুতে ফিরিয়া যাইতেছি, এমন সময় গ্রামের মধ্য হইতে একটি বালকের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামের মধ্যে একটি কাফ্রি চাষার বাড়ীতে যাইয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলাম। একটি দশ বছরের কাফ্রি বালককে মাটির ভিতর শোওয়াইয়া রাখিয়া একজন কাফ্রি ওঝা (Witch Doctor) একটা আগুনের হাঁড়ির ভিতর পা রাখিয়া সেই উত্তপ্ত পা দিয়া ঐ হতভাগ্য বালকের বুকে ও পিঠে ঘষিতেছিল। কাফ্রিদের পায়ের তলাটা এত পুরু থাকে যে, তাহাদের কোনওরূপ স্পর্শানুভূতি থাকে না। উহাদের পায়ের চামড়া গরুর খুরের মত শক্ত থাকে। আমি তাহাকে এইরূপভাবে বালককে পীড়ন করিতে নিষেধ করিলাম, কিন্তু কে কাহার কথা

শোনে ? গ্রামের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা সকলে আসিয়া এই অমানুষিক কার্য্য করিতে দেখিয়াও আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল।

আমি এই কাফ্রিদের গ্রামে থাকিতে একটি অতি বৃহদাকার ঈগলপাখী মারিয়াছিলাম। নদীর পাড়ে পাড়ে অনেক 'গিনি ফাউল'ও চরিতেছিল। তাহাদের অনেকগুলিই শিকার করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ত এইবার এজন্য শিকারে আসা নয়!

একদিন অতি প্রত্যূষে দুই জন জুলুকে সঙ্গে লইয়া 'পোন্‌গোলা' নামক অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হইলাম। তাহারা আমার কাপড়, জামা, সামান্য সামান্য জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া চলিল। আমি এই কাফ্রি গ্রামের সর্দ্দারের স্ত্রী কোজিকাজির জিম্মায় গাড়ী, তাঁবু ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখিয়া দুই জন মোটবাহী অনুচর এবং দুই জন শিক্ষিত কাফ্রি শিকারী লইয়া হাতী শিকারে বাহির হইলাম। আমার সঙ্গে মজুরদের এই চুক্তি হইয়াছিল যে, যদি আমি হাতী শিকার করিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা উহার চর্ব্বি পাইবে।

পথে চলিতে চলিতে আরও একজন কাফ্রি আমাদের সঙ্গী হইল। আমি বেশি লোক সঙ্গে লইবার পক্ষপাতী ছিলাম না,—দুইজন লোক হইলেই বেশ হইত, কিন্তু একেবারে সাত আট জন হইয়া পড়িল। এই পথে চার পাঁচ মাইল দূরে দূরেই এক একটি কাফ্রি-পল্লী ছিল। গ্রামের বাহিরে কোন একটা কুঁড়ে ঘরে মাদুর বিছাইয়া রাত্রিতে ল্যাম্প জ্বালিয়া বই পড়িতাম। ইঁদুরেরা রাত্রিতে বড়ই উপদ্রব করিত। আমার সঙ্গে খাদ্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে মাংস থাকিত বলিয়াই উপদ্রব বেশি হইত।

পরের দিন সকাল বেলা ঘরের কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম, দূর মাঠের মধ্য দিয়া তিনটি সিংহ যাইতেছে। আমি এই সিংহ তিনটিকে শিকার করিতে উৎসুক হইলাম, কিন্তু আমার সঙ্গী বলিল,—"শিকার করে ত কোন লাভ হ'বে না। আর শিকার করিয়া ঐ সিংহটিকেই বা কোথায় রাখিব ?" কথাটা বেশ মনে লাগিল।

আমরা পথে ইউমকুশি নামে একটি নদী পার হইলাম। নদীর জল স্বচ্ছ ও শীতল; দুই দিকে তরুশ্রেণী ছায়া করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এখানে নদীর পাড়ে একটি হাট বসিয়াছিল, সেখান হইতে কয়েকটা মুর্গী, ডিম, ভাল চাউল, মাদুর এই সব কিনিয়া লইলাম। কাফ্রিরা কৃষিকার্য্যে দক্ষ। এদেশের রাঙা আলু, পেঁপে প্রভৃতি খুব বড় হয় এবং সুখাদ্যও বটে।

নদীর জলে রাজহাঁস, সারস ও বক চরিতেছিল। বিরাট্‌দেহ জলহস্তী ও কুমীরেরা নির্ভীক্‌ভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল। এইভাবে 'পোন্‌গোলা' যাইবার পথে একটি

বিরাট দেহ জলহস্তী ও কুমীরেরা সঞ্চরণ করিতেছিল

কাফ্রি-পল্লীতে রাত্রি কাটাইলাম এবং যে নৌকাতে আসিয়াছিলাম, সেই নৌকাখানি বিদায় দিলাম।

অতি প্রত্যূষে 'পোন্‌গোলা' লক্ষ্য করিয়া রওয়ানা হইলাম। দুই দিকে বিস্তৃত প্রান্তর। এই প্রান্তরে ঝোপ-ঝাড় খুব বেশি। মাঝে-মাঝে সাত আট ফিট কিংবা স্থানে স্থানে তাহার চেয়েও অনেক বেশি গভীর গর্ত্ত দেখিতে পাইতেছিলাম। এই গর্ত্তগুলি ডালপালা দিয়া ঢাকিয়া রাখে—তারপর কোন জন্তু-জানোয়ার যাইবার সময় উহার মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারায়। আমরা প্রায় ১০।১২ মাইল পথ পার হইয়াছি, এমন সময় আমার সঙ্গী কাফ্রিরা চীৎকার করিয়া উঠিল—"নান্‌সি ইন্‌থোবু"—অর্থাৎ 'ঐ দেখ হাতী, ঐ দেখ হাতী'। আমি দেখিলাম, প্রায় তিন পোয়া মাইল বা এক মাইল দূরে একটা প্রকাণ্ড হাতী যাইতেছে। আমি ত ইহাই চাহিতেছিলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। আমি ২৪টা বুলেট,

দুইটি বন্দুক, দুই ফ্লাস্ক বারুদ এবং কতকগুলি ক্যাপ সঙ্গে লইলাম। আমি ভাবিতে পারি নাই যে, এইরূপ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে হাতীর দর্শন মিলিবে। ভাবিলাম, যখন দর্শন মিলিয়াছে, তখন একবার শিকার করিতে চেষ্টা করিবই। এইভাবে যখন সব প্রস্তুত, তখন চাহিয়া দেখিলাম, একটি ত নয়, প্রায় পনেরটি হাতী একটির পর একটি এইভাবে সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। একটি হাতীর লম্বা বড় বড় দাঁত দুইটি দেখা যাইতেছিল। আমি ভাবিলাম, যে করিয়াই হউক, এই দাঁত দুইটি সংগ্রহ করিব। সঙ্গে আর কেহই নাই, একা হাতী শিকারের ন্যায় দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব! এদিকে হাতী যখন প্রায় এক শত গজ মাত্র দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময় আমার 'গাইড' বা পথ-প্রদর্শক আমাতোঙ্গা আর এক পাও অগ্রসর হইতে চাহিল না। তাই ত, কি বিপদ! একা এই দুঃসাহসিক কার্য্য করিব! আমার একটু দুর্ব্বলতা আসিল। ওদিকে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া, চারিদিক তচ্‌নচ্‌ করিয়া হাতীর দল চলিতে লাগিল। আমার লক্ষ্য ছিল সেই দাঁতওয়ালা বড় হাতীটি। কিন্তু সেটিকে আর কিছু পরে দেখিতে পাইলাম না। প্রায় ত্রিশ গজ মাত্র দূরে যখন আসিয়াছি, তখন আমার কুকুর ফ্লাই (Fly) ঘন ঘন চীৎকার করিতে লাগিল। ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনিয়াই হাতীগুলি বেগে চলিয়া গেল। আমি ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রায় ছয় মাইল পর্য্যন্ত দৌড়াইয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যে মাত্র একটি গুলি করিয়াছিলাম, কিন্তু গুলি লাগিল না, হস্তিযূথ নিরাপদে পলায়ন করিল। আমি অনেক শিকার করিয়াছি, কিন্তু পোন্‌গোলা যাইবার পথে এই যে হাতী শিকার করিবার সুযোগ পাইয়া যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহার সহিত অন্য কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। শিকার করিতে পারি নাই বলিয়া কোন দুঃখ হয় নাই, সুযোগ পাইবার আনন্দেই আমি উল্লসিত হইয়াছিলাম।

আমি হাতীর পেছনে ছুটিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। সারাদিন এক ফোঁটা জলও পান করি নাই। এইভাবে পোন্‌গোলা নদীর পাড়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া সত্য সত্যই প্রাণ জুড়াইয়া গেল। নদীর তীরে অনেক অজানা বড় বড় গাছ, ডুমুর গাছও অনেক। এই সব ডুমুর গাছ আকারে খুব বড় হয়। নদীর জল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি পরিষ্কার। আঁজলা পুরিয়া জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম।

পোন্‌গোলা নদীর পাড়ে পাড়ে অনেক কাফ্রি গ্রাম নদীর ও-পারেই আমাদের যাইতে হইবে।

একখানা নৌকায় নদীর ওপারে আসিলাম। নদীর পাড়েই একটি গ্রাম পাইলাম। গ্রামের নাম মোপুতা। এখানে বেশ আরামে রাত কাটিল। আমার কাফ্রি ভৃত্য—জ্যাকের বাড়ী এখানকারই একটি কাছাকাছি গ্রামে। পর দিন সকাল বেলা, জ্যাক্ আসিয়া উপস্থিত। এই গ্রাম হইতে আমরা একজন গাইড্ লইলাম। লোকটা কুঁজো ও বামন। পা দু'খানার গড়ন ছিল অদ্ভুত রকমের, কিন্তু সে ঐ অদ্ভুত পা দুখানার উপর ভর করিয়া এত বেগে ছুটিত যে, আমরা দৌড়াইয়াও তাহার নাগাল পাইতাম না।

এই ভাবে প্রায় কুড়ি মাইল পথ হাঁটিয়া একটি বড় কাফ্রি গ্রামে আসিলাম। এই গ্রামের সর্দ্দারের কাছে আমার হাতী শিকারের কথা বলায়, সে নিজেও আমাদের সঙ্গী হইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল। সেদিন রাত্রিতে সর্দ্দারের আদর ও অভ্যর্থনার মধ্য দিয়া বেশ আরামে কাটিয়া গেল। পর দিন আমরা পনের জন সাহসী কাফ্রি ও কাফ্রি সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া, আমাদের সেই বামনবীর পথপ্রদর্শকের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিলাম। এইবার সঙ্গে কতক-

কাফ্রি সর্দ্দারের শিকারী-দল

গুলি কম্বল লইয়াছিলাম। কেননা, এই অঞ্চলের লোকেরা কম্বল উপহার পাইলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

অনেক পথ চলিলাম, কোথায় হাতী ? একটি সামান্য শিকারও মিলিল না। পথে আমি শুধু একটা বুনো মহিষ শিকার করিয়াছিলাম, মাত্র। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে একটা ছোট নদীর পাড়ে পৌঁছিলাম। পাড়ের কাছাকাছি একটা মস্তবড় জলহস্তী শুইয়াছিল, তাহাকে ঐ ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আর গুলি করিবার ইচ্ছাটা দমন করিতে পারিলাম না। আমি তাড়াতাড়ি উহার কাছে যাইয়া উপর্য্যুপরি দুইটি গুলি করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দুইটি গুলিই ব্যর্থ হইল! গুলির শব্দে জলহস্তীটি ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতে
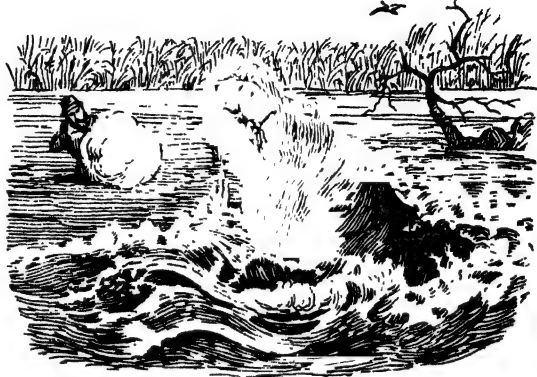
দুইটি গুলিই ব্যর্থ হইল

লাগিল। আমি আবার একটি গুলি করিলাম, কোন ফলই হইল না, একে একে তিনটি গুলিই ব্যর্থ হইল। সূর্য্যের আলো আসিয়া জলহস্তীটার গায়ে পড়ায় বোধ হয় এই ভাবে গুলির পর গুলি ব্যর্থ হইতেছিল। তারপর আমি নদীর কিনারা দিয়া চলিতে চলিতে একেবারে কোমর পর্য্যন্ত কাদামাটির মধ্যে আটকা পড়িয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ও সঙ্গী কাফ্রিদের শত চেষ্টায়ও এই জলহস্তীটাকে কোনমতেই শিকার করিতে পারিলাম না। এত বড় ব্যর্থতা আমার জীবনে বড় একটা হয় নাই।

আমাদের বামন পথপ্রদর্শকটি যে কোন্ সুযোগে বন-পথে অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহার আর সন্ধানই পাইলাম না। সে রাত্রিতে প্রায় কুড়ি মাইল পথ হাঁটিয়া সেই কাফ্রি-সর্দ্দারের বাড়ী আসিয়া বিশ্রাম করিলাম।

সেখানে চার পাঁচ দিন কাটাইয়া তবে সুস্থ হইয়াছিলাম। এ-গ্রামের কাফ্রি-সর্দ্দার লোকটি খুবই ভাল ছিল। সে আমাকে নানাভাবে আদর-যত্ন করিয়াছিল। কিন্তু হাতীর

কোন খোঁজ না পাওয়ায় সেও খুব দুঃখিত হইয়াছিল। এখানে থাকিতে একদিন আমরা চার পাঁচটি কৃষ্ণসার মৃগ শিকার করিয়াছিলাম মাত্র।

এই ভাবে এবারকার শিকার-অভিযান শেষ হইল। আবার 'ডারবানে' ফিরিয়া গেলাম।

চতুর্থ অধ্যায়

নরমুণ্ডের পাহাড়—রক্তের নদী

আমি এবার ডারবানে কয়েক দিন থাকিয়াই ব্রিন্দলিতে আসিলাম। ব্রিন্দলি ইস্‌বতি জেলায় অবস্থিত। এখানে আমাদের দেশবাসী* মিঃ ইষ্টউড একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা এক সঙ্গে এক জাহাজেই আফ্রিকা আসিয়াছিলাম। তাঁহার এখানে কয়েক দিন খুব আরামের সহিত বিশ্রাম করিয়া বল সঞ্চয় করিলাম।

মানুষের এক একটা নেশা থাকে। আমি যে কিরূপ ভয়ানক ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছি সেকথা পাঠকেরা বেশ জানিতে পারিতেছেন। কিন্তু উহাতে আমার উৎসাহ কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। আবার লোকজন সংগ্রহ করিয়া কয়েকখানি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া বাহির হইলাম। কাফ্রি অনুচর ত ছিলই, তা ছাড়া আমার নিত্য সঙ্গী কুকুরগুলি, অতিরিক্ত ষাঁড়, এসব লইয়া একদিন বন্ধুর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রওয়ানা হইলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম দিনটাই একটা

বিপদে পড়িতে হইল। একটা পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিবার সময় ঢালু পথে গাড়ী এত বেগে চলিতে আরম্ভ করিল যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই উহা উল্টাইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। আমি কোন প্রকারে বেগতিক দেখিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। এমনি দুর্ভাগ্য যে, একটা কাঁটা ঝোপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গের গাড়োয়ান, প্রাণ বাঁচাইতে যাইয়া লাফাইয়া পড়িয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া ফেলিল। সে বেচারা একটা ছোট গাছের তলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আমি নিজেও আঘাত পাইয়াছিলাম কিন্তু তবু তাহাকে যতটা সাধ্য, সাহায্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। রুমাল দিয়া তাহার মাথার ক্ষতস্থান জোরে বাঁধিয়া ফেলিলাম। আমাদের পশ্চাতে যে সকল কাফ্রি ভৃত্য ঔষধের বাক্স ও অন্যান্য তৈজস-পত্র লইয়া আসিতে-ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। আমি হতভাগা আহত গাড়োয়ানটির ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিতে চাহিলাম, তাহাতে সে এমন কান্না জুড়িয়া দিল যে, আমি ক্ষান্ত হইলাম। অগত্যা তাহার মাথায় একটা পটি বাঁধিয়া দিলাম। তারপর গাড়ীগুলি যখন নীচে সমতল ভূমিতে যাইয়া পৌঁছিল, তখন তাহার জন্য গাড়ীর মধ্যে বিছানা করিয়া দিলাম, কিন্তু সে আমার সঙ্গে যাইতে রাজী হইল না। আমার দলের কাফ্রিরা সকলে বলিল—ওর বাবাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কয়টি গরু দিবেন বলুন? কি মুস্কিল! কাফ্রিদের

প্রতিমুহূর্ত্তেই গাড়ী উল্টাইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল

মাথায় যদি কখনও কোন খেয়াল চাপিয়া বসে, তাহা হইলে তাহা পূর্ণ না করিলে কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। এদিকে আবার ঐ হতভাগ্য কাফ্রির সঙ্গে আর দু'জন লোক ছিল, তাহারাও যাইতে অস্বীকার করিল। আমি পড়িলাম মহা বিপদে। ওদিকে বেলা পড়িয়া আসিতেছে। অন্ধকার হইয়া গেলে এই মরু-প্রান্তরে কোথায়ই বা যাই! একজন গাড়োয়ান ও আমি এতগুলি ষাঁড়, গরু, গাড়ী ও জিনিস-পত্র লইয়া অগ্রসর হওয়াও ত বড় সহজ ব্যাপার নহে। কি আর করা যায়! বিপদে পড়িলে সবই করিতে হয়! আমরা দুই জনে কয়েক মাইল পথ অগ্রসর হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে একটি কাফ্রিবালককে আড়াই টাকা মজুরিতে ঠিক্ করিয়া আমাদের সঙ্গে লইলাম। সন্ধ্যার সময় দুইজন ওলন্দাজ চাষী আসিয়া আমাদের গাড়ী আটক করিল। তাহারা বলিল যে, আহত কাফ্রি গাড়োয়ানটি তাহাদের চাষের জমির পাশেই থাকে, তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক, আপনি কিছু বারুদ দিন। ইহাদের বিশ্বাস, ক্ষতস্থানে বারুদ দিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। আমি ত বুঝিতে পারিলাম না, কেমন করিয়া বারুদ ব্যবহারে ক্ষত আরোগ্য হইবে। সে-কথা ভাবিয়া ত আর কোনও ফল হইবে না! আমরা রাত্রি প্রায় আটটার সময় একটি কাফ্রি-পল্লীতে যাইয়া পৌঁছিয়া সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। রাতটা নিরাপদে কাটিয়া গেল।

দশ বারটা কুমীর জড়াজড়ি করিয়া শুইয়া আছে

আজ খুব সকালে বাহির হইয়া পড়িলাম। নদী পার হইতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে, নদীর এক কিনারায় প্রায় দশ বারটা কুমীর শুইয়া আছে। তাহারা এইরূপভাবে

জ ড় করিয়া শুইয়া আছে যে, ইহাদের লেজ ও মাথা ঠিক করাই কঠিন। একটা কুমীর হাঁ করিয়া পড়িয়া ছিল। তাহার মুখের সেই বিরাট্ হাঁ দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। তবু এখানে একটা বড় গোছের কুমীর শিকার করিতে পারিয়াছিলাম।

একটা কুমীর হাঁ করিয়া পড়িয়া ছিল

পথ তেমন ভাল ছিল না। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই ভিজা লম্বা ঘাসে ঢাকা দুর্ভেদ্য সঙ্কীর্ণ পথের মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছিল। আমরা পথের এক পাশে একটা গণ্ডার দেখিতে পাইলাম। গণ্ডারটাকে দেখিয়া একটা ঝোপের আড়ালে থাকিয়া তাহাকে গুলি করিলাম। কিন্তু গুলিটা লাগিল না। এ সময়ে গণ্ডারটা আমাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমি গণ্ডারটার বুকের দিকে আর একটা গুলি করিলাম। এইবার গুলিটা লাগিবামাত্রই সে ভীষণ শব্দ করিয়া অতি দ্রুত জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি উহার পেছনে পেছনে ছুটিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু কাফ্রি অনুচরেরা

বলিল যে, কাজটা নিরাপদ হইবে না, নিশ্চয়ই এই দলে আরও অনেক গণ্ডার আছে।

পাহাড়ের উপরে উঠিয়া দেখিলাম, আরও পাঁচ ছয়টি গণ্ডার চরিতেছে। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, কাফ্রিরা তাহাদের দেশের জন্তু-জানোয়ারের গতিবিধি আমাদের অপেক্ষা বেশি জানে।

সেণ্টলুই নদী পার হইলাম। এই নদীর কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকার এই নদীটি বেশ বড় এবং ইহার পাড়ে যে সব জঙ্গল আছে, সেখানে খুব শিকার মিলে।

গুলিটা লাগিবামাত্রই গণ্ডারটা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল

নদীর পাড়ে ছোট একটি কাফ্রি গ্রাম। গ্রামটি ছোট হইলেও এ গ্রামেব লোকদিগের অবস্থা বেশ সচ্ছল বলিয়াই বোধ হইল। আমরা এখানেই তাঁবু ফেলিলাম।

৬ই অক্টোবর (১৮৫৫)—আজ সারাদিন বৃষ্টি হইল। আমাদের তাঁবুর যায়গাটির নির্ব্বাচন বেশ হইয়াছিল। এখান হইতে অতি অল্প দূরেই অনেক ইউরোপীয় চাষার কৃষি-ক্ষেত্র ও উপনিবেশ আছে। তারপর স্থানটি মনোরম। দূরে ওমাম্‌বো পর্ব্বতশ্রেণী। পর্ব্বতের গায়ে শ্যামল তরুশ্রেণী-শোভিত উপত্যকা। এখানকার বনেজঙ্গলে এবং পর্ব্বতে অনেক সিংহ আছে। আমি এইবার একটি ছোট তাঁবুতে ছিলাম। তাঁবুর পাশেই শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত খুব একটা বড় গাছ ছিল। গাছের তলায় এই জন্য তাঁবু ফেলিয়াছিলাম যে, যদি

কোনও বিপদ ঘটে, তাহা হইলে সহজেই গাছের উপর চড়িয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিব। আমার তাঁবুর অল্প একটু দূরে কাফ্রি অনুচরেরা জিনিসপত্র লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। আমাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মাংস এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি ছিল। কাজেই, খাদ্যসংগ্রহের চিন্তাটা বড় বেশি ছিল না। আমি গাছের শাখায় মাংস ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলাম। এতটা উঁচুতে রাখিয়াছিলাম যে, সেখানে কুকুর কিংবা অন্য কোন জন্তু-জানোয়ারের নাগাল পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

সন্ধ্যা হইবার একটু পূর্ব্বে আমি তাঁবুর সম্মুখে ছোট একটি আরাম কেদারায় বসিয়া পাইপ টানিতেছি, এমন সময় অতি কাছে সিংহের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। বন্দুকটি লইয়া তৈয়ারী হইয়া রহিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, চারিদিক্ অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল। বনের ভিতর হইতে নানারকম কলরব আসিতে লাগিল। কিন্তু সিংহের গর্জ্জনও শুনিলাম না—সিংহও আর আসিল না। ভাবিলাম, বোধ হয় কোন উপদ্রব হইবে না। এইরূপ নিশ্চিন্ত মনে আছি, এমন সময় তাঁবুটা ভীষণ বেগে দুলিতে লাগিল এবং দুইটি কাফ্রি বালক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার কাছে আসিয়া লাফাইয়া পড়িল! কি ব্যাপার! তাহারা বলিল যে, একটা সিংহ গাছের ডালে যে মাংস টাঙ্গানো রহিয়াছে তাহা খাইবার জন্য লাফালাফি করিয়া চুপি চুপি চলিয়া গেল। তাই ত—আমি এতটুকু টের পাইলাম না। সিংহের এই চতুরতা প্রশংসনীয় বটে। রাত্রিতে আর কোনও উৎপাত হয় নাই। পরদিন সকাল বেলায় এখানকার লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং চারিদিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, এখানে নানাজাতীয় শিকারই মিলিবে। কিন্তু আজ দিনটা একেবারেই ভাল ছিল না। সেই বাদল-বৃষ্টি—সেই ঝড়ো হাওয়া; আমাদের বিছানাপত্র সব ভিজিয়া গেল।

১০ই অক্টোবর—আজ সকালের দিকে একটা ইন্‌ইয়ালা (Inyala) বা একজাতীয় কৃষ্ণসার মৃগকে গুলি করিলাম। গুলি খাইয়া হরিণটা খুবই বেগে ছুটিয়া চলিল। আমি আর তাহার নাগাল পাইলাম না। এই জাতীয় মৃগ অত্যন্ত বুনো, ইহাদের শিকার করা অতি বড় কঠিন কাজ। ফিরিবার পথে একটা কৃষ্ণসার মৃগকে গুলি করিলাম। গুলিটা পায়ে লাগায়, হরিণটা কতকটা অচল হইয়া পড়িল, সেটাকে আরও কাছে যাইয়া

গুলি করিব ভাবিয়া যেমন লক্ষ্য করিতেছি, এমন সময় একটা ঘন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে হরিণটা অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার অনুচরেরা ভাবিয়াছিল, আজ দিবিব হরিণের মাংস জুটিবে! তাহাতে কিনা এই আশ্চর্য্যরূপে বাধা পড়িল। এইরূপ নিরাশ হইয়া আমরা কিছুদূরে একটা ফাঁকা যায়গায় আসিয়া দেখিলাম, একপাল হায়েনা, সেই আহত হরিণটাকে চারিদিক হইতে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা এমন দুর্দ্দান্ত মাংসলোলুপ জানোয়ার যে, মাংসের গন্ধ পাইলে ইহারা অতি বড় হিংস্র হইয়া উঠে। আমাদের পায়ের শব্দ শুনিয়া এবং কাফ্রিগুলির চীৎকারে হায়েনাগুলি যেন ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। একটি হায়েনাকেও গুলি করিতে পারিলাম না। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মৃতপ্রায় হরিণটাও যেন কোথায় লুকাইয়া গেল। তিন চার ঘণ্টা পরে আমার অনুচরেরা আসিয়া বলিল যে, হরিণের কোন চিহ্নই সেখানে নাই। হায়েনারা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া হতভাগ্য হরিণটাকে খাইয়া নিঃশেষ করিয়াছে। হায়েনার ন্যায় মাংসলোলুপ জন্তু বড় কম।

এক পাল হায়েনা সেই আহত হরিণটাকে আক্রমণ করিয়াছে

সেখান হইতে পাহাড়ের দিকে যেখানটা ঢালু ও সমতল, সেদিকে শিকার সন্ধানে চলিলাম। সঙ্গে চলিল দুই তিন জন কাফ্রি আর আমার কুকুর 'রাগমন্'। খানিকটা দূর যাইতেই কুকুরটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি, মাত্র ত্রিশ গজ দূরে

দুইটা সিংহী একলক্ষ্যে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমার কাফ্রি ভৃত্যগুলি সিংহী দুইটিকে দেখিতে পাইয়াই উর্দ্ধশ্বাসে তাঁবুর দিকে ছুটিয়াছে। কুকুরটাও ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে তাহাদের পিছু পিছু ছুটিয়া গেল। আমি কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম, কি করিব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কিছুই করিতে হইল না। সিংহী দুইটি আস্তে আস্তে ঝোপের মধ্যে পলাইয়া গেল। কেন গেল তাহারাই জানে!

মাত্র ত্রিশ গজ দূরে দুইটা সিংহী একলক্ষ্যে আমার দিকে চাহিয়া আছে

আমি তাঁবুর দিকে ফিরিয়া যাইতেছি। নদীর তীরের পথ ধরিয়া চলিয়াছি, এমন সময় একটা ঝোপের মধ্য হইতে ছু'টো বুনো মহিষ গর্জ্জন করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। আমার কাছ হইতে এই ভীষণ মহিষ দুইটি দশ গজ দূরেও ছিল না। এমন অবস্থায় গুলি করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এক, দুই, তিন—একে একে তিনটি গুলি করিলাম। একটিকে মারিতে পারিলাম, অপরটি ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে গভীর অরণ্যের মধ্যে লুকাইয়া গেল। এখানে শিকার মিলিতেছিল বলিয়া বেশ আনন্দে দিনগুলি কাটিতেছিল। প্রায়ই হরিণ শিকার করিতাম।

একদিনের কথা বলিতেছি। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। পূর্ব্বে যে যায়গায় তাঁবু ফেলিয়াছিলাম, সেখান হইতে কিছুদূরে তাঁবু তুলিয়া আনিয়াছি। এখন আমরা দলে বেশ পুরু হইয়াছি। আরও দুই দল শিকারী আসিয়াছেন। আমাদের তাঁবুর এ যায়গাটিও

বেশ ভাল ছিল। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। এস্থানের তিন দিক ঘিরিয়া নদী বহিয়া চলিয়াছে। তাঁবুর আশে পাশে মস্ত বড় সব গাছ। পেছনেই 'তেগোয়ান্' নামে একটি পাহাড়। আমি এই পাহাড়ের সেই শ্যাম-সুন্দর চূড়ার উপর উঠিয়াছিলাম। পাহাড়ের উপর বিস্তৃত সমতল ভূমি, সর্ব্বত্র নরকঙ্কাল এবং নরমুণ্ড সব পড়িয়া রহিয়াছে। এ যেন এক ভী শ্মশান। শুনিলাম, এই পাহাড়ের উপর এক সময়ে একটি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী ছিল। তখন এখানে অনেক লোকের বসতি ছিল। একবার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল। কোনও কারণে এগ্রামের সর্দ্দারের সহিত পাশের গ্রামের এক সর্দ্দারের হইল কলহ। সেই সর্দ্দা-

'বেবুন্'-এরা বাসা বাঁধিয়াছে

রের নাম ছিল চার্কা। একদিন রাত্রিকালে চার্কা সর্দ্দারের হাজার হাজার লোক আসিয়া এই গ্রামের নিদ্রিত ও অপ্রস্তুত লোকদের মারিয়া ফেলিল—স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা কেহই রক্ষা পাইল না। সেদিন হইতেই এই সুন্দর পর্ব্বতের উপরিভাগ জনশূন্য হইয়াছে। এখন এখানে 'বেবুন্'-এরা (Baboon) বাসা বাঁধিয়াছে। তাহারা কিচিমিচি করিয়া মহা আনন্দে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। নির্জ্জন এই পর্ব্বতপল্লী। আমি একটি নরমুণ্ড হাতে করিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল, বাল্যকালের কবিতাটি—**The Battle of Blenheim**

It was a summer evening,
Old Kaspar's work was done,
And he before his cottage door
Was sitting in the sun;
And by him sported on the green
His little grandchild, Wilhelmine.

She saw her brother Peterkin
Roll something large and round,
Which he beside the rivulet
In playing there had found;
He came to ask what he had found
That was so large and smooth and round.

Old Kaspar took it from the boy,
Who stood expectant by;
And then the old man shook his head,
And with a natural sigh,
"'Tis some poor fellow's skull (said he),
Who fell in the great victory."

খানিকক্ষণ নরমুণ্ডটা লইয়া সেই নির্জ্জন পাহাড়ের উপর বসিয়া নাড়াচাড়া করিলাম। তার পর উহা ফেলিয়া দিলাম—মুণ্ডটি গড়াইতে গড়াইতে দূরে পড়িয়া গেল।

যে-দিনের কথা বলিতেছিলাম, সে-দিন সকাল বেলা দেখিলাম, আমার তাঁবু হইতে প্রায় ৩০০ শত গজ দূরে একটা বুনো মোষ, আর পাঁচটা কাল গণ্ডার চরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা তাহাদিগকে গুলি করিলাম না, তাহাদিগকে মারিবার তেমন প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, আমাদের তাঁবুতে মাংসের কোনও অভাব ছিল না। তাহারা নির্ব্বিবাদে চরিতে চরিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

খানিক পরে দেখিলাম, ঠিক্ সেই খানেই একটি শাদা গণ্ডার আসিয়া উপস্থিত। তাহার মাথায় বেশ সুন্দর শিং রহিয়াছে। কিন্তু শিকার করিলাম না। গণ্ডার শিকার করা অন্ততঃ এই অঞ্চলে তেমন কঠিন কাজ নহে। এ বিষয়ে কি জানি, অন্য কাহারও তেমন উৎসাহ দেখিলাম না। স্বাধীন-ভাবে নিশ্চিন্ত মনে এই সকল বন্য জন্তু যখন বিচরণ করে, তখন দেখিতে বেশ ভাল লাগে। একদা একজন কাফ্রির কাছে শুনিলাম, সেই পাণ্ডার রাজার ছেলেরা পিতার মৃত্যুর পর কে রাজা হইবে, তাহা লইয়া খুবই মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এদেশের এই রীতি। পাণ্ডার রাজা বাঁচিয়া থাকিতেই এইরূপ গোলমাল, মরিয়া গেলে যে আরও কত কি বিপদ ঘটিবে তাহা বলা যায় না। ঐরূপ অবস্থায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া যায়। দুই ভাইয়ের রাজা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় এ অঞ্চলে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

একটা শাদা গণ্ডার আসিয়া উপস্থিত

স্বাধীনভাবে যখন বিচরণ করে তখন দেখিতে বেশ ভাল লাগে

আমরা এখানে অনেক দিন কাটাইয়া দিলাম। বেশ আনন্দেই দিনগুলি কাটিয়াছিল। তারপর চলিলাম—নিকটবর্ত্তী মিশনারী ষ্টেশনের দিকে। এ কয়দিন বাহিরের জগতে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহার কোন সংবাদই জানিতে পারি নাই। কাজেই, দেশের সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। আমরা তাঁবু তুলিয়া রওয়ানা হইলাম। আজ দিনের বেশির ভাগ সময়ই খুব বৃষ্টি হইয়াছিল। সন্ধ্যার একটু পরে, মিশনারীদের উপনিবেশে যাইয়া পৌঁছিলাম।

এইরূপ ভাবে হঠাৎ মিশনারীদের উপনিবেশে যাইবার একটা কারণ ছিল। কারণটি এই যে, আমরা যে কাফ্রি-পল্লীর কাছে ছিলাম, তাহার সর্দ্দার একদিন আমাদিগকে বলিল যে, "তোমরা এখন আমাদের এই দেশ ছাড়িয়া পলাও। কেননা, আমাদের দেশের পাণ্ডার রাজার পরে কে রাজা হইবে তাহা লইয়া তাহার দুই ছেলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমাদেরও উহার মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে হইবে। তখন আমরা তোমাদিগকে কোনওরূপে রক্ষা করিতে পারিব না। তাহার এই কথার উপর আর কোন কথা বলা চলে না। কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার লোক আসিলে কেমন করিয়া আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব? সেজন্যই ঐ জায়গায়টায় থাকা আমরা আর সঙ্গত মনে করি নাই। আমরা আমাদের সঙ্গের বেশির ভাগ জিনিসপত্রই সেই জুলু সর্দ্দারের জিম্মায় রাখিয়া গেলাম। জুলুদের মত সৎ, সাধু এবং

জুলুর দল

সত্যবাদী জাতি বড় একটা দেখা যায় না। এই ঘটনার প্রায় সাত বৎসর পরে আমি তাহার নিকট হইতে আমার সমুদয় জিনিসপত্র ফিরিয়া পাইয়াছিলাম, একটি সামান্য জিনিসও তাহারা নষ্ট করে নাই।

মিশনারীদের কাছে শুনিলাম যে, এঅঞ্চলটা প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। জুলুদের এক-চতুর্থাংশ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কত লোক যে এই যুদ্ধের সময় দেশ হইতে পলাইয়া বাঁচিবার জন্য তুগেলা নদী পার হইতে যাইয়া প্রাণ দিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে গণনা করিবে? এই পথেই প্রায় ৮,০০০ গরু-বাছুর গিয়াছে। বিজয়ি-দলেরও অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। এই সব দুর্দ্দান্ত অসভ্যজাতীয় লোকেরা মানুষ মারিয়া ফেলাটাকে একটা নেংটে ইঁদুর মারার মত অতি তুচ্ছ জিনিস বলিয়া মনে করে। একদিন একটা জুলু হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল—আমি ছয়টা লোককে মারিয়াছি। আর একজন বলিল,—পাঁচটা, আর একজন জুলু যোদ্ধা বলিল—সে মারিয়াছে কুড়িটা। তার মধ্যে কয়জন যুবক, কয়জন যুবতী, কয়জন বালক ও বালিকাকে সে মারিয়াছে তাহাও সে হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেল।

যে পাণ্ডার সর্দ্দারের রাজত্ব লাভের জন্য তাহার পুত্রেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া এই দেশের উপর দিয়া রক্তের ঢেউ বহাইয়া দিতেছিল, সেই পাণ্ডার রাজা নিজেও রাজা হইবার সময় তাহার সহোদর সাত ভাইয়ের রক্তের স্রোতে হাত দু'খানি রাঙ্গা করিয়া তবে রাজা হইয়াছিল।

পাণ্ডার রাজার জীবিতকালেই এই ভীষণ যুদ্ধে দেশের এই সর্ব্বনাশ! সে এই হত্যা ও রক্তপাতের আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। বিজয়ী কাফ্রিরা আমাকে বলিল যে, তুগেলা নদীর জল রক্তে লালে-লাল হইয়া গিয়াছে। তাহারা আরও বলিল যে, আট মাইল দূরের ইনোনি নদীর জলে অসংখ্য মৃত দেহ ভাসিয়া যাইতেছে। এই পথে এক ফোঁটা পান করিবার মত ভাল জল কোথাও মিলিবে না। আমাদের সারাটা পথ মড়ার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

এইরূপ অবস্থায় আমি এখন তাড়াতাড়ি নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য বেশি মাত্রায়ই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণ, ওদিকে শীঘ্রই আবার বর্ষা নামিবার

সম্ভাবনা হইয়াছিল। এদেশে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে সহজে থামে না, তখন নদীতে বান ডাকে। যদি একবার বন্যা আসে, তাহা হইলে এখান হইতে আর ফিরিবার সুযোগ মিলিবে না, এজন্যই আমি তুগেলা নদী পার হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার কাফ্রি ভৃত্যেরা কিন্তু আমাকে নানা ভাবে ভয় দেখাইতেছিল।

আমার সঙ্গে যে সকল কাফ্রি ছিল, তাহাদের মধ্যে এক জনের কথা না বলিলে অন্যায় হইবে; তাহার নাম—মাহোৎকা। পূর্ব্বে এই লোকটা মিঃ এলিফেন্ট হোয়াইটের নিকট কাজ করিত। সে আমাকে ছাড়িয়া কখনও কোথাও যায় নাই, এবং সর্ব্বদা আপদ বিপদের মধ্যে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মাহোৎকাও আমাকে এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই বলিল। আমি মিঃ ইয়ান্ নামক একজন ঔপনিবেশিকের নিকট হইতে একটা ঘোড়া চাহিয়া লইলাম। তার পর এক দিন সকাল বেলা রওয়ানা হইলাম। দিনটি ছিল ঠাণ্ডা, বেশ শীতল বাতাস বহিয়া যাইতেছিল। আগের রাত্রিতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল, তাই বেশ ভাল লাগিতেছিল।

আমরা প্রায় বার মাইল পথ চলিলাম। এই পথের সারা আকাশ ও বাতাস ব্যাপিয়া কি ভীষণ দুর্গন্ধ! পথের সর্ব্বত্র মানুষের মৃত দেহ স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে! পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশুসন্তান সকলের গলিত শব পড়িয়া আছে। যোদ্ধার শব পড়িয়া আছে—যুদ্ধের পোষাক-পরা অবস্থায়। চাষা পড়িয়া আছে—তাহার বেসাতি মাথায়। উঃ, কি দুর্গন্ধ! নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, পেট ফুলিতেছিল। আমার সঙ্গী কাফ্রিরা মড়া দেখিয়া ভয় পাইতেছিল। তাহারা যত দূর সাধ্য মৃত দেহ এড়াইয়া যাইতেছিল। কিন্তু তুগেলা নদীর কাছাকাছি আসিয়া আর তাহা সম্ভব হইল না। পথের দুই দিকে স্তূপীকৃত মৃত দেহ। কাজেই, কি আর করিবে। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মৃতদেহগুলি উত্তীর্ণ হইয়া চলিতেছিল। কি শোচনীয় দৃশ্য! কোথাও দেখিলাম, মায়ের পিঠে শিশুসন্তান বাঁধা রহিয়াছে। মাও বাঁচিয়া নাই, শিশুও বাঁচিয়া নাই। ভাবিলাম, কি নিষ্ঠুর এই পৃথিবী! মানুষ ক'দিনের জন্যই বা পৃথিবীতে আসে! কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই এত হত্যা, এত নৃশংসতা। মানুষের উপর মানুষের কি ভীষণ অত্যাচার! খানিক দূর আসিবার পর আমাদের সঙ্গে

এক দল বিজয়ী সৈনিকের দেখা হইল, তাহারা গাছের ডাল হাতে করিয়া বেশ বিজয়-গর্ব্বে আস্তে আস্তে যাইতেছিল।

আমি তাহাদিগকে দেখিয়া একটু ভয় যে না পাইয়াছিলাম, তাহা নহে, কিন্তু এরূপ স্থলে ভীত হওয়া একেবারেই সঙ্গত নহে, কাজেই বন্দুকটি উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলাম—সব ভাল ত ?

তাহারা বলিল—তোমার সব ভাল ত ? আমি বলিলাম—হাঁ।

এই বিজয়ী দল পাণ্ডার রাজার ছোট ছেলের পক্ষের, তাহারা আমার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করিল। কহিল, আমি যখন কোন দলে যোগ দেই নাই, কাজেই আমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারি, কেহ কোন বাধা দিবে না। তাহারা আরও বলিল যে, আমরা শাদা লোকদের যে সকল গরু-বাছুর আনিয়াছি, সেগুলি পরে ফেরত দিব। নদীর পাড়ে আসিয়া দেখিলাম, প্রায় ১৫০ জন লোক নদী পার হইবার জন্য পাড়ে বসিয়া আছে। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ। অনেক কষ্টে একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নদী পার হইলাম এবং নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট বাস-স্থানে আসিলাম।

আমি এখানে বন্য-মহিষ শিকারের দুই একটি গল্প বলিয়াই আমার এই অধ্যায় শেষ করিব।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ; তখন তুগেলা নদীর পাড়ে তাঁবু ফেলিয়াছি। সারাদিন শিকার করিতেই কাটিয়া গিয়াছে, ফলে তেমন কিছুই শিকার হয় নাই। আমি আমার ঘোড়াটাকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া নিজেও অন্যমনস্কভাবে নদীর পাড়ে বেড়াইতেছি। এমন সময় দেখিতে পাইলাম, নদীর পাড়ের নীচে জল-কাদায় মস্ত বড় একটা জানোয়ার। আমি মনে করিলাম, বোধ হয় একটা গণ্ডার হইবে। কিন্তু একটু পরেই বুঝিতে পারিলাম, একটা বুনো মহিষ। আমি যেমন দেখা, অমনি তাহার বুকের দিক্ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম। গুলি খাইয়াই সে বেগে ছুটিয়া চলিল পাহাড়ের দিকে। আমিও তাহার পেছনে পেছনে ছুটিয়া চলিলাম। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। স্পষ্টভাবে কিছুই দেখিতে পাইতে-ছিলাম না—শুধু কাঁটা ঝোপের পেছনে একটা বৃহদাকার জন্তুর মত অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমি কাছাকাছি কোনও গাছে চড়িয়া গুলি করিব, এইরূপ স্থির করিয়া এদিক ওদিক

তাকাইতেছিলাম, কিন্তু তেমন সুবিধামত কোন গাছ দেখিতে পাইলাম না। তারপর ভাবিলাম, ঘোড়াটার উপরে উঠিয়া মহিষটার অনুসরণ করিব। এইরূপ ভাবিয়া বাঁ হাত দিয়া ঘোড়ার লাগাম এবং ডান হাতে বন্দুকটি ধরিয়া ঘোড়ার উপর উঠিতে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় মহিষটা সেই ঝোপের ভিতর হইতে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে এমন জোরে লাফ

ঘোড়াটা ভড়কাইয়া গেল, আমিও মাটীতে পড়িয়া গেলাম

দিয়া পড়িল যে, ঘোড়াটা ভড়কাইয়া পড়িয়া গেল, আমিও মাটীতে পড়িয়া গেলাম। বাঁ হাতটা ঘোড়ার লাগামের সহিত জড়াইয়া গেল, ডান হাতটা হইতে বন্দুকটা ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল। আর আমি ঘোড়ার পেটের নীচটায় তাহার পায়ের ভিতর দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। কি ভয়ানক অবস্থা! এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ একটা বিপজ্জনক ঘটনা ঘটিয়া গেল যে, আমি একেবারে বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম।

আমি এই মহিষটাকে মাত্র একটা গুলি করিয়াছিলাম সেই সন্ধ্যাবেলা। পরের দিন সকালবেলা নদীর দিকে বেড়াইতে যাইয়া দেখি, সেই মহিষটা মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

আমার গুলিটা তাহার বুকের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য্য বটে! এইরূপ শিকারে আমার খুবই আনন্দ হইয়াছিল। এই গেল একদিনকার ঘটনা।

আর একদিন পোনগোলার একটি কথা বলিতেছি। তাঁবু হইতে দেখিতে পাইলাম যে, খোলা মাঠের মধ্যে একপাল মহিষ চরিতেছে। আমার কাফ্রি অনুচরেরা, আমি এই মহিষের দলের কাছে যাইয়া শিকার করি, সেই ইচ্ছাটা প্রকাশ করিল। আমি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া খোলা মাঠের মধ্যে মহিষের পালের কাছাকাছি চলিলাম। সঙ্গে দুইটি বন্দুক লইয়াছিলাম। দুইটি বন্দুকই গুলি-ভরা ছিল।

মহিষকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম

কিন্তু কোথা হইতে গুলি করিব? তিন ফিট উচু ও চার ফিট বেড়, এইরূপ একটা ঝোপের ভিতরে বন্দুক স্থির করিয়া বসিয়া রহিলাম। এদিকে আমার লোকজনেরা হল্লা করায় সেই মহিষের পাল বেগে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। সেই পালে কম পক্ষেও পঁচিশ ত্রিশটা বুনো মহিষ ছিল। আমি মহা বিপদে পড়িয়া গেলাম। যখন তাহারা একেবারে ঝোপের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, যদি আমি আর এক মুহূর্ত্ত ওখানে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে মহিষেরা আমাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবে। এমন সময় আমি একটা বিকট চীৎকার করিয়া বন্দুক হাতে করিয়া ৩।৪ হাত উচ্চে লাফাইয়া উঠিলাম। আমার এইরূপ অদ্ভুত ভাবভঙ্গী ও চীৎকারে মহিষগুলি চমকিয়া উঠিয়া খানিকটা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই সুযোগে অমনি একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট-মহিষকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলাম। মহিষের পাল গুলির শব্দে বিকট চীৎকার করিতে করিতে ধূলা উড়াইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া পাহাড়ের দিকে ছুটিতে লাগিল। আমি

গুলির পর গুলি ছুড়িতে লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দেখিলাম, মাত্র একটা মহিষ মারা পড়িয়াছে। কাফ্রিরা মহা আনন্দে সেটাকে বহিয়া লইয়া তাঁবুতে আসিল।

বন্য মহিষ শিকার করা বড় কঠিন। ইহারা এত দ্রুত দৌড়াইতে পারে যে, অনেক সময় লক্ষ্য ঠিক করাই কঠিন হইয়া উঠে। আমি বুনো মহিষ শিকার করিতে যাইয়া অনেকবারই বিপদে পড়িয়াছি। একবার একটা মহিষকে গুলি কবিবার পর মহিষটা গুলি খাইয়াই আমার উপর আসিয়া পড়িল এবং আমায় মাথার শিঙ দিয়া এমন জোরে ঘা মারিয়াছিল যে, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। সে মহিষটার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এজন্যই বলিতেছিলাম যে, বন্য মহিষ শিকার করা অতি কঠিন কাজ।

পঞ্চম অধ্যায়

জিরাফ-শিকার

আমি এবার যে অঞ্চলে শিকার করিতে আসিলাম, সে দেশের নাম "মেরিকো"। বেশ সুফলা দেশ। চারিদিকে গাছপালা আছে—দেশটি একটু গরমও বটে, কিন্তু এ অঞ্চলে জলের কোনও অসুবিধা নাই, ইহা একটা মস্ত বড় সুবিধা। এখানে দুই তিনটি ছোট ছোট নদী আছে, কিন্তু ঝরণা সে অনেক, এমন সুন্দর দেশে বাস করিতে ইচ্ছা করে। এখানকার পাহাড়গুলি বেশির ভাগ শিলা ও প্রস্তরে গঠিত হইলেও, অধিত্যকা প্রদেশগুলি উর্ব্বর। কাজেই চাষবাসের পক্ষে, বসবাসের পক্ষে এ ছোট দেশটিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে শিকার তেমন নাই।

এখানকার চারিদিকে বুয়ারেরা ক্ষেত-খামার করিয়া বাস করিতেছে। তাহারা আমাদের প্রতি অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করিয়াছিল। মিঃ সোয়ার্টজ নামে একজন কৃষকের বাড়ীটিকে একটি

অতিথিশালা বলিলেও কোনওরূপ অত্যুক্তি করা হয় না। যেখান হইতে যিনি আসিতেন, তিনিই এখানে দুই একদিন থাকিয়া পানে ও ভোজনে তৃপ্ত হইয়া যাইতেন। বুয়ারেরা ঘোড়দৌড়, শিকার, দৌড়াদৌড়ি এসব খুবই ভালবাসে। নৃত্য, সঙ্গীত এসকলও ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়। বুয়ার মেয়েরাও দেখিতে বেশ সুন্দরী, অল্প বয়সেই ইহাদের বিবাহ হয়। ইহারা প্রায় সকলেই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। প্রত্যেকের পরিবারই বেশ বড় এবং তাহারা অবস্থাপন্ন বলিয়া কোন দুঃখ-দারিদ্র্যের ক্লেশ বড় একটা অনুভব করে না। তবে কি গরীব নাই? আছে বই কি। তাহাদের কিন্তু দীন-দরিদ্র এমন সংজ্ঞার মধ্যে কোনরূপেই টানিয়া আনা যায় না। যাহারা গরীব, তাহারাও খাটিয়া খায়। আর এ অঞ্চলে অভাব ত তেমন বেশি কিছু নাই। কেননা খাদ্য, পোষাক, যাহা কিছু নিত্যকার প্রয়োজনীয়, তাহা তাহারা নিজেরাই প্রস্তুত করে। বুয়ারদের মধ্যে বিবাহের ব্যাপারটাও সহজ। এখানে বিবাহ করিতে কন্যাপণ দিতে হয়। সে পণও তেমন কঠিন নয়, কয়েকটা ভেড়া, কয়েকটা দুগ্ধবতী গাভী, গোটাকয়েক চাষবাসের যোগ্য ষাঁড়, আর একটা চড়িবার মত ভাল ঘোড়া কন্যার পিতা বা অভিভাবককে দিলেই হইল। এই ভাবে বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী তাহাদের ঘরকন্না আরম্ভ করে। স্বামী-স্ত্রী দুই জনেই চাষের কাজে, পশু-পালনে, বাগান প্রস্তুত করিবার কাজে লাগিয়া যায়। কাজেই, তাহাদের জীবনে অভাব-অভিযোগের বেদনা ও হাহাকার বড় আসে না। তারপর মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, বিস্তৃত ভূমিখণ্ড, প্রচুর খাদ্য এসব কারণে এখানকার বুয়ারেরা বেশ সুখেই আছে বলিয়া মনে হইল। আমি ত যে ক'দিন ছিলাম, ইহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অপূর্ব্ব আনন্দের মধ্য দিয়াই কাটাইয়া দিয়াছি। আর বুয়ার কি পুরুষ ও নারী, সকলেই সুস্থ ও সবল।

আমি এখান হইতে চলিলাম—মিঃ এড্‌ওয়ার্ড নামক আমার একজন পরিচিত কৃষকের বাড়ী। এইবার সঙ্গে লইয়াছিলাম, তিনটা গরুর গাড়ী, নয়টা ঘোড়া, বিয়াল্লিশটা ষাঁড়। যখন এই সুন্দর বুয়ারদের উপনিবেশটি ছাড়িয়া চলিলাম, তখন তাহারা বন্দুক ছুড়িয়া হল্লা করিয়া আমায় বিদায় দিয়াছিল এবং এই পথে যাহাতে ফিরিয়া আসি, সেজন্য বার বার অনুরোধ জানাইয়াছিল। হায় রে মানুষের মন—সব দেশের, সব লোকেরই সমান, সেই দয়া, সেই স্নেহ, সেই ভালবাসা সর্ব্বত্র সমান ভাবে মানুষের মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া থাকে।

আমি যে পথ ধরিয়া মিঃ এড্‌ওয়ার্ডের বাড়ীর দিকে চলিলাম, সেই পথের শোভা পরম রমণীয়। দুই দিকে সবুজ সুন্দর তরুশ্রেণী, উর্ব্বর তৃণমণ্ডিত শ্যামল উপত্যকা ভূমি।

মিঃ এড্‌ওয়ার্ডের কৃষিক্ষেত্রটি খুবই বড়। তাঁহার বাস-বাড়ী এক সময়ে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদের মত অট্টালিকা দ্বারা শোভিত ছিল, কিন্তু এখন তার অনেকটা চলিয়াছে ধ্বংসের দিকে। পূর্ব্বে যেখানে গীর্জ্জাঘর ছিল, এখন সেই ঘরটি কাফ্রি চাষারা দখল করিয়া বসিয়াছে। আমি যাইয়া দেখিলাম, ঘরের ভিতর দশ বার জন কাফ্রি পরম আরামে সেই বেলা দ্বিপ্রহরেও কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এসময়ে এখানে মিঃ ক্লেন্‌বি গর্ডন নামে আর একজন শিকারীও আসিয়াছিলেন।

মিঃ এড্‌ওয়ার্ড এখন আর এখানে থাকেন না। তিনি এখান হইতে কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে একটা নূতন কৃষিক্ষেত্র লইয়া তাহার উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সপ্তাহে দুই একদিন এখানে আসেন। সে সময়ে তিনি যে বাড়ীতে থাকেন, সে বাড়ীটি ছোট হইলেও বেশ সুরক্ষিত। তাঁহার এখানকার ক্ষেত-খামারের কাজ দেখে একজন কাফ্রি ভৃত্য। সে মিঃ এড্‌ওয়ার্ডের কাছে অনেক দিন হইতেই আছে। লোকটি বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী। সে আমাদের বেশ যত্ন করিয়া থাকিবার ও খাইবার সব সুব্যবস্থা করিয়া দিল।

আমি শুনিয়াছিলাম যে, এখানে খুব জিরাফ শিকার মেলে। সেজন্যই এ অঞ্চলে আসা। একটু বিশ্রাম করিয়া, এক পেয়ালা কাফি ও কিছু বিস্কুট খাইয়া জিরাফের খোঁজে বাহির হইলাম। আমার কুকুর তিন চারিটাও সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। আমি যে ঘোড়াটায় চড়িয়াছিলাম, এইটির নাম, 'ব্রিয়ান্'; ব্রিয়ান্ বেশ ভাল ঘোড়া। যে কোন শিকারের কাছেই সে পড়ুক না কেন, সহজে সে ভড়কাইয়া যায় না। পথে যাইতে যাইতে ছয়জন কাফ্রি চাষার সঙ্গে দেখা হইল। তাহাদিগকে জিরাফ কোথাও দেখিয়াছে কিনা, একথা জিজ্ঞাসা করায়, মহা উৎসাহের সহিত বলিল যে তাহারা একটু দূরেই এক পাল জিরাফ চরিতে দেখিয়াছে। কাঁটা বনের ভিতর দিয়া, শিলাকীর্ণ পথের মধ্য দিয়া—একবার উঁচুতে উঠিয়া, একবার নীচুতে নামিয়া—এইরূপ উঠানামা করিতে করিতে অবশেষে একটি

বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমাদের কাছ হইতে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত গজ দূরেই আটটি জিরাফ চরিতেছিল। আমরা বরাবর তাহাদের দিকে না যাইয়া এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করিয়া অবশেষে জিরাফগুলির কাছ হইতে প্রায় কুড়ি গজ দূরে আসিলাম। বেচারা ব্রিয়ান্, হাতী দেখিয়া, সিংহ দেখিয়া, গণ্ডার, মহিষ প্রভৃতি দেখিয়া কখনও ভড়কায় নাই। কিন্তু এই অদ্ভুত আকারের সুবৃহৎ জানোয়ারগুলিকে দেখিয়া, তাহাদের দীর্ঘ গলা দেখিয়া ভড়কাইয়া গেল। আমি লাগামটা জোরে টানিয়া ধরিয়া ব্রিয়ানের পিঠে কয়েক ঘা চাবুক বসাইয়া দিয়া তাহাকে বাগে আনিলাম। আমার সঙ্গীরাও ঘোড়ায় চড়িয়াই আসিয়াছিলেন। কি জানি কেন তাঁহাদের ঘোড়াগুলি জিরাফ দেখিয়া ভড়কায় নাই। ব্রিয়ান্ও এইবার আর ভড়কাইল না। আমি এইবার জিরাফগুলির দিকে বেগে ছুটিয়া চলিলাম। কাছে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটা জিরাফ দৌড়াইয়া পলাইল। একটা জিরাফ অতি কাছে ছিল, আমি তাহার মাথায় গুলি করিলাম। গুলি খাইয়া জিরাফটা আমার মাথার উপর দিয়াই একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়া খুব বেগে দৌড়াইতে লাগিল। আমি তাহার পেছনে ছুটিতে লাগিলাম। মনে হয়, জিরাফটার পেছনে প্রায় দুই মাইল পর্যান্ত ছুটিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার নাগাল পাইলাম না। জিরাফটা তাহার পা দিয়া ঢিল পাটকেল সব এত জোরে ছুড়িয়া মারিতেছিল যে, আমি আত্মরক্ষাই করিব, না, তাহাকে গুলি করিব, তাহাই ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলাম না।
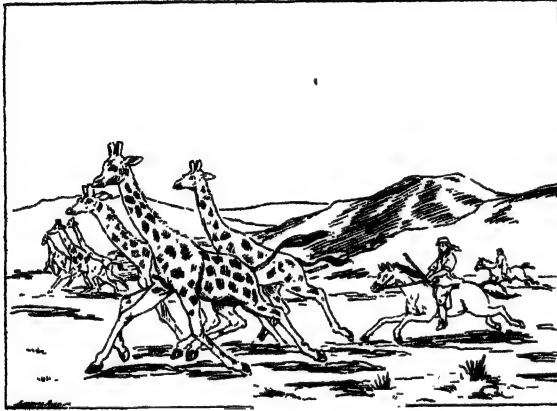
আটটি জিরাফ চরিতেছিল

আমার সঙ্গী মিঃ সোয়ার্টজ একটি স্ত্রী-জিরাফ শিকার করিতে পারিয়াছিলেন, অন্য আর সকলে আমারই মত ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। জিরাফের পেছনে ছুটিতে যাইয়া আমার টুপিটি কোথায় যে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা আর পাইলাম না। এজন্য কাফ্রিদের কিছু পুঁতি উপহার দিবার লোভ দেখাইয়া খুঁজিতে পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা নানাদিকে খুঁজিয়া শেষটায় আমার টুপিটি উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিতে পারিয়াছিল।

পরের দিন কোথাও আর শিকারে গেলাম না। ২১শে সেপ্টেম্বর (১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ) আজ কোলোবেং (kolobeng) নামক একটি কাফ্রি পল্লীতে আসিলাম। আমরা এখানে প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ডাক্তার লিভিংষ্টোনের বাড়ীর ধ্বংসচিহ্ন দেখিলাম। বুয়ারেরা এখন সে জমিতে চাষ করিতেছে। ডাঃ লিভিংষ্টোন এই গ্রামে কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন।

শুনিলাম, এখান হইতে একটু দূরের গ্রামে জিরাফ শিকার করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। আমরা সেই কথা শুনিয়া সেই দিকে রওয়ানা হইলাম। একটা মাঠের মধ্যে কয়েকজন কাফ্রি স্ত্রীলোক কাজ করিতেছিল। তাহাদের কাছে কাপোং-এর পথ এবং সেখানকার সর্দ্দারের কথা যেমন জিজ্ঞাসা করিলাম, অমনি তাহারা সব জিনিসপত্র ফেলিয়া গ্রামের দিকে ছুটিয়া পলাইল। মনে হইল, এই গ্রাম্য রমণীরা পূর্ব্বে আর কখনও শ্বেতাঙ্গ দেখে নাই।

কাফ্রি স্ত্রীলোক

আমরা যখন গ্রামের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন বেশ সভ্য গোছের পোষাক-পরা একজন কাফ্রি আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল,—তোমরা এখনই আমার গাঁ ছাড়িয়া চলিয়া

যাও, তোমরা এখানে শিকার করিতে পারিবে না। তোমাদের কি উচিত ছিল না, আমার গাঁয়ে আসিবার পূর্ব্বে আমাকে খবর জানান ? আমি তখন স্ত্রীলোকদের কথা বলিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু উপহার দিলাম। তখন কাফ্রি সর্দ্দার খোঁস্‌মেজাজে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমাদিগকে তাহার গ্রামে লইয়া গেল এবং শিকারের সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিতে রাজী হইল। এখানকার চারিদিকের গ্রামে প্রায় ২০,০০০ কাফ্রি বাস করে। কোন বিদেশী শিকারী কিংবা ব্যবসায়ীকে দেখিতে পাইলেই ইহারা পঙ্গপালের মত তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া ব্যবসা করিবার ব্যবস্থা করিয়া লয়। এতগুলি কাফ্রির সর্দ্দার হইতেছে আমাদের এই নূতন পরিচিত কাফ্রিটি। ইহার নাম শেকুলি। সে নিজে একটি টিলার উপর স্বতন্ত্রভাবে থাকে। আর সেই টিলার নীচে চারিদিক ঘিরিয়া একটি মস্ত গ্রাম।

আমরা আজ দিনটা তাঁবুতেই কাটাইলাম। দারুণ গ্রীষ্ম। এখানকার কাফ্রিরা অষ্ট্রিচ্ বা উট পাখীর পালক ও ডিম বেচিতে আসিয়াছিল। পালক ও ডিমগুলি মোটেই ভাল ছিল না, কিন্তু তাহার বিনিময়ে চাহিতেছিল বন্দুক, বারুদ এই সব। কাজেই, আমরা কিছুই লইতে পারিলাম না।

সেদিন বেলা পড়িয়া আসিলে কয়েকজন কাফ্রিকে সঙ্গে লইয়া আবার জিরাফ শিকারে বাহির হইলাম। খানিকদূর যাইতেই দেখিতে পাইলাম, সাতটা জিরাফ আস্তে আস্তে চলিয়াছে। আমি ছিলাম দলের সকলের পেছনে। প্রথমবারের ব্যর্থতার কথা মনে করিয়া আমি বেশ সতর্ক হইয়া প্রায় ৩০০ গজ দূরে যে জিরাফটা চরিতেছিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটা গুলি ছুঁড়িলাম। কিন্তু এইবারও গুলিটা তাহার গায়ে লাগিল না। বন্দুকের আওয়াজে জিরাফটা বেগে দৌড়াইতে লাগিল। আমিও ব্রিয়ান্ ঘোড়াকে জোরে ছুটাইয়া দিলাম, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে কাঁটাবন ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়া এত বেগে ছুটিল যে, আমি ঘোড়ার উপর স্থিরভাবে বসিতে পারিতেছিলাম না। আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া হাত হইতে বন্দুকটি পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি ঘোড়া হইতে নামিলাম এবং বন্দুকটি লইয়া জিরাফটির দিকে ছুটিয়া চলিলাম এবং দুই তিনটি গুলিও করিলাম। একটি গুলি জিরাফটার পায়ে লাগিল। গুলি লাগায় তাহার পায়ের দিক্ দিয়া অজস্রধারে রক্ত পড়িতেছিল। তবু সে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অতি দ্রুত ছুটিয়াছিল। যাহারা জিরাফের দৌড় দেখে নাই, তাহারা ইহার গতি সম্বন্ধে

কোন ধারণাই করিতে পারিবে না। আমি যখন জিরাফের পেছনে ছুটিতেছিলাম, তখন ব্রিয়ান্ও আমার সঙ্গে এক চাতুরী খেলিল, সে তাঁবুর দিকে ছুটিয়া গেল। আমি দুই তিনবার আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম। হাত, পা ছড়িয়া গেল। কোন্ দিক দেখিব? এই-ভাবে প্রায় দুই মাইল ছুটিয়া পরে তাঁবুতে ফিরিলাম। তখন আমার অর্দ্ধমৃতা-বস্থা, পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। পথে

এইবারও গুলিটা তাহার গায়ে লাগিল না।

একজন কাফ্রির কাছে শুনিলাম যে, আমাদের সঙ্গী মিঃ জন্ও জিরাফ শিকারের কল্যাণে একটি হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। সুসংবাদ বটে!

তাঁবুতে আসিয়া দেখিলাম সেই কাফ্রির কথা সত্য। মিঃ জনের হাতের অবস্থা শোচনীয়। তিনি শয্যায় পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মরু-প্রান্তরে পথ-হারা—সঙ্কটে প্রাণরক্ষা

মনটা দমিয়া গেল। ভাবিলাম, জিরাফ শিকার আর ঘটিয়া উঠিল না। এখানে অনেক দিন কাটাইলাম। কাজেই, আবার অন্যদিকে চলিলাম। আমাদের দলের মধ্যে কেহ কেহ আমার সঙ্গী হইলেন, কেহ-বা হইলেন না। গাড়ীগুলি পেছনে পেছনে আসিতেছিল, আমরা আগে আগে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছিলাম। এ পথটা একেবারেই ভাল ছিল না। একটা বড় পাহাড়ের ভিতর দিয়া যাইতে হইতেছিল। পথ শিলাকীর্ণ, আর এত জঙ্গলা যে, কুড়ুল দিয়া জঙ্গল কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া তবে অগ্রসর হইতেছিলাম। আর এত ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বহিতেছিল যে, আমি দুই দুইটা গরম কোট গায়ে দিয়াও শীত নিবারণ করিতে পারিতেছিলাম না। পথে একবার কিছু খাইয়া লইয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ভাবিয়া-ছিলাম, এই পথে হয়ত জিরাফ পাইব, কিন্তু পাইলাম না। পাহাড়ের অনেকটা উপরে উঠিয়া যখন একটা অধিত্যকা প্রদেশে আসিলাম, তখন শরীরে যেন আবার নব বল ফিরিয়া পাইলাম। চারিদিক্ ঘিরিয়া পাহাড়ের সারি। কাজেই, তেমন তীক্ষ্ণ হাওয়া আসিয়া পীড়ন করিতে পারে নাই। এইখানে একটি অধিত্যকার তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে একপাল হরিণ চরিতে দেখিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা তিনটি হরিণ মারিতে পারিয়াছিলাম। কাফ্রিরা অনেক দিন পরে এইরূপ শিকার পাইয়া হরিণ তিনটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। অদ্ভুত মানুষ এই কাফ্রিরা! কখন যে ইহাদের আনন্দ হয়, কখন কিসে যে ক্রোধ হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ইহাদের লোভ বড় কম। একবার একটা বুশম্যান কাফ্রি দুই বৎসর কাজ করিবার পর আমার নিকট হইতে মাত্র দুইখানি লৌহনির্ম্মিত লাঙ্গলের ফাল পাইয়াই পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

এই অধিত্যকা পার হইবার পর পড়িলাম এক বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে। সেখানে তিনটা জিরাফ, তিনটা শাদা গণ্ডার ও একটা কৃষ্ণসার মৃগ দেখিলাম। এ যাত্রাটা বেশ ভালই বলিতে হইবে। শিকারের বিস্তারিত ইতিহাসের কোন প্রয়োজন নাই। আমি একটা শাদা গণ্ডার ও একটা কৃষ্ণসার মৃগ মারিতে পারিয়াছিলাম। এইবার আমরা আবার একপাল জিরাফ দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া স্থির করিলাম যে, আমরা তিনদিক্ হইতে ইহাদের আক্রমণ করিব। এই পরামর্শ বেশ ভালই হইয়াছিল। মিঃ সোয়ার্টজ্ একটি, মিঃ প্লেনবোয় একটি এবং আমি একটি,—এই ভাবে তিনটি জিরাফ শিকার করিয়াছিলাম। এখন আর দুঃখ করিবার কিছু রহিল না।

আমরা উত্তর দিকে চলিলাম। কিন্তু জল পাইতেছিলাম না। আমাদের পথ-প্রদর্শক মাসার জাতীয় লোকগুলিও জলের খোঁজ দিতে পারিতেছিল না। এমন রুক্ষ, এমন শুষ্ক দেশ আর কোথাও দেখি নাই। আমরা দলে কুড়িজন লোক ছিলাম। কাল কাফ্রিরা দশটা খুব ভাল উট পাখীর ডিম আনিয়াছিল। এই ডিম, গণ্ডারের মাংস ইত্যাদি দিয়া একটি ছায়া-শীতল জায়গায় আসিয়া খাবার প্রস্তুত করিয়া লইলাম। এ স্থানের অতি কাছাকাছি একটি কাদা-জলের প্রস্রবণ দেখা গিয়াছিল। এই অনুর্ব্বর মরুভূমির দেশে মাসারেরা কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। কোথায় বা শস্যক্ষেত্র, কোথায় বা গাছপালা? আমরা দুইটি পাহাড়ের আড়ালে দু'একটা বন্য গাছের আড়ালে, কর্দ্দমাক্ত জলের প্রস্রবণটির কাছে বসিয়া কোন প্রকারে খাওয়াটা সারিয়া লইয়া অতি দ্রুত সুজলা সুফলা অঞ্চলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এখন অতি তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। এইভাবে ক্রমাগত তিন দিন চলিবার পর অবশেষে একটি অতিসুন্দর সুজলা ও সুফলা দেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। একটি নদীর পাড়ে তাঁবু ফেলিলাম। এদেশের সর্দ্দারের নাম হইতেছে মোসলিকাৎসি। আমরা আমাদের এখানে আসিবার বিষয় এবং তাহারই গ্রামের কাছে যে বাস করিব এবং শিকার করিব, সে সংবাদ, এই স্থানটি নির্ব্বাচন করিয়াই সর্দ্দারকে জানাইয়াছিলাম। কিন্তু ফল ভাল হইল না। মোসলিকাৎসিকে পূর্ব্বে কেহ সংবাদ দিয়াছিল যে, আমরা গুপ্তচর, আমাদের পেছনে পেছনে এক মস্ত বড় সৈন্য-বাহিনী আসিতেছে। এইজন্য সর্দ্দার আর

আমাদিগকে অগ্রসর হইতে দিল না—এখানেই আটক করিল। এ অঞ্চলের কাফ্রিরা রক্ত-লোলুপ কাফ্রি বলিয়া পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়ার ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকেরা ইহাদের নাম দিয়াছেন Blood Kaffirs বা নেংটা কাফ্রি। ইহারা কাপড় পরে না। এই নেংটা কাফ্রিরা নর-খাদক বলিয়া একটা দুর্ণামও অনেকের মুখে শুনিয়াছি। ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতিও অতি বীভৎস প্রকারের। মোসলিকাৎসির সন্দেহের আরও কারণ ঘটিল। এসময়ে একদল বুয়ার শিকারী লিম্‌পোপোর দিক্ দিয়া এদিকে আসিতেছিল। তাহারাও মোসলিকাৎসির দেশে শিকার করিবার জন্য পূর্ব্বে কোন অনুমতি লয় নাই। এ সংবাদ জানিয়া তাহার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, যখন দুই দিক্ দিয়া শ্বেতাঙ্গেরা তাহার দেশে আসিতেছে, তখন ইহাদের উদ্দেশ্য একেবারেই ভাল নয়। আমরা সংবাদ পাইলাম যে, আমাদিগকে গুপ্তচর মনে করিয়া সর্দ্দার আমাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

জলহস্তীর মুখের হাঁ।

আমরা কিন্তু এখানে আটক পড়িয়া দুঃখিত হই নাই। নদীর জল বেশ নির্ম্মল, কুমীর থাকিলেও আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বেশ ভাল করিয়া সাঁতরাইয়া স্নান করিতাম। জলহস্তীর দলও ছিল অসংখ্য। ক্ষুধিত জলহস্তীর মুখের হাঁ কি বৃহৎ ও ভীষণ, তাহা ছবিতেই অনেকটা

উপলব্ধি হইবে। সে যেন এক বিরাট্ গহ্বর। একদিন স্নান করিতেছি, এমন সময় আমাদের তাঁবুর দিক্ হইতে গুলির শব্দ শুনিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ রবও শোনা গেল। ব্যাপারটা কি হইল, জানিতে একটু উৎসুক হইলাম। এমন সময় পলকের মধ্যে একটা গণ্ডারকে খুব বেগে ছুটিয়া আসিতে দেখিলাম। ছয়জন কাফ্রি বন্দুক হাতে করিয়া গণ্ডারটার পেছনে ছুটিয়া আসিতেছিল। কাঁধে গুলির পর গুলি লাগায় গণ্ডারটা প্রাণ হারাইল।

১লা নভেম্বর (রবিবার)—আজ আমার ডায়ারি লিখিতে হইল ভিনিগারের সহিত বারুদ মিশাইয়া! না ছিল দোয়াত, না ছিল কালি। নিরপরাধী,—শুধু শিকার করিবার জন্যই আমরা আসিয়াছি, এই সংবাদ বলিয়া মোসলিকাৎসির নিকট যে লোক পাঠাইয়াছিলাম, সে লোক আজও ফিরিয়া আসিল না। কাজেই, আমরা এখানে ঠিক্ বন্দী হইয়াই রহিলাম। কি আর করি। আমাদের দলের কুড়ি জন লোককে এই রক্তপিপাসু কাফ্রিরা অতি সহজেই পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে।

আমাদের তাঁবুটা একটু সরাইয়া দূরে একটা পাহাড়ের নীচে লইয়া গেলাম। চারিদিকে বড় বড় গাছ ও পাহাড়টি থাকায় স্থানটি বেশ শীতল ছিল। এ সময়ে আমরা প্রত্যহই শিকার করিতাম ; কোন দিন হরিণ, কোন দিন গণ্ডার, কোন দিন মহিষ, কোন দিন পাখী। কাজেই খাদ্য আমাদের বেশ ভালই জুটিতেছিল।

সর্দ্দারের কাছে দুই বার লোক পাঠাইয়াও যখন কোনও সংবাদ পাইলাম না, তখন তৃতীয় বারও লোক পাঠাইলাম। এইবার তাহাদের সঙ্গে মিঃ কলিন্স গিয়াছিলেন।

সাত আট দিন পরে মিঃ কলিন্স ফিরিয়া আসিলেন। সংবাদ ভাল। মোসলিকাৎসি তাঁহার প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করিয়াছে এবং আমাদিগকে তাহার দেশে শিকার করিতে অনুমতি দিয়াছে। সে নিজে এখন কুইলেনমেনের (Quilenmaine) দিকে যাইবে। মোসলিকাৎসির এই সদয় ব্যবহারে আমাদের খুব উপকার হইল। তাহার কথানুসারে তাহার এলাকায় এই গ্রামের সর্দ্দার আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। মিঃ কলিন্সকে অর্থাৎ আমাদের দলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সর্দ্দার খাদ্য, পানীয়, লোকজন, এমন কি ঘোড়া পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া দিতেছিল।

এখানকার দেশগুলির নামের বৈচিত্র্য আছে। সর্দ্দারদের নাম অনুসারে দেশের নাম হয়। যেমন পাণ্ডা রাজার দেশের নাম পাণ্ডা, তেমনি মোসলিকাৎসির এলাকার নাম মোসলিকাৎসির রাজ্য। আমাকে একজন কাফ্রি কহিল যে, গায়া নদীর উত্তর দিকে অনেক হাতী শিকার পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ অঞ্চলের হাতীগুলি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত। আমরা যেখানে তাঁবু ফেলিয়াছিলাম, সে জায়গাটির নাম—ইনান্দা। এইভাবে কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল, তেমন কোনও বড় শিকারের দিকে মন দিতে পারি নাই।

কয়েক দিন পরে মিঃ কলিন্স, মিঃ জন্ প্রভৃতি আমার সঙ্গী শিকারীরা চলিয়া গেলেন। আমি এখানে একা রহিলাম।

একদিন একা বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূর চলিয়া গেলাম। হাতে তেমন কাজ ছিল না। তাঁবুতে মাংস ছিল না, অথচ কুকুরগুলিকে খাওয়ান চাই। এজন্য বাহির হইয়াছিলাম, যদি দুই একটা শিকার মিলিয়া যায়। কিন্তু কোথাও সামান্য একটা শিকারও আজ পাইলাম না। আমি দক্ষিণ আফ্রিকার বহু স্থানে বেড়াইয়াছি,—সেই ডেলাগোয়া প্রণালী হইতে সমুদয় ফ্রি ষ্টেট্ দিয়া ট্রান্সভাল সাধারণতন্ত্র রাজ্যও বেড়াইয়াছি, কিন্তু নেটালের ন্যায় কোন দেশই নহে। নেটালকে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নেটালের পরে মেরিকোর কথা বলা যায়। সে দেশটিও বেশ সুন্দর। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি।

আমি যে কয়দিন এখানে একা ছিলাম, সে কয়দিন সময় কাটাইবার জন্য সুধু 'বেবুন' (Baboon) শিকার করিয়াছি। এখানকার পাহাড়ে ও জঙ্গলে অসংখ্য বেবুন বাস করে। ইহাদের শিকার করা সহজ।

আর একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া নদীর ধারে ধারে শিকার খুঁজিতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় পর্ব্বত-অধিত্যকায় একটা 'প্যান্থার' দেখিলাম। আমি আমার কুকুরগুলিকে সেদিকে ধাওয়া করিয়া দিলাম। কুকুরগুলি যখন প্যান্থারের কাছ হইতে প্রায় ১৫০ শত গজ দূরে, এমন সময় প্যান্থারটা এমন ভীষণভাবে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল যে, কুকুরেরা প্রাণভয়ে চারিদিকে ছুটিয়া পলাইল।

আমার কাফ্রি অনুচর ও আমি অবশেষে এই প্যান্থারটাকে শিকার করিতে পারিয়াছিলাম। এখানকার হোটেনটোটেরা অদ্ভুত ধরণের লোক। তাহারা যেমন সাহসী যোদ্ধা, তেমনি একটু খেয়ালি রকমের লোক। ইহারা দুর্দ্দান্তও বটে। একদিন নদীর পাড় দিয়া অনেক দূর যাইয়া একটা হোটেনটোটদের গ্রামের প্রবেশপথে খুব বড় গাছের সঙ্গে প্রায় ১২ ফিট লম্বা একটা কুমীরকে দড়িদড়া দিয়া বাঁধা অবস্থায় ঝুলান দেখিতে পাইলাম। সেখানে অনেক হোটেনটোট পুরুষ ও স্ত্রীলোক ছিল। গ্রামটি নদীর পাড় হইতে প্রায় আধ মাইলের উপর হইবে। এতখানি দূরে কেমন করিয়া কুমীর আসিল ?

হোটেনটোট যোদ্ধা

গ্রামের একজন মাতব্বর গোছের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—সেদিন একটা বুনো হাতী গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, সেই হাতীটাই কুমীরটাকে ধরিয়া আনিয়াছে। আমার কাছে কথাটা কেমন লাগিল। তবে একেবারে অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। কেননা, হাতীর নদীর জলে স্নান করিতে যাওয়া অসম্ভব নহে। কুমীরটা তখনও বাঁচিয়াছিল।

শিকারী-জীবনে প্রতি মুহূর্ত্তে আপনার জীবনকে হাতের তেলোতে করিয়া চলিতে হয়। আমার তাঁবুর প্রায় দুই মাইল দূরে একটা ছোটখাট জঙ্গল আছে। ওদেশের লোকেরা

উহাকে ইন্তুমেনির ঝোপ বলে। একদিন একা পায়ে হাঁটিয়া সেদিকে গিয়াছিলাম। আমি ভাবিতে পারি নাই, সেখানে বন্য হস্তী থাকিবার কোনও সম্ভাবনা আছে। আপনার মনে এদিকে ওদিকে চাহিয়া চলিয়াছি। এমন সময় একটা দুর্দ্দান্ত বন্য হস্তী কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে তাড়া করিল। আমি তাড়াতাড়ি পাহাড়ের দিকে ছুটিতে লাগিলাম। আগের দিন রাত্রিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। তার পর গাছের সব পাতা

একটা দুর্দ্দান্ত বন্যহস্তী তাড়া করিল

পড়িয়া জায়গাটি খুব পিছল হইয়াছিল, আমার জুতায় আবার গোড়ালী ছিল না। এখানে আমার শিকার করা হরিণের চামড়া দিয়া আমি এই জুতা তৈয়ারী করিয়াছিলাম। জলে ভিজিয়া কাদা মাখা হইয়া জুতাটা বেজায় ভারী হইয়াছিল। কাজেই, আমার অবস্থা অতি বড় ভয়াবহ হইয়াছিল। একবার দুই পা নাবিতেছি, আবার দুই পা উঠিতেছি। ভয়ে ও উপরে উঠিবার পক্ষে এইরূপ বাধা পাইয়া আমি কি যে করিব, ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছিলাম না। কোন প্রকারে একটু উপরে উঠিয়া একটু ভাল জায়গা পাইলাম। সেখানে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত কয়েকটি বড় বড় গাছ ছিল। আমি তাহার একটির অতি উচ্চ শাখার উপর উঠিয়া চুপ্ করিয়া লুকাইয়া রহিলাম। হাতীটা ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু যদি দৈব আমার অনুকূল না হইত, তাহা হইলে ঐ দুর্দ্দান্ত হাতীটা আমাকে মাটির উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া হাড়-গোড় চূর্ণ করিয়া দিত।

আমি পরের দিন এখান হইতে তাঁবু তুলিয়া লইয়া আট দশ মাইল পথ আসিয়াছি, এমন সময় সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে মিঃ সোয়ার্টজের সঙ্গে দেখা হইল। আমি যে দিক্ হইতে ফিরিয়া যাইতেছিলাম, তিনি সেইদিকে যাইতেছিলেন। তাঁহার কাছে শুনিলাম যে, মোসলিকাৎসির নিকট সে শিকারের অনুমতি চাহিয়াছিল। তাহাতে সর্দ্দার বলিয়া পাঠাইয়াছে —যদি সে গুটিকয়েক বন্দুক, কিছু বারুদ এবং গোলা পায়, তাহা হইলে তাহাকে শিকার করিবার অনুমতি দিবে। মিঃ সোয়ার্টজ্ তাহাতেই সম্মত হইয়া এখানে শিকার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। কাজেই, আমি আমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম।

আফ্রিকার অজানা অন্ধকার দেশে সে দেশীয় পথ-প্রদর্শক সঙ্গে না থাকিলে পদে পদে বিপদ ঘটে। অনেক সময় সঙ্গে থাকিলেও যে বিপদের হাত এড়াইয়া চলা যায়, তাহা নহে। আমার সঙ্গে দুইজন কাফ্রি পথ-প্রদর্শক ছিল। যখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সূর্য্যাস্তের বড় বেশি বাকী নাই, এমন সময় কোথা হইতে মেঘ আসিয়া সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ বেগে বাতাস বহিতে লাগিল। ঝর্ ঝর্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার শিলা বৃষ্টি। বিস্তৃত প্রান্তর—যেন সমুদ্র, সুধু একদিকে একটি ছোট পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়টিও আমাদের নিকট হইতে প্রায় দুই মাইল দূর হইবে।

কোন্ পথ ধরিয়া যে আমরা চলিতেছিলাম, সেদিকে কোনও লক্ষ্য করি নাই। আমরা কাফ্রি সঙ্গীদের উপরই সব নির্ভর করিতেছিলাম। গাড়ীগুলিই বা গেল কোথায়? আমি একবার বলিলাম যে, চল পেছনে যাইয়া গাড়ীগুলি ধরি। কিন্তু কোথায় কোন্ পথে আমার সঙ্গের গোশকট কয়খানি চলিয়াছে, তাহা ত জানি না। বৃষ্টির বিরাম নাই, শিলাবৃষ্টিও বৃষ্টির ধারার ন্যায়ই পড়িতেছে। পাহাড়টিকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া পাহাড়ের কাছে যাইয়া পৌঁছিলাম। সেখানে পাহাড়ের নীচে একখানি চালা দেখিতে পাইয়া তাহার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পোষাকগুলি জলে ভিজিয়া দশ মণ ভারী হইয়াছিল। বন্দুকটির গা বাহিয়াও জল ঝরিতেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, সেখানে কতকগুলি শুকনো

গোবর এবং জ্বালানি কাঠ ছিল। অনেক কষ্টে কোন প্রকারে আগুন জ্বালাইয়া রাত্রিটা কাটাইলাম। সকাল বেলায়ও মেঘ কাটে নাই, সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না, কুয়াশার মত কেমন একটা আবছায়া চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা পাহাড়ের উপর উঠিয়া সেই পাহাড়ের সব উঁচু চূড়ার উপরে যাইয়া, সকলের চেয়ে তিনটি উঁচু গাছের উপর তিন জন চড়িয়া এ কোন্ দেশে, কোথায় আসিলাম, তাহা লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমার কাফ্রি সঙ্গীরা দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছিল না। সে পশ্চিম দিক্ দেখাইয়া বলিল, ঐটা পূর্ব্ব দিক্। মোট কথা, সে একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিল। আকাশ এমন গভীর মেঘাবৃত যে, সূর্য্যের সামান্য আভাও তাহার ভিতর হইতে প্রকাশ পাইতেছিল না।

আমরা গাছের উপর হইতে যাহা দেখিলাম, তাহা বড়ই নিরাশাজনক। কি ভীষণ প্রান্তর—কেবল ঝোপ-জঙ্গল। আর সে দিগন্তপ্রসারী মাঠ—কোথায় কোন্ অনন্তের কোলে যাইয়া মিশিয়াছে। কে জানে কোথায় তাহার শেষ। পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া ভাবিলাম, কোন্ দিকে কোন্ পথে যাই ! আর এই ঝোপের ভিতর দিয়া চলাও বড় কঠিন। সঙ্গে সামান্য যে মাংস ছিল, তাহাই কোন প্রকারে আগুনে ঝল্সাইয়া খাইয়া ক্ষুধা দূর করিলাম।

দুপুর বেলা পাহাড়ের গায়ে একটা গাছের নীচে শুইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাকে ঠিক্ বিশ্রাম বলা চলে না। মনের মধ্যে নানা ভয় ও দুশ্চিন্তা আসিতেছিল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, অনেক শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকার এইরূপ প্রান্তরে পড়িয়া, পথ-হারা হইয়া জলের অভাবে প্রাণ হারাইয়াছেন। এসব অঞ্চলে জনপ্রাণীর অস্তিত্বও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ভাবে তিনদিন কাটিয়া গেল। পরের এই তিনদিন আমরা তিনজন সম্পূর্ণ অনাহারে কাটাইয়াছি। জলের অভাব হয় নাই, বৃষ্টির দরুণ সর্ব্বত্রই জল জমিয়াছিল। এক প্রকার জল পান করিয়াই বাঁচিয়াছিলাম।

কাফ্রিরা ত কাঁদিতেই ছিল। তাহারা কোন্ দিকে কোন্ পথে যাইবে, কিছুই ঠিক্ করিতে পারিতেছিল না। জনমানবহীন এই ভীষণ প্রান্তর—ক্রোশের পর ক্রোশ বিস্তৃত—কোথায় ইহার শেষ, কোন্ দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিলে মানবের বসতিপূর্ণ স্থানে যাইয়া

পৌঁছিতে পারিব, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি অসীম ধৈর্য্য সহকারে এই বিপদকে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। কাফ্রিদের সামান্য একটি রূঢ় কথাও বলি নাই। তাহারা প্রথমটায় ভরসা দিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই পথের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে! কিন্তু কোথায় পথ! শেষটায় নিরাশ হইয়া কাঁদিতেছিল।

আমি দেখিলাম, এইরূপ ভাবে চুপ্ করিয়া অনাহারে মরা অপেক্ষা প্রান্তর বহিয়া কোন একটা দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলাই ভাল। এইরূপ ভাবিয়া কাফ্রি অনুচরদিগকে মিষ্ট কথায় উৎসাহিত করিয়া আমরা পূর্ব্ব দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। এখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল। প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল লক্ষ্যহীনভাবে চলিয়া একটা দু'পেয়ে পথ পাইলাম। এই পথ পাইয়া ভরসা হইল যে, এইবার লোকালয়ের সন্ধান মিলিবে। আমরা পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। এইভাবে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একজন কাফ্রির পায়ের দাগ দেখিলাম। এই পথে—সে যদি পৃথিবীর শেষ সীমাও হয়—তবু যাইব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা পথ চলিয়া সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে একটা কাফ্রি গ্রামে আসিলাম। এই গ্রামটি একেবারে পরিত্যক্ত, একজন লোকও এই বিজন পুরীতে সন্ধ্যা-প্রদীপটি জ্বালিবার জন্য বসিয়া নাই। গ্রাম ছাড়িয়া আবার প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। এইবার অনেক জায়গায় গাছের ডাল ও পাতা ঢাকা অনেক খাত দেখিতে পাইলাম। বোধ হয়, এই পথে শিকারীরা যাতায়াত করিয়াছে। তাই সব ফাঁদ পাতা রহিয়াছে।

আমি খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়া দূরে কালো জানোয়ারের মত একটা কিছু দেখিতে পাইয়া আমার সঙ্গীদের বলিলাম যে, ঐ দেখ দূরে একটা গরু দেখা যাইতেছে। তখন তাহারা আনন্দে যেরূপভাবে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। তাহারা দূরের ঐ কাল কাল চিহ্ন দেখিয়া ঐ চিহ্নগুলিকে ছাগল বলিয়া মনে করিয়াছিল। যখন কাছে আসিলাম, তখন দেখিলাম, ঐগুলি সুধু ঝোপ-জঙ্গল পোড়াইয়া ফেলার জন্য দূর হইতে কালো জানোয়ারের মত দেখাইতেছিল।

আবার চলিতে লাগিলাম। প্রায় এক মাইল পথ চলিয়াছি, এমন সময় সঙ্গের একজন কাফ্রি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ঐ দেখুন একটা কুকুর দেখা যাইতেছে! কিছু না!—ও তার কল্পনা মাত্র।

আমরা সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়াই চলিতেছিলাম। এইবার মাতাকিটু—আমার একজন অনুচরের নাম, সে বলিয়া উঠিল—ঐ শুনুন, মানুষের কথা শুনা যাইতেছে। এই-বার তাহার অনুমান মিথ্যা নয়। আমরা আধ মাইল হাঁটিয়াই আবার একটি কাফ্রি-পল্লী পাইলাম। পল্লীতে প্রবেশ করিয়াই একখানি ছোট কুঁড়ের কাছে একটি কাফ্রি ছেলেকে দেখিলাম। দেখিয়া কি যে আনন্দ হইল, তাহা আর বলিবার নহে।

এই গ্রামের কাফ্রিরা আমাদের বেশ প্রসন্নভাবেই গ্রহণ করিল। তাহারা আমাদের থাকিবার জন্য ঐ গ্রামের প্রান্তে একটি ঘর ছাড়িয়া দিল। আমাদের শুইবার জন্য বিচালি বিছাইয়া দিল। আর তাহাদের গৃহসঞ্চিত কিছু শাকসব্জী সিদ্ধ করিয়া আনিয়া খাইতে দিল।

রাত্রিতে এইরূপ আতিথেয়তায় পরিতুষ্ট হইয়া বাহিরে আসিয়া গাছের তলায় বসিলাম। ঠিক্ ছয়ষট্টি ঘণ্টা পরে এই খাদ্য মিলিয়াছিল। এই অঞ্চলের কাফ্রিরা আমার আগে কোন শ্বেতাঙ্গ দেখে নাই। কাজেই, তাহাদের কাছে আমার আকৃতি ও প্রকৃতি বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল। তাহারা সকলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমার দাড়ি দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহাদের মনে হইল না যে, উহা আপনা হইতেই জন্মিয়াছে। কেহ কেহ ত আসিয়া দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল, তারপর তাহাদের বিশ্বাস হইল উহা স্বাভাবিক। বোধ হয় আমার আগে তাহারা আর কোনও দাড়িওয়ালা মানুষ দেখে নাই।

আমার দাড়ি দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল

রাত্রিতে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেলাম। পরের দিন এই গ্রামের একজন লোককে পথ-প্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইয়া প্রায় চারি মাইল দূরে আমাদের গাড়ী ও লোকজনের সাক্ষাৎ পাইলাম।

আমার বিশ্বস্ত অনুচর ইস্‌পুগান আমাকে অনেক মন্দ বলিল এবং আমাকে শাসাইয়া বলিল, আর কোনও দিন সে আমাকে একা ছাড়িয়া দিবে না।

সপ্তম অধ্যায়

সাপের কবলে

আমার অনুমানই সত্য হইল। মিঃ সোয়ার্টজের সহিত মোসলিকাৎসি দেখা করিল না, সে তাহাকে বুয়ারদের গুপ্তচর বলিয়া মনে করিয়াছিল। কাজেই, তাহার পক্ষে এ অঞ্চলে আর শিকার করিবার কোন আশাই রহিল না।

এ সময়ে মিঃ জনের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, পথে তাহার সব গুলি ও বারুদ হারাইয়া গিয়াছে, তাহাকে শীঘ্র কিছু গুলি ও বারুদ পাঠাইয়া না দিলে তাহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। আমি তাহাকে কিছু গুলি ও বারুদ পাঠাইয়া দিলাম। আশ্চর্য্য লোক এই কাফ্রিগুলি, ইহাদের সাধুতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমিও সেই কাফ্রি গ্রামে গুলির বাক্সটি ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, আজ দুই জন কাফ্রি আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া ফিরাইয়া দিয়া গেল। আমি তাঁবুতে যে সময়টা একটু অবসর পাই, সে সময়ে নানা কাজ করি। বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে বই ও সংবাদপত্র সংগ্রহ করিয়া পড়ি, ডায়ারি লিখি এবং জুতা তৈয়ারী করিয়া থাকি।

বেচারী সোয়ার্টজ্ তাহার গাড়ীগুলি মোসলিকাৎসির নিকট কুড়িটি হাতীর দাঁতের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিল। আমি একটু নিরিবিলি জায়গায় তাঁবু ফেলিয়া মিঃ সোয়ার্টজের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দশ বার দিন পরে সে আসিয়া পৌঁছিল।

আমার সব ঘোড়াগুলি মরিয়া গিয়াছিল। আর এদিকে হাতী শিকার খুবই পাওয়া যায়। পায়ে হাঁটিয়া হস্তী শিকার করা একেবারেই নিরাপদ নহে। তারপর দিগন্তবিস্তারী মাঠ, তেমন বড় গাছ নাই যে, গাছের উপর উঠিয়া আত্মরক্ষা করা যায়।

কয়েকটা দিন অবিশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি পড়িল। এদিকে যে কয়জন কাফ্রিকে শিকারের খোঁজে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারাও আসিয়া পৌঁছে নাই। এখানে সাপের ভয় খুব বেশি। সেদিন মিঃ সোয়ার্টজ্ একটা প্রায় তিন ফিট লম্বা বিষাক্ত সাপ মারিয়াছিলেন।

আমি একদিন বিকাল বেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড সাপের কাছে পড়িয়া গেলাম। আর একটু হইলে তাহার উপর আমার পা পড়িত। তবেই হইয়াছিল আর কি! তাড়াতাড়ি কাফ্রিরা আসিয়া সাপটাকে মারিয়া ফেলিল। এই সাপটা ছিল বার ফিট লম্বা।

একটা প্রকাণ্ড সাপের কাছে পড়িয়া গেলাম

এ সময়ে যে সকল কাফ্রি শিকারের সন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা আসিয়া শিকারের খবর দিল। আমরা তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া শিকারে বাহির হইলাম। খোলা মাঠের মধ্যে আসিলাম। বৃষ্টির জলে মাটি ভিজিয়া নরম হইয়াছে। দুই তিন মাইল আসিয়াই একপাল জিরাফ দেখিতে পাইলাম। অন্যদিকে কতকগুলি গণ্ডার ও মহিষ দেখিলাম। আমরা প্রাণপণে ছুটিলাম, কিন্তু কিছুতেই জিরাফগুলিকে শিকার করিতে পারিলাম না। তাহারা এত বেগে ছুটিল যে, কোন প্রকারেই তাহাদের নাগাল পাইলাম না। তারপর আমার এই বিরাট্ প্রান্তর মধ্যে পথ হারাইবার উৎসাহ আর ছিল না। আমরা দুইটি হরিণ শিকার করিয়াই প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া আসিলাম।

আমরা এখানে একজন রাঁধুনী পাইয়াছিলাম। তার নাম ইয়া। ইয়া হোটেনটোটদের মেয়ে। এমন অদ্ভুত আকারের মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। দেখিতে ঢেঙ্গা, লম্বা গলা, ছোট দুইটি চোখ, নাকের বড় বড় ছিদ্র আছে বলিয়াই বোঝা যাইতেছিল যে তাহার নাক

আছে। সে নাকের ছিদ্রের ভিতর দিয়া দুইটি হাতী চলিয়া যাইতে পারে, আর কি! গালের হাড় উঁচু, প্রকাণ্ড মুখ, পুরু ঠোঁট, মাথার চুল ছয় ইঞ্চির বেশি লম্বা হইবে না। বয়স যে কত, তাহা ঠিক্ করা কঠিন—পঞ্চাশ ষাট বৎসরের কম ত কিছুতেই নহে। সর্ব্বদাই তামাকের পাইপ টানিতেছে। হঠাৎ দেখিলে আঁত্‌কাইয়া উঠিতে হয়, কিন্তু তার হাত পা গুলি খুবই ছোট; যেমন হোটেনটোট মেয়েদের হয়। কিন্তু সে রান্না করিত চমৎকার। তাহাকে আমরা দৈবক্রমে এখানে পাইয়াছিলাম। সে কয়েক বৎসর একজন আমেরিকান পাদ্রীর বাড়ীতে কাজ করিত। সেখানেই রান্নাবান্না ও কাজকর্ম্ম শিখিয়াছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমার কাফ্রি অনুচরেরা তাহাকে আমার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু এ অঞ্চলে আমাদের আর বেশি দিন থাকা হইল না। কয়েকটা দিন বৃষ্টির পরে এমন ভীষণ রৌদ্র আরম্ভ হইল যে, জলের অভাব ঘটিল। আমরা যে জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাও নিঃশেষিত হইয়াছিল। নিকটে নদী-নালাও নাই। কাফ্রিরা তাহাদের সঙ্গে যে সকল পাত্র আনিয়াছিল, তাহাতে শিকারী জন্তুর চর্ব্বি ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমার গোটা দুই কুকুর জলের অভাবে প্রাণ হারাইল। জল সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য আমরা গ্রামে লোক পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা দুই দিন পরে অতি সামান্য পরিমাণই জল সংগ্রহ করিয়া ফিরিল।

না, এইরূপ অবস্থায় আর থাকা চলে না। কাজেই, ফিরিয়া চলিলাম। দিনরাত্রি সমানভাবে চলিতে লাগিলাম। যে সামান্য জল সংগৃহীত ছিল, তাহাও ফুরাইয়া গিয়াছিল। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে। আমরা অনেক দূরে আসিয়া একটা জায়গায় মাটি খুঁড়িয়া সামান্য একটু জল পাইয়াছিলাম।

দিনরাত সমানভাবে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। শুক্লপক্ষ ছিল, কাজেই, পথ চলিতে কোন কষ্টই হয় নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুই তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমাইতাম না। এই ভাবে নানারূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া অরেঞ্জ রিভার ফ্রি ষ্টেটের প্রধান নগরী ব্লোয়েমফোন্‌টেনে (Bloemfontein) আসিলাম। এ সহরটিকে এ-দেশীয় ভাষায় বলে 'ফুলের উৎস'। আমি সঙ্গে পঞ্চাশটি ষাঁড় আনিয়াছিলাম।

অষ্টম অধ্যায়

নমি হ্রদের তীরে

আমার ষাঁড়গুলি ব্লোয়েমফোনটেনে বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইলাম, সেই টাকা দিয়া গাড়ী, খাদ্যদ্রব্যাদি, কুকুর এবং অনেক কাঠ, বারুদ গোলাগুলি ইত্যাদি সংগ্রহ করিলাম। তিনজন কাফ্রি ভৃত্য, দুইজন হোটেনটোট, একজন গাড়োয়ান, একজন ঘোড়সোয়ার অনুচর, আঠারোটি ষাঁড়, একটি দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুর, পাঁচটি ঘোড়া, সাতটি কুকুর, কতকগুলি পুঁতি, চা, কাফি এবং অন্যান্য সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিলাম। এই সমুদয়ই এক বৎসরের উপযোগী হইবে। এইভাবে প্রস্তুত হইয়া ১৭ই এপ্রিল (১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ) দক্ষিণ আফ্রিকার মরুভূমির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম।

এ যাত্রায় আমার হরিণ, মহিষ ইত্যাদি শিকার করিবার ইচ্ছা ছিল না। এই সময় মধ্যে এ অঞ্চলের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পূর্ব্বে মাকিন্ অঞ্চলের যে কাফ্রি সর্দ্দার ছিল, তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার ছেলে সিকোমো সর্দ্দার হইয়াছে।

এ লোকটা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, আর সে প্রকৃত পক্ষে মৃত সর্দ্দারের ন্যায্য উত্তরাধিকারীও নহে। কাজেই, একটা অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল খুবই বেশি।

এইবার আমি লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছিলাম নমি হ্রদের দিকে। যদি পথে আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা কেহ কেহ আসিয়া মিলিত হন, এজন্য তাঁহাদের সকলকেই আমার গন্তব্য পথের কথা লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আসিলেন না।

এইবার মরুভূমির পথ দিয়া যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। আমার লক্ষ্য এবার নমি হ্রদ। যদি একবার "বোলেক্কি" নদীর ধারে পৌঁছিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন ক্লেশে পড়িব না। এখান হইতে সেখানে পৌঁছিতে লাগিবে কম পক্ষেও কুড়ি পঁচিশ দিন। এই যে পাঁচদিন ক্রমাগত চলিয়া আসিলাম, এই পথে একটি নদীও পাইলাম না। প্রতি ঘণ্টায় দুই মাইলের বেশি এপথে চলা অসম্ভব।

আমার এদেশটা একেবারেই ভাল লাগিতেছিল না। দেশের সৌন্দর্য্য বলিতেও যেমন কিছু নাই, তেমনি শিকারের দিক্ দিয়াও কৃষ্ণসার মৃগ, জিরাফ এবং অন্যান্য দু'চার জাতীয় হরিণ ছাড়া আর কিছুই দেখিলাম না। এ অঞ্চলে আমার এই প্রথম আসা। এ পর্য্যন্ত পথে মাত্র একটি ঘোড়া মারা গিয়াছে।

পাঁচদিন দিবারাত্রি সমান ভাবে চলিয়া চাপু বা বোলেক্কি নদীর পাড়ে আসিলাম। নদীটা খুবই বড়। যেদিকে তাকাইবে, সেদিকেই দেখিতে পাইবে, ফ্লামিঙ্গো এবং গগনভেলা (Pelican) পাখী পাড়ে পাড়ে বিচরণ করিতেছে। আমি ফ্লামিঙ্গো পাখী শিকার করিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলাম। এই পাখীগুলির পালক দেখিতে অতি সুন্দর। কিন্তু কর্দ্দমাক্ত নদীর তীরে ঘোড়ার পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল এবং পাখীরাও অতি দ্রুত সাঁতরাইয়া বন্দুকের নিশানার বাহিরে চলিয়া গেল।

নদীর পাড়েই তাঁবু ফেলিলাম। কাফ্রিরা বলিল যে, এখানে দুইটা সিংহ আছে, সে সিংহ দুইটি অতি ভীষণ। সিংহের ভয়ে আমরা আমাদের গরু, বাছুর, সব সতর্কভাবে রাখিলাম। কিন্তু রাত্রিতে সিংহের কোনও উপদ্রব হয় নাই। নদীর পাড়ে একটি কাফ্রিগ্রাম। এই গ্রামের সর্দ্দার মাসারার কাছে শিকারের সম্বন্ধে খোঁজ পাইব বলিয়া তাহার বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম, সে বেচারা রোগে পড়িয়া আছে। সে বলিল যে, এ অঞ্চল হইতে হাতীরা সব চলিয়া গিয়াছে। এখানে কাফ্রিরা নদী-স্রোতের মুখে এক প্রকার মাছ ধরিবার বাঁশের তৈয়ারী সরুমুখো টুক্রি দিয়া প্রচুর মাছ ধরিয়াছিল। এই তাজা মাছগুলি খাইতে খুবই

ভাল লাগিল। আমি অনেক মাছ সংগ্রহ করিয়া লবণ মাখিয়া শুকাইয়া লইলাম। এখানে শিকারও মিলিতেছিল।

পূর্ব্বে যে সিংহ দুইটির কথা বলিয়াছিলাম, তাহাদের হাত হইতে আমি যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে বাঁচিয়াছি, তাহা ঈশ্বরের একান্ত অনুগ্রহ বলিতে হইবে। একদিন কাফ্রি অনুচরদের কাছে সংবাদ পাইলাম যে, দুই তিন ক্রোশ দূরে নদীর ধারে একটা হস্তি-যূথ আসিয়াছে। ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ হইল। কয়েকজন কাফ্রি ভৃত্য লইয়া বন্দুক-হাতে সেই দিকে চলিলাম। কিন্তু সাত আট মাইল ছুটাছুটি করিয়া কোন লাভই হইল না। বেলা পড়িয়া আসিলে তাঁবুর দিকে ফিরিয়া চলিলাম। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে নদীর পাড়ে একটা ছোট জঙ্গল পার হইতেছি, এমন সময় কোথা হইতে সিংহ দু'টা আসিয়া হঠাৎ আমাকে তাড়া করিল। তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। সে যে কি বিপদ, তাহা আর বলিবার নহে। তাহারা ভীষণ বেগে ঘোড়ার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, ভয়ার্ত্ত ঘোড়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে! কাফ্রিরা ইহা দেখিতে পাইয়া হল্লা করিতে লাগিল এবং তাড়াতাড়ি আমরা সঙ্গে যে মশাল লইয়াছিলাম, তাহা জ্বালাইবামাত্র সিংহেরা ভয়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইতিমধ্যে আমরা তাঁবুতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

নদী খুব বড়, অত্যন্ত চওড়া, কিন্তু খুব গভীর নহে। তারপর নদীর বুকে দীর্ঘ নলবন। এমন দুর্ভেদ্য সে নলবন যে তাহার মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলা অসম্ভব। কাজেই, কি ভাবে নদী পার হইব, তাহাও একটা সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার এই অঞ্চলটি শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ। এ স্থান হইতে নমি হ্রদ প্রায় তের দিনের পথ—যদি গরুর গাড়ীতে যাওয়া যায়। আর ঘোড়ায় চড়িয়া গেলে পাঁচ ছয় দিনেই পৌঁছানো যায়। দূর যে খুব বেশি তা নয়, কিন্তু বালুকাকীর্ণ এই পথে গরুর গাড়ী চলাই যে কঠিন! গভীর বালির উপর দিয়া গাড়ী টানিতে ষাঁড়ের প্রাণান্ত হয়। এখানে আমাদের জলের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু মশার উপদ্রব এত বেশি যে, রাত্রিতে কাহার সাধ্য ঘুমায়!

আফ্রিকার ন্যায় শিকার করিবার জায়গা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না জানি না। কিন্তু এমন বালুকাকীর্ণ মরুভূমি, এমন তৃণগুল্মবিহীন মরু-প্রান্তর, এমন প্রখর রৌদ্রতেজ

আর কোথাও আছে কি? দিনে যেমন প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ চারিদিক ঝলসিত করে, তেমনি আবার রাত্রিকালে দারুণ শীত। সকালবেলা কম্বল ফেলিয়া উঠা বড় সহজ নহে। সত্য কথা বলিতে কি, এদেশের কোন কোন স্থান মনুষ্যবাসের অযোগ্য।

কাল অনেকটা দূরে কতকগুলি হাতী চরিতে দেখিয়াছিলাম। সেই যূথে হস্তী ও হস্তিনী দুই-ই ছিল। আমি ও মিঃ জন্ পরের দিন সকালবেলা ঐ হস্তি-যূথ নদীর জল পান করিতে আসিয়াছিল কি না, তাহার খোঁজে বাহির হইলাম। কিন্তু আমাদের কাছাকাছি কোথাও জলে নামিয়াছিল বলিয়া মনে হইল না। এখানে মহিষ, জিরাফ এবং গণ্ডারের অভাব ছিল না। কি কাফ্রি, কি হোটেনটোট সকলেই হস্তী শিকার করিতে চাহে। আজ কাল ইহারাও হস্তিদন্তের ও হাড়ের যে একটা মূল্য আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। আজ কাফ্রিদের সঙ্গে মিলিয়া নদীর জলে মাছ ধরিলাম। কাছাকাছি দু' চারিটা বুনো মহিষ দেখিয়াও গুলি করিলাম না, পাছে হাতীগুলি ভড়কাইয়া যায়।

পরের দিন রবিবার সকাল বেলা সবেমাত্র এক পেয়ালা কাফি খাইয়াছি, এমন সময় আমার কাফ্রি অনুচরেরা দলে দলে আসিয়া তাঁবুর পাশে বসিল। আমি রবিবার দিন কখনও শিকারে বাহির হই না। তাই ভাবিলাম, বোধ হয় ইহাদের কোনও কথা বলিবার আছে। আমার গাড়োয়ান রাফলার দলের মুখপাত্র হইয়া বলিল,—"আমি বাড়ী যাইব। আমাকে ছুটি দিন্।" আমি বলিলাম,—"বেশ।" আমার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দলের সকলে ঐ এক কথাই বলিল এবং তাহারা বন্দুক, বারুদ, গুলি ইত্যাদি সব আমাকে ফিরাইয়া দিল। গাড়োয়ানটাও চাবুক এবং অন্যান্য গাড়ীর সাজ-সরঞ্জাম সব ফিরাইয়া দিয়া তাহাদের বেতন চুকাইয়া দিতে বলিল। আমি বলিলাম, তাহাদিগকে পাওনার অপেক্ষাও বেশি টাকা আগাম দিয়াছি। একথার উপর আর একটি কথাও না বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। আমার সঙ্গে রহিল মাত্র দুই জন অনুচর—মাতাকিট্ এবং ইনিওয়ান্। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমরা ত পথে কাটা পড়িবই, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও মাসারা বা মাকুবাসের লোকেরা কাটিয়া ফেলিবে।

কেন লোকগুলি এমন করিয়া পলাইয়া গেল, কারণটা কি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। খানিকক্ষণ ভাবিয়া ঐ লোকগুলির অনুসরণ করাই ঠিক্ করিলাম এবং

তৎক্ষণাৎ মাতাকিট্ ও ইনিওয়ান্‌কে লইয়া রওয়ানা হইলাম। আমরা ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলাম, কিন্তু কোথায় তাহারা? খানিক পরে মাতাকিট্ ও ইনিওয়ান্ আমাকে একটা জঙ্গলের ধারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহাদের খোঁজে ছুটিল। আমি তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। সূর্য্যের তেজ প্রখর হইয়া আসিল। বালুকারাশি তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় তাহারা? আমি তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিবার জন্য পুনঃপুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনও সাড়া মিলিল না। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাহারা জোট করিয়াই পলাইল। এখন আমি একা—সম্পূর্ণ একা এই নির্জ্জন প্রদেশে।

আমি তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে ফিরিয়া আসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। সারাটা পথ পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছিলাম। আসিয়াই আগুন জ্বালিয়া চায়ের কেৎলিটা বসাইয়া দিলাম। হুকুম করিয়া কাজ আদায় করা এবং নিজের হাতে সে কাজ করার মধ্যে যে কত বড় অসুবিধা, আজ তাহা বুঝিলাম। হতভাগারা বাসন-পত্রগুলি পর্য্যন্ত মাজিয়া ঘষিয়া যায় নাই। কাজেই, সেগুলি সব নিজের হাতে পরিষ্কার করিলাম। আমি নিজের নিঃসঙ্গ অবস্থাটা উপলব্ধি করিতেছিলাম। মরুভূমির বুকে একা, সঙ্গে কুড়িটা গাই-বলদ, তারপর এ অঞ্চলের মাকাতালা ভাষাও জানি না। রাতটা যে কি ভাবে কাটাইলাম, তাহা বর্ণনাতীত। মনে হইতেছিল এই বুঝি মাতাকিট্ এবং ইনিওয়ান্ ফিরিয়া আসিতেছে। আমি বুঝিলাম যে, দুষ্ট গাড়োয়ানটাই দলের সকলকে বুঝাইয়াছে যে, আমরা সকলে পথে মারা পড়িব। কোন রকমে দুশ্চিন্তায় ও অনিদ্রায় নানা অশান্তির ভিতর দিয়া রাত্রি কাটিল। স্থির করিলাম, হয় মরিব, তবু সব ছাড়িয়া দিয়া নদীর পাড় ধরিয়া নমি হ্রদের নিকট যাইব। এদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আমার পাঁচটি ঘোড়াও নাই!

সকালবেলা নদী হইতে জল তুলিয়া আনিলাম এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিয়া কাফি তৈয়ারী করিয়া পান করিলাম। গাই ও বলদগুলিকে ছাড়িয়া দিলাম। এমন সময় নদীর দিক্ হইতে কতকগুলি কাফ্রির গলা শুনিতে পাইলাম। হায়েনা যেমন অতি দূর হইতেও রক্তের গন্ধ পাইয়া ছুটিয়া আসে, কাফ্রিরাও তেমনি বন্দুকের আওয়াজ পাইলে ছুটিয়া আসে। আমি ক্যানোর মধ্যে কাফ্রিদের গলার আওয়াজ পাইয়াই দুই তিনবার

বন্দুকের আওয়াজ করিলাম। আর যায় কোথায়! তিন জন কাফ্রি আমার কাছে হাজির! কিন্তু কাফ্রি ভাষায় আমার কতটুকুই বা জ্ঞান। তাহারা আসিলে আকারইঙ্গিতে আমার অবস্থাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন ফলই হইল না। তাহারা খানিকক্ষণ চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া 'নও' মানে 'না' বলিয়া চলিয়া গেল। আমি নিরাশ হইয়া পড়িলাম। খানিকক্ষণ পরে একটা কৃষ্ণসার মৃগ শিকার করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম।

বিপদে পড়িলে নিরাশ হইতে নাই। যত বড় বিপদেই তুমি পড় না কেন, দেখিবে, কোথা হইতে যেন দয়াময় ভগবান্ আসিয়া তোমাকে সে বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেছেন। আমি ষাঁড়গুলি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সেগুলি কোথায় কোন্ দিকে চরিতেছে, তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। এইভাবে নদীর পাড়ে দুই তিন মাইল পথ আসিয়া দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি বামাঙ্গওয়াতোস্ জাতীয় পুরুষ, স্ত্রীলোক বালক এবং কুকুর একটা মৃত হরিণের মাংস সংগ্রহ করিবার জন্য জড় হইয়াছে। ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আমার মনে যে কি আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনাতীত। আমি দলের সর্দ্দারের সহিত মহা আনন্দে করমর্দ্দন করিলাম। ঐ লোকটা সামান্য ওলন্দাজ ভাষা জানিত। সে আমার কাছে মাংস চাহিল। আমি ভাবিলাম, সকালবেলা কৃষ্ণসার মৃগটা শিকার করিয়াছিলাম, তাই রক্ষা। লোকগুলো মহা আনন্দে আমার সঙ্গে আসিল এবং কৃষ্ণসার মৃগটাকে পাইয়া অত্যন্ত খুসী হইল। তাহারা বলিল যে, এখান হইতে বরাবর মাঙ্গওয়াতোর দিকে যাইতেছে। আমি যদি সেই দিকে যাই, তাহা হইলে তাহারা আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে। এই সাহায্যের বিনিময়ে তাহারা আমার কাছে কিছু বারুদ, লাঙ্গল, কোদাল এ সকল চায়। আমার মন এখন আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল, কাজেই তাহাতেই রাজী হইলাম। আমিও ইহাদের সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া নমি হ্রদের দিকে যাওয়াই স্থির করিলাম। সেখানে মিঃ উইলসন নামে একজন ইংরেজ থাকিতেন। তাঁহার ওখানে পৌঁছিয়া সেখান হইতে ওয়ালবিস্ প্রণালীতে যাইব বলিয়া মনে মনে স্থির করিতেছিলাম।

আমি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঐ লোকদের সহিত গল্প করিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, কে একটা লোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমার গাড়ীর ভিতর যাইয়া ঢুকিল! লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আর কেহই নয়—ইনিওয়ান্, লোকটার পায়ে ঘা হইয়াছে এবং

অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাকে ও তাহার পশ্চাতে মাতাকিট্‌কে দেখিতে পাইয়া আনন্দের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিলাম। খানিক পরেই পাঁচটা ঘোড়া লইয়া আমার গাড়োয়ান এবং দলের সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমার এই ঘোড়া কয়টি কোথায় গিয়াছিল। আমি এতটুকু রাগ করিলাম না। অসীম ধৈর্য্যের সহিত মাতাকিটের নিকট সব কথা শুনিলাম। তাহাদের পলাইবার কারণ এই যে, তাহারা আমার কাছে দুই মাসের আগাম বেতন চাহিতে আসিয়াছিল, আমার নিকট হইতে বেতন না পাওয়ায় তাহারা প্রতিশোধ স্বরূপ পাঁচটা ঘোড়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে মাতাকিট্ ও ইনিওয়ান্ তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। আমি বলিলাম, যদি তাহারা শান্তভাবে কাজ করে, তাহা হইলে আমি তাহাদের কোন অভাবই অপূর্ণ রাখিব না। তাহারা শান্ত হইল। সেদিন সকলে মনের আনন্দে ভোজ খাইলাম।

আমাদের আবার পথ চলা সুরু হইল। কি আর করিব। একটা নদী সাঁতরাইয়া পার হইলাম। এই নদীটাতে ভয়ানক কুমীর ছিল, সৌভাগ্যবশতঃ কোন বিপদ ঘটে নাই। আমাদের লক্ষ্য নমি হ্রদ। সকালবেলা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলিতাম। কি ভুলই না করিয়াছি। আমার কম্পাস্‌টি ও দূরবীণটি এইবার আসিবার সময় ফেলিয়া আসিয়াছিলাম।

আমি এক দিন ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করিতে গিয়া একটা বুনো মহিষকে গুলি করিয়াছিলাম। আহত মহিষটা আমাকে এত জোরে তাড়া করিয়াছিল যে, আমি ঘোড়া ছুটাইয়া বহুদূর গিয়া একটা গাছে চড়িয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলাম। গাছে চড়িতে যাইয়া আমার পায়ের অনেক জায়গা কাটিয়া গিয়াছিল। আমার বরাত ভাল যে, বন্দুকটা সঙ্গে করিয়াই গাছে উঠিতে পারিয়াছিলাম। নতুবা আমাকে হয়ত দুই তিন দিন ঐ গাছের উপরেই থাকিতে হইত।
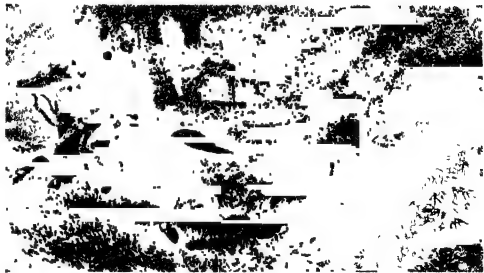
বুনো মহিষ তাড়া করিল

পরের দিন সংবাদ পাইলাম যে, হাতীর পাল দেখা গিয়াছে। মাসারার লোকেরা আসিয়া বলিল যে, কাল রাত্রিতে এই নদীতে উহারা জলপান করিয়াছে। আমরা ক্যানোর সাহায্যে ঘোড়াগুলিকে নদী পার করাইলাম। নদীর প্রশস্ততা এখানে প্রায় তিনশত গজ হইবে। জল স্বাদু ও নির্ম্মল। মরুপ্রান্তরে এইরূপ শীতল সলিলপূর্ণ নদীর সাক্ষাৎ পাওয়া পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

আমরা নদী পার হইলাম। নদীর এই পাড়ে ভীষণ জঙ্গল। এই জঙ্গল এত দুর্ভেদ্য যে, গাছের গায়ে গাছ, তার পরে গাছ—এইভাবে বিস্তৃত দুর্গম বনভূমি অতি দূর দিগন্তে যাইয়া মিশিয়াছে। বনের নিম্নভাগটা কাঁটা ও গুল্মে আবৃত, ঝোপ-ঝাড়, এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, সে-পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। মাসারের লোকদিগকেও আমরা মাসারই বলিব। মাসারেরা সেই ঝোপ-ঝাড় ও কাঁটা-বনের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিল। আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। খানিক দূর যাইয়া মনে হইল, যেন আমরা হস্তি-যূথের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি। আমি তাড়াতাড়ি আমার কাফ্রি ভৃত্যের হাত হইতে বন্দুকটা লইলাম। আমার সঙ্গে পাঁচজন কাফ্রিও বন্দুক লইয়া প্রস্তুত ছিল। এমন সময়ে পেছনে একটা বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখি, আমাদের পশ্চাতে বনের অন্তরালে প্রকাণ্ড এক হস্তি-যূথ। দলে প্রায় পঞ্চাশটি হইবে। হস্তী, হস্তিনী, শাবক—সব লইয়া ইহার কম হইবে না। আমরা গুলি করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাদের গায়ে লাগিল না। দেখিতে দেখিতে তাহারা বনের মধ্যে মিলাইয়া গেল। কাজেই, আজ আর হাতী শিকার করা সম্ভব হইবে না বলিয়া ফিরিয়া চলিলাম। পথে একটা বন্য মহিষ শিকার করিয়াছিলাম। আজ নদীর কিনারায় তাঁবু ফেলিলাম। মাসারা ও মাকুবেরা মনের আনন্দে মহিষের মাংস খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিল।

পরের দিন আমরা নদীর পাড়ে একটা কাঁটা বন ও ঘনবিন্যস্ত জঙ্গলের মধ্যে দশ বারটা হাতী দেখিলাম। হাতীগুলি নদীর দিকে যাইতেছিল। আমি তাহাদের পেছনে যাইয়া যে হস্তীটি দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম। গুলি খাইয়াই হাতীটা রুখিয়া দাঁড়াইল। তাহার সেই ভীষণ আর্ত্তনাদে আমার কুকুরগুলি প্রাণের ভয়ে ঘোড়ার দিকে ছুটিয়া আসিল। এদিকে হাতীটা শুঁড় উঁচু করিয়া আমার

ঘোড়ার কাছাকাছি আসিয়া পড়িল, আর একটু হইলেই আমাকে নাগাল পায় আর কি ? আমি তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়া ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। আমার গায়ের রক্ত যেন একেবারে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। কাঁটার ঘায়ে আমার জামা, এমন কি, ছাগলের চামড়ার তৈয়ারী পাজামা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া গিয়াছিল এবং শরীরের নানাস্থান হইতে রক্ত বাহির হইতেছিল। আমি হাতীটাকে নিশানা করিয়া পর পর আরও দুইটি গুলি ছুঁড়িলাম। কিন্তু ফলকিছু হইল বলিয়া মনে হইল না। কেননা, হাতীটা গর্জ্জন করিতে করিতে গভীর বনের দিকে যাইতে লাগিল।

এই হাতীর সুবৃহৎ দন্ত দুইটির উপর আমার এমন লোভ হইয়াছিল যে, আমি নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও তাহার পিছু ছুটিলাম। খানিক পরে হাতীটার গতি শিথিল হইয়া আসিল। আমার মনে হয়, আমার নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাত একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। এসময়ে হাতীটা একটা জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া লুকাইয়াছিল। আমি আবার তাহার মাথার দিকে লক্ষ্য করিয়া দুইটা গুলি ছুঁড়িলাম। একটা গুলি তাহার কপালের ঠিক মাঝখানে লাগিয়াছিল। পাখার মত বৃহৎ কাণ দুইটি খাড়া করিয়া হাতীটা ক্রমশঃ পিছু হাটিতে লাগিল। আমি হাতীটাকে

অতি বেগে তাঁবুর দিকে ঘোড়া ছুটাইলাম

চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার একটি গুলি করিলাম। হাতীটা শুঁড় দিয়া একটা গাছের গুঁড়ি তুলিয়া করুণ আর্ত্তনাদে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া এত বেগে ছুটিয়া আসিল যে, আমি আর এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট না করিয়া অতি বেগে তাঁবুর

দিকে ঘোড়া ছুটাইলাম। আমার দলে এইবার কয়েকজন হোটেনটোটও ছিল। ইহারা অত্যন্ত ধূর্ত্ত। তাহারা এদেশের সব অঞ্চলের লোকের ভাষাই জানে। কিন্তু এই লোকগুলা ভয়ানক অলস, মোটা বেতন পাইবার লোভ আছে যথেষ্ট, কিন্তু যে কোন কাজ করিতে বল, করিবে না ; উল্টা তোমার উপর হুকুম চালাইবে। কিন্তু আমি এখন বাধ্য হইয়াই ইহাদের হাতের মুঠোর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। কেননা, এদিকের পথ-ঘাট এই লোকগুলা বেশ ভালভাবেই জানে।

আমি তাহাদের কথার উপর বড় বেশি নির্ভর করিতাম না। কারণ, ইহারা বাগে পাইলে সহজেই বিপদে ফেলিতে পারে। এজন্য আমি পথের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেছিলাম। আমরা এপর্য্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আসিয়াছি—এইবার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যাইব স্থির করিলাম। সূর্য্যদেবই ছিলেন আমার প্রকৃত পথ-প্রদর্শক।

এই পথে আমি দুইটি ঘোড়ার বিনিময়ে একজন কাফ্রি সর্দ্দারের নিকট হইতে তেরটি হাতীর দাঁত পাইয়াছিলাম। কমপক্ষেও এই তেরটি দাঁতের দাম হাজার টাকা হইবে।

১৫ই জুলাই—লেচুলাতেবের দেশ, নমি হ্রদ। আজ নমি হ্রদের তীরে আসিলাম। এই দেশটি সমতল। এমন অস্বাস্থ্যকর স্থান পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা, জানি না। হ্রদের পাড়ে নলবন। একটু নিরাপদ ও নিভৃত স্থানে তাঁবু ফেলিলাম। এ অঞ্চলে সেট্‌সি (Tsetse) মাছির উপদ্রব খুব বেশী। হ্রদের তীরে তীরে শ্যামল বনানী। আমি এদেশের লোকের কাছে শুনিলাম যে, তিন দিনের কমে এ হ্রদের এপার হইতে ওপারে যাওয়া যায় না। আমি চেষ্টা করিয়াও একখানা 'ক্যানো' যোগাড় করিতে পারিলাম না। তাহারা বলিল যে, হ্রদের জলে সামান্য বাতাসেই ভয়ানক ঢেউ উঠে, তখন ক্যানোগুলি ডুবিয়া যায় ; এই ভাবে অনেকবার অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

হ্রদের দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের উপর দিয়া ওয়ালভিস্ প্রণালীর (Walvish Bay) পথ চলিয়া গিয়াছে। এখানকার কোন কোন পাহাড় উঁচু। সেই সব পাহাড়ের উপর লেকুলাতেবদের বাড়ী-ঘর। ইহাদের সঙ্গে সেবিতুনের কাফ্রিদের ঝগড়া বাধিয়াই আছে। গরু-বাছুরই ইহাদের প্রধান সম্পত্তি। কাজেই, ঝগড়াটাও সেই গরু-বাছুর লইয়াই হইয়া থাকে।

আমি নমি হ্রদের মাত্র একটা দিক্ দেখিয়াছিলাম। এই হ্রদ দেখিয়া আমার কি জানি কেন খুব আনন্দ হয় নাই। এখানকার সর্দ্দার সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। লোকটি মিষ্টভাষী, কিন্তু ভয়ানক চতুর। আমি দোভাষীর সাহায্যে তাহার নিকট হইতে এ অঞ্চলের অনেক সংবাদ জানিতে পারিলাম। এই সর্দ্দার আমার সঙ্গে বেশ মিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিল এবং যখন যাহা বলিতাম, তাহাই করিত বটে, কিন্তু এমন লোভী লোক বড় কমই দেখা যায়। তাহার কাছ হইতে যদি কোন জিনিস পাইতে চাও, তাহা হইলে সে এমন দাম হাঁকিয়া বসিবে যে, অবাক্ হইতে হয়। লোকটা খুবই চতুর ও চালাক। সর্দ্দারের বয়স খুব বেশি নয়—যুবক বলিলেই হয়। তাহার কাছে কয়েকটি বন্দুকও দেখিলাম। সে শিকারেও দক্ষ। অনেক হাতী সে নিজে গুলি করিয়া মারিয়াছে।

একদিন সে আমাকে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। পাহাড়ের উপর তাহার গ্রাম। তাহার বাড়ীর পাশে খোলা মাঠে আমরা খাইতে বসিলাম। কাফ্রি মেয়েরা খাদ্যদ্রব্য সব আনিয়া দিল। খাবার পাত্রটি দিবার সময় তাহারা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাদের রীতি অনুযায়ী নমস্কার করিয়া খাবার দিত। ইহারা কাপড় পরে না—ছাগলের চামড়ায় তৈয়ারী পোষাকই বেশির ভাগ পরে। সকলের দেহই সুস্থ ও সবল। তাহাদের পা, হাত, গলা ও কোমরে পুঁতির মালা, কাঁসা ও পিতলের তৈয়ারী অলঙ্কার, হাতীর দাঁতের চুড়ী, এইরূপ নানা অলঙ্কার দেখিলাম। ইহাদের হাত-পাগুলি খুব ছোট ছোট। তাহাদের দাঁত, মুখ, ও চক্ষু অতি বিশ্রী।

লোকে বলে পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ নাই। সে কথা বোধ হয় কাফ্রি সর্দ্দারদের সম্বন্ধে খাটে না। কাফ্রি সর্দ্দারের অসাধারণ ক্ষমতা। তাহার খেয়াল, তাহার ইচ্ছাই হইতেছে—বিধি। তাহার কোন আদেশের প্রতিবাদ করিবে কে? যাহাকে ইচ্ছা সে মারিয়া ফেলিতে পারে, যত ইচ্ছা সে বিবাহ করিতে পারে। আবার ইচ্ছা করিলে একদিন এক মুহূর্ত্তে সে তাহাদের মাথা কাটিয়াও ফেলিতে পারে। শিশুর ন্যায় তাহার আবদার, লোভ ও ইচ্ছা এবং খেয়াল মানিবার জন্য হাজার হাজার অধীনস্থ কাফ্রি সর্ব্বদা প্রস্তুত। সে বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে হাতীর দাঁত, পাখীর পালক প্রভৃতির বিনিময়ে নানা প্রকারের বিলাস দ্রব্য সংগ্রহ করে।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে প্রধান ছিল জিরাফের 'রোষ্ট'। মাংসগুলি সে চর্ব্বির মধ্যে যেন সাঁতরাইতেছিল আর কি! একটা কথা বলা দরকার—অন্যের কাছে কিরূপ লাগিতে পারে তাহা বলিতে পারি না, আমার কাছে কিন্তু কাফ্রিদের এই খাওয়া নেহাৎ মন্দ লাগে নাই। তার পর জিনিস-পত্রগুলি এবং বাসন-কোসম খুবই পরিষ্কার। আর খাবার সময় কাফ্রি মেয়েরা শেয়ালের ল্যাজ দিয়া মাছি তাড়াইতেছিল।

কাফ্রি মেয়েরা শেয়ালের ল্যাজ দিয়া মাছি তাড়াইতেছিল।

আমি এই সাদর নিমন্ত্রণের জন্য এবং বন্ধুত্বের পরিচয় স্বরূপ সর্দ্দারের সহিত টুপি বদল করিলাম। লোকটা এমন নির্লজ্জ আমার নিকট হইতে কিছু চা চাহিয়া লইল। এই সর্দ্দারের নাম ছিল মাকুবা।

এখান হইতে ওয়ালবিশ প্রণালীর দিকে ফিরিয়া চলিলাম। আমরা খানিক দূরে আসিয়াই একটি নদী পাইলাম। একমাত্র নদীর জলই ইহারা পানীয়-রূপে ব্যবহার করে। এ অঞ্চলে বৃষ্টি বড় কম হয়। আমরা নদীর কিনারা দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথে একদল কাফ্রির সহিত দেখা হইল। তাহারা খাদে ফেলিয়া একটা প্রকাণ্ড হাতী শিকার করিয়াছে সেজন্য খুব হল্লা করিতেছিল। তাহাদের দলে দুই জন 'বুশম্যান্'ও ছিল।

ফাঁদ পাতিয়া হাতী শিকার করিতে এ অঞ্চলের কাফ্রিরা খুব দক্ষ। মাটির ভিতর গভীর গর্ত্ত করিয়া, তাহার উপর নল ও অন্যান্য ঘাসপাতা সাজাইয়া, এমনভাবে মাটি চাপা দিয়া ফাঁদ তৈয়ারী করে যে কার সাধ্য উহা ধরে। হাতীর ন্যায় চতুর জানোয়ারও এই ফাঁদ বুঝিতে না পারিয়া খাদে পড়িয়া যায়। কাফ্রিরা বলিল যে, এদেশে হাতী শিকার খুব

বেশি পাওয়া যায়। হাতী শিকার করিতে বুশম্যান, মাসার, কাফ্রি প্রভৃতিরা সদাসর্ব্বদাই এদিকে আসে। এই সব শিকারীদিগকে ওয়ালবিশ প্রণালীর নিকটবর্ত্তী ঔপনিবেশিকেরা বন্দুক, গোলা, বারুদ প্রভৃতি শিকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করেন।

আমরা কিন্তু যতই অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই যেন দুঃখের দিন নিকটে ঘনাইয়া আসিতেছিল। আমাদের খাদ্যদ্রব্যাদি কমিয়া আসিতেছিল। তবে মাঝে মাঝে হরিণ, মহিষ প্রভৃতি শিকার জুটিতেছিল বলিয়া মাংসের অভাব হয় নাই। আমরা এই ভাবে মাচিন্ নামক স্থান হইতে তিন দিনের পথ দূরে রহিয়াছি। মাচিন্ নামক স্থানে বামন গোয়াতোস্ সর্দ্দার বাস করে। এ সময়টাতে কালাহরি মরুভূমি (Kalahari Desert) উত্তীর্ণ হওয়া ভয়ানক ক্লেশকর। বৎসরের মধ্যে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে নাই। যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই জলের অভাব হইতেছে। নদী শুকাইয়া মরুপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। কোদাল দিয়া বালি খুঁড়িয়া অতি সামান্য পরিমাণে জল পাওয়া যাইতেছে। কখনও বা তাহাও পাওয়া যাইতেছে না। যে জল পাওয়া যায় তাহাও পানের অযোগ্য। দিনের বেলা পথ চলা কঠিন। রাত্রিবেলা আকাশও যেমন নীল ও নির্ম্মল, তেমনি চাঁদের রজতশুভ্র জ্যোৎস্নাও মনোরম। তারপর রাত্রিতে মরুভূমির বাতাসও থাকে অতি শীতল ও মধুর। আমরা সারা রাত্রি পথ চলিতাম। দিনের বেলা মরুভূমির মধ্যস্থিত কোনও পাহাড়ের ছায়ায় বা গুহায় সময় কাটাইতাম। একবার আমরা কোথাও পানীয় জল সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সে সময়ে আমি আশ্চর্য্যভাবে জলের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

রাত্রিতে পথ চলিয়াছি। ঘোড়াগুলি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, পথ চলিতে পারিতেছিল না। কাজেই আমি জলের সন্ধানে ঘোড়ায় চড়িয়া এদিকে ওদিকে ছুটিতে-ছিলাম। অতি কষ্টে অনেকটা পথ আসিয়াছি, এমন সময় অতি দূরে কাল কাল কি যেন আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম বোধ হয় উট পাখী হইবে, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাছে যাইয়া দেখিলাম, দুইটি মাসারা স্ত্রীলোক কতকগুলো উট পাখীর ডিমের খোলা (Egg-shells) লইয়া জল সংগ্রহ করিতে চলিয়াছে। তাহাদের দেখিতে পাইয়া যে কি আনন্দ হইল তাহা আর বলিবার নয়। তাহারা আমাকে একটা পাহাড়ের মধ্যে লইয়া গেল। সেখানে আমরা অনেকটা জল পাইলাম। এখানে কি করিয়া জল আসিল তাহা

আশ্চর্য্য বটে। আমার মনে হইল এখানে কোনও উৎস আছে এবং সেই উৎস মুখ হইতেই জল নির্গত হইতেছে। এই জল পান করিয়া এবং পশুদের খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

আমরা এই পথে যে কিরূপ কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। এ পথে শিকার নাই, জল নাই, ধূ-ধূ করে বালুকারাশি। মরুভূমি বলিতে অনেকে মনে করেন যে বালুকাকীর্ণ সমতল ভূমি, কিন্তু তাহা নহে। মরুভূমির সর্ব্বত্র সমতল নহে। কোথাও বালিয়াড়ি, কোথাও শিলাকীর্ণ পর্ব্বত, কোথাও গভীর অসমতল নিম্নভূমি, কোথাও কণ্টকগুল্ম, কোথাও সামান্য তৃণটি পর্য্যন্ত নাই। এদিকে খাদ্যদ্রব্যের অনটন, ওদিকে জলের অভাব। সঙ্গের লোকজন এবং পশুগুলির খাদ্য সংগ্রহ ও জল সংগ্রহের চেষ্টায় অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ, আমার দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

এইভাবে এক সপ্তাহ কাল মরুপথে চলিতে চলিতে অবশেষে দূরে দূরে একটু একটু সবুজশ্রী দেখিতে পাইতেছিলাম। একদিন বুঝিতে পারিলাম যে, আট দশ ঘণ্টা পথ অতিক্রম করিলেই একটি গ্রামের কাছে যাইয়া পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু এ পথ ছিল অতি বড় বিশ্রী ঘন ঘন লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা। এইরূপ ঘাসে ঢাকা বিপথ দিয়া কিরূপে গাড়ীই বা চলিতে পারে, আর মানুষই বা যাইবে কিরূপে? আমি পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া ঘাসের মধ্যে আগুন ধরাইয়া দিলাম। নিজের হাতে নিজের সর্ব্বনাশ করিলাম। শুকনো ঘাস দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। তখন

শুকনো ঘাস দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল

জোরে বাতাস বহিতেছিল, কাজেই আগুন লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া আমাদের গাড়ী ঘোড়া, লোকজন সব যেন গ্রাস করিতে আসিতে লাগিল। সেই ক্ষুধিত আগুন নিবাইবার জন্য আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি বালি ফেলিতে লাগিলাম। জল কোথায় পাইব যে জল ঢালিয়া আগুন নিবাইব! কোনরূপে আগুনের হাত হইতে বাঁচিয়া অবশেষে মিঃ শেকেলের কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া জলের অভাব ও খাদ্যের অভাব দুই-ই দূর হইল! আঃ! প্রাণে বাঁচিলাম।

একটা বিষয়ের উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। আমার এখানে আসিয়া পৌঁছিবার মাত্র দেড় মাস পূর্ব্বে ছয় জন জারমেণ মিশনারী (খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক) এখানে আসেন। তাঁহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে সামান্য কাঠ ও খুঁটি দিয়া একখানি অতি সুন্দর বাংলো নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে পাঁচটি বেশ বড় বড় ঘর আছে, চওড়া বারান্দা আছে। সাজ-সজ্জা সমুদয়ই চমৎকার। ইঁহারা সকলেই সুদক্ষ কারিগর। দিবারাত্রি সমানভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, আবার যে টুকু অবসর পাইতেছেন, সে সময়ে বেচুয়ানা ভাষা শিখিতেছেন। এই ছয়টি মিশনারী যুবক যেমন ভদ্র, তেমনি অতিথিবৎসল। আমি ইঁহাদের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এখানে তিন চারি দিন বিশ্রাম করিয়া একটু সুস্থ হইলাম। কালাহারি মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতে যে অনাহার-ক্লেশ, জলাভাব এবং শারীরিক ক্লেশ পাইয়াছি তাহা লিখিয়া বা বলিয়া বোঝান অসম্ভব।

আমি অবশেষে মুই নদীর তীরে আসিলাম। নেটাল রওয়ানা হইবার আগে এখানে কয়েক দিন থাকিয়া সুস্থ হইব বলিয়া তাঁবু ফেলিলাম। নদীর জলও যেমন নির্ম্মল, তেমনি স্থানটিও সুন্দর। দূরে নীল পর্ব্বতশ্রেণী। নিকটে যে দুই একটি পর্ব্বত রহিয়াছে, তাহাও সবুজ সুন্দর তরুলতা-শোভিত। নদীর পাড়ে যেখানে তাঁবু ফেলিয়াছিলাম, সেখানে কয়েকটি বড় বড় গাছ, শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া স্থানটিকে ছায়া-শীতল করিয়া রাখিয়াছিল। এখানে বেশ হরিণ শিকারও মিলিতেছিল। কিন্তু এদেশটি দরিদ্রের দেশ। এই বৎসর বৃষ্টি না হওয়ায় কোন ফসল ফলে নাই। হতভাগ্য কাফ্রিদের অনেকেই এইবার অনাহারে প্রাণ হারাইবে বলিয়া অন্তরে ব্যথিত হইয়াছিলাম।

নবম অধ্যায়

হায়েনার বাহাদুরি

আট মাস কাল নেটালে থাকিবার পর, আবার দক্ষিণ আফ্রিকার অতি দূরতম প্রদেশে শিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এইবার কি ভৃত্য, কি কাফ্রি অনুচর, কি গাড়ী, ঘোড়া ও বলদ সব কিছু সংগ্রহই বেশ নিপুণতার সহিত করিয়াছিলাম। বাষ্টার্ড, র‍্যাক্সেটা নামে দুই জন ভাল হাতী-শিকারী সঙ্গে লইয়াছিলাম। আমার পূর্ব্ব অনুচরদের মধ্যে মাতাকিট্, ইনিওয়ান্ এবং ফাঙ্গা ছিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে এত দিন চলাফেরা করার দরুণ, ইহাদের প্রতি আমার বিশ্বাসও যেমন ছিল, তেমনি ইহাদের উপর আমি বহু বিষয়েই নির্ভর করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

২রা জুন (১৮৫৯ খ্রীঃ অঃ)—আমরা বামাংওয়াটো রাজ্যে আসিলাম। এখানে কিছু ব্যবসা করা গেল। কিছু হাতীর দাঁত, কয়েকটি ভেড়া ও ছাগল সংগ্রহ করিয়া লইলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, এ অঞ্চলের সর্দ্দারদের মধ্যে পরস্পরের যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এজন্য এখানকার সর্দ্দার আমাদিগকে তাড়াতাড়ি তাহার দেশ ছাড়িয়া যাইতে উপদেশ দিল।

কাল রাত্রিতে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার হাত হইতে বাঁচিয়াছি। আমার তাঁবুর অল্প দূরে একটি সুন্দর ঝরণা ছিল, আমি সেখানে স্নান করিতে গিয়াছি, সেই সুযোগে দুই জন কাফ্রি আমার গাড়ী হইতে তামাক আনিতে যায়, সেখানে আমার বিছানার নীচে দুইটি ভরা বন্দুক ছিল, তাহারা তাহা জানিত না। যেরূপেই হউক, সেই বন্দুক দুইটি ছুটিয়া যাইয়া গাড়ীর চাল ভেদ করিয়া গিয়াছিল। খুব সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

আমরা এইবার কোন্ দিকে অগ্রসর হইব, তাহা লইয়া কাফ্রি ও হোটেনটোটদের মধ্যে কলহ বাধিয়া গেল। হোটেনটোটেরা নমি হ্রদের দিকে যাইতে চাহিল, কিন্তু কাফ্রিরা তাহাতে রাজি হইতেছিল না। আমরা শেষটায় স্থির করিলাম যে, যে সব দেশের সর্দ্দারদের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদের কথা চলিতেছে আমরা সে সব দেশের দিক্ দিয়া যাইব না—নিরাপদ স্থান দিয়াই অগ্রসর হইব। এই কথাতে আর কেহ কোনও আপত্তি করিল না।

এইভাবে হ্রদের দিকের পথ ছাড়িয়া দিয়া মাশোয়ের পথ ধরিলাম। এই পথের একটি স্থানের কথা আমি বলিতেছি, এমন সুন্দর স্থান বড় একটা দেখি নাই। ছোট একটি শ্যামল পাহাড়। বোধ হয় ৭০০।৮০০ ফিটের বেশী উঁচু হইবে না। পাহাড়ের গা হইতে একটি ঝরণা নামিয়া আসিয়াছে, রূপার মত শাদা তার জল, আর এমন স্বচ্ছ ও সুপেয় যে, আমরা আঁজলা ভরিয়া পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। এখানকার দৃশ্য ঠিক্ যেন সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশের দৃশ্যের মত। আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগের কোথাও এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইব তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। এখানে এক প্রকার গাছ দেখিলাম, তাহাঁর এক একটির গোড়ার বেড় হইবে প্রায় ৬১ ফিট। এই গাছগুলির নাম কি জানি না, এর চেয়েও অনেক বেশি বড় বড় গাছ আছে। এইবার আমার দলে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ জন লোক আছে, কাজেই ইহাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার সব ভার আমার উপর। হোটেনটোট লোকগুলি এক একজন এক একটি রাক্ষস আর কি! যে খাদ্য তিন চারি দিন চলিতে পারে, সে খাদ্য তাহারা একদিনেই খাইয়া নিঃশেষ করে। কাজেই, শিকার না করিয়া আর উপায় কি? ইহাদের হজম শক্তিও অদ্ভুত বটে। এত মাংস, চর্ব্বি ও হাড় চিবাইয়াও তাহাদের কোনও পীড়া হয় না। এজন্য এই সুন্দর স্থানটিতে কয়েকদিন থাকিয়া

কয়েকটি হরিণ, মহিষ ও বন্যবৃষ শিকার করিয়া প্রচুর মাস সংগ্রহ করিয়া লইলাম। এখান হইতে 'কাবাল্লার' দিকে রওয়ানা হইলাম।

হায়রে ভ্রমণের নেশা, হায়রে শিকারের নেশা! একবার যাহাদিগকে এই দুইটিতে পায়, তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। তাহারা শত বিপদে পড়িলেও আবার বিপদের মুখে পড়িবার জন্য আকুল হইয়া উঠে। আমার পক্ষেও একথা খাটে। কতবার কত বিপদে পড়িলাম, তবু—তবু আবার সেই আকর্ষণ।

দুই দিন—আটচল্লিশ ঘণ্টা ক্রমাগত পথ চলিতেছি। এক বিন্দু জল পাই নাই। আর কি গভীর বালি। গাড়ীর চাকা বালির মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছে। বলদগুলি গাড়ী টানিতে না পারিয়া বালির মধ্যে শুইয়া পড়িতেছে। পিপাসায় তাহারা পাগলের মত হইয়াছে। একজন হোটেনটোট বলিল, এখান হইতে বার মাইল দূরে 'লেৎলোকি' নামক স্থানে একটি ঝরণা আছে, সেখানে জলের কোনও অভাব নাই। গরু, ঘোড়া, মানুষ সকলে তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। সারারাত্রি পথ চলিয়া অবশেষে আমরা 'লেৎলোকি'তে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমার হোটেনটোট অনুচরের কথা সত্য, এখানে প্রচুর জল পাওয়া গেল। গরু, বাছুর, ঘোড়া ও মানুষ সকলে আকণ্ঠ পুরিয়া জল পান করিলাম। এখানে শিকার ভাল মিলিবে কি না জানি না, তবে এখানে জলের জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। কাজেই, এখানে কয়েক দিন থাকা স্থির করিলাম। ঝরণাটি ক্ষীণ জলধারা বুকে লইয়া পাহাড়ের বুক হইতে নামিয়া আসিয়াছিল। লেৎলোকি গ্রামটিও মন্দ নহে। কাফ্রিদের অবস্থাও বেশ ভাল। প্রত্যেকের বাড়ীতেই গোলা বা মরাই আছে। মরাইগুলির গঠনও একটু বিচিত্র রকমের।

ঝরণাটির ধারা ক্ষীণ হইলেও অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হইবার জন্য জলের ক্লেশ নাই। এ গ্রামের কাফ্রিরা বলিল আমাদের গন্তব্য পথে অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে কোথাও নদী কিংবা জলাশয় নাই। কাজেই, আমাদের পক্ষে বৃষ্টি না নামিলে কখনও এই লোকালয় পরিত্যাগ করা ঠিক্ হইবে না। আমিও তাহাদের কথা খুব সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম এবং এখানেই থাকা স্থির করিলাম। এখানে শিকার মিলিবে বলিয়াও তাহারা ভরসা দিল।

আমরা এখানে আসিয়া তিন চারি দিন থাকিবার পর, কয়েকদিন খুব বৃষ্টি হইল। সে কি আনন্দ! ছেলেবেলা আকাশে কাল মেঘ দেখিলে যেমন আনন্দ হইত, উৎসাহে ব্যাকুল হইতাম, আজ শুধু একা আমি নহি, এ গ্রামের লোকেরা ও আমার দলের সকলে উৎসাহিত হইলাম। কাফ্রিরা ও হোটেনটোটেরা গান ধরিল তাহাদের ভাষায়। তার অর্থ এই :—

বিষ্টি এল—বিষ্টি এল—বিষ্টি এলরে!
কাল মেঘের উপর হ'তে কে জল ঢালেরে?
ঘন ঘন মেঘ ডাকে ভাই
বিদ্যুৎ চমকায়!
ঝমর্ ঝমর্ জলের আওয়াজ,
কে আজ ঘুমায়!
ওরে কে আজ ঘুমায়!

গরু, মোষ সব বাঁচল প্রাণে
বাঁচলরে গাছপালা!
মনের দুঃখ ঘুচলরে ভাই.
ভরল নদী-নালা!
চাষ করতে আজ যাবরে মাঠে
থাকৃব না আজ ঘরে,
বিষ্টি এল, বিষ্টি এল, বিষ্টি এলরে।
আজ বৃষ্টি এলরে!

তাহাদের গানেব ভাষায় কোন কবিত্ব ছিল না স্বীকার করি, কিন্তু তারা মনের আনন্দে তাহাদের ভাষায়, অদ্ভুত সুরে এমনভাবে গান গাহিতেছিল যে, আমিও তাহাদের সঙ্গে বর্ষার এই আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম।

এ দেশে বৃষ্টি হইলেই দারুণ শীত পড়ে। সে শীত একেবারে হাড় কখানা লইয়া নাড়াচাড়া করে। আমি বিশেষ সতর্কতা লওয়া সত্ত্বেও শীতের প্রকোপে চারিদিন জ্বরে

পড়িয়াছিলাম। আবার এদিকে আমাদের সঞ্চিত খাদ্যও ফুরাইয়া গিয়াছিল। কাজেই, শিকার না করিলে আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করিবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। আমি কি আর করিব! এতগুলি লোকের খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে ত! আমি একদিন একটা জিরাফের পাল হইতে তিনটি জিরাফ শিকার করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জিরাফ শিকার করা বড় কঠিন কাজ। আমি আর কখনও জিরাফ শিকার করিব না। আমার ঘোড়াটা বেগে ছুটিতে যাইয়া আমাকে লইয়া একেবারে মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল। আমার ও ঘোড়ার উভয়েরই খুব গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল।

একদিন রাত্রিতে আমার হোটেনটোট অনুচরেরা পলাইয়া গেল। কেন গেল, বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় খাদ্যলোভী হোটেনটোটেরা তাঁবুতে খাদ্যাভাব দেখিয়াই পলাইয়াছিল। এই বৃষ্টির জন্য এদেশের ফসল খুব ভাল হইবে বলিয়া এ অঞ্চলের কাফ্রিরা খুবই প্রফুল্ল হইয়াছিল।

আমাদের সঙ্গে একটি অনাথা কাফ্রি স্ত্রীলোক জুটিয়াছিল। তাহার বাড়ী মোস-লিকাৎসির দেশে। বেচারী অনাহারে পথে পথে ঘুরিয়াছে। আমাদের এই দলের সাক্ষাৎ পাইয়া সে খাইয়া বাঁচিতেছে। আমাদের বাসন মাজিয়া, জল আনিয়া, উনুন ধরাইয়া, বিছানা পরিষ্কার করিয়া নানাভাবে সে আমাদের উপকারে আসিতেছিল। সে কোথায় যাইবে, একথা জিজ্ঞাসা করায়, সে আমাকে বলিল যে, পৃথিবীতে তাহার কেহই নাই। কাজেই, আমরা যেখানে যাইব, সেও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

কাফ্রিদের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যাহা পায়, তাহাই পরম তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে। সাপের মাংসও যেমন প্রিয় খাদ্য, ব্যাঙের মাংসও তেমনি প্রিয়। হাতী, গণ্ডার ও অন্যান্য জীব-জন্তুর ত কথাই নাই। অনেক সময় পাখীগুলিকে জ্যান্ত অবস্থায়ই আগুনে ফেলিয়া একটু ঝল্‌সাইয়া লইয়া খাইয়া ফেলে। আমি কোন কাফ্রিকে কোন দিন পেটের পীড়ায় ভুগিতে শুনি নাই বা দেখি নাই।

এখানে প্রায় দশ বার দিন ছিলাম। দিনের বেলা অসহ্য উত্তাপ। এজন্য রাত্রিতে পথ চলিতাম। বুয়ারেরা কখনও তাহাদের ক্ষেত-খামার ছাড়িয়া হাতী শিকার করিতে কিংবা অন্য কোনরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে যায় না। কিন্তু কেহ ব্যবসায়ে লাভ করিলে বুয়ারেরা

হিংসা করিতেও ছাড়ে না। আমি প্রত্যেক বারই বহু পরিমাণে হাতীর দাঁত সংগ্রহ করিয়া লাভবান্ হইয়াছিলাম। এই কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের প্রত্যেকটি পয়সা যে কত বড় মূল্যবান্, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

তিন দিন পরে একটি কাফ্রি গ্রামে আসিলাম। এখানকার জারমেণ মিশনারীরা আমাদের প্রতি অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করিলেন। এখানে রুটি, আলু ও দেশী বিদেশী নানা প্রকারের শাক-সব্জী খাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। কাল রাত্রিতে একটা হায়েনা আসিয়া আমাদের তাঁবু হইতে একটা হৃষ্ট-পুষ্ট ছাগল লইয়া গিয়াছিল। ছাগলটার চীৎকারে কাফ্রিরা সব বর্ বর্ বর্ বর্ অর্থাৎ ধর্ ধর্ বলিয়া হল্লা করিয়া তাড়া করিয়াছিল, কিন্তু হায়েনা তাহার শিকার লইয়া ততক্ষণে পগার পার! একে অন্ধকার রাত্রি, তার পর এক দিকে বিস্তৃত প্রান্তর, অন্য দিকে গভীর বন, কাজেই হায়েনার পেছনে ছোটা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম কেমন করিয়া প্রায় এক মণ ওজনের একটা ছাগলকে হায়েনা মুখে করিয়া লইয়া গেল।

এইখান হইতে ডাল নদীর তীরে আসিলাম। এখানে দুইজন জারমেণ সওদাগরের কাছে, আমার সংগৃহীত হাতীর দাঁত ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। আশানুরূপ লাভ হইল না। যুদ্ধ হইবে বলিয়া একটা জনরব রটিয়া যাওয়ায় হাতীর দাঁতের দাম অনেক কমিয়া গিয়াছিল, তবু আমি যথেষ্ট লাভই করিয়াছিলাম, শুধু আশানুরূপ হয় নাই, একথা বলা যাইতে পারে।

বর্ষার দরুণ 'ডাল' নদী এখন কূলে কূলে পূর্ণ হইয়াছিল। তার পর বৃষ্টিও আরম্ভ হইয়াছিল। শুনিলাম যে, এদিকের সব নদীই বর্ষার দরুণ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আফ্রিকার ভ্রমণ-পথে নদী অনেক সময়েই বিঘ্ন ঘটায়। আমি ত কতবার নদী পার হইতে মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছি।

ডাল নদীর পাড়ে সাতদিন কাটাইলাম। কিন্তু আর ত বসিয়া থাকা চলে না। এজন্য যেখানে জল একটু কম, এবং সহজেই নদী পার হওয়া যাইতে পারে এমন একটা জায়গার সন্ধান লইতেছিলাম। এইরূপ একটি জায়গা ঠিক্ করিয়া ঘোড়াগুলি পার করিয়া দিলাম, স্রোতের বেগ অত্যন্ত প্রবল থাকিলেও ঘোড়াগুলি বেশ সাঁতরাইয়া পার হইয়া গেল। কিন্তু

বিপদে পড়িলাম, গাড়ী লইয়া। আমরা গাড়ীতে বসিয়া যেমন নদী পার হইতেছিলাম, সে সময়ে গাড়ীটা পড়িয়া গেল অথৈ জলে। তখন প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া আমরা গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। তার পর অতি কষ্টে সাঁতরাইয়া পার হইলাম। আমার এইরূপ দুঃসাহস দেখিয়া কাফ্রিরা বলিতে লাগিল—আমি পাগল হইয়াছি। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় চুপ করিয়া থাকা চলে না। কাজেই জীবন বিপন্ন করিয়াও নদী পার হইলাম।

গাড়ীটা পড়িয়া গেল অথৈ জলে

নদীর পাড়েই একটি কাফ্রি-পল্লী ছিল। আমার সব ঘোড়াগুলিই নিরাপদে সেখানে যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। একে একে গরুগুলি, এমন কি গাড়ীখানা পর্য্যন্ত এপাড়ে আসিয়া পৌঁছিলে নিশ্চিন্ত হইলাম। এই গ্রামের পশ্চাতেই একটি বড় পাহাড়। পাহাড়টির নাম—ভিট্টেবারগিন্। পাহাড়ের অল্প উপরে একটি বিস্তৃত সমতল ভূমির উপর আমরা তাঁবু ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এই বর্ষাকালে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইব না বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম।

দশম অধ্যায়

জেব্রা শিকারে বিপদ

আমি এখন নেটাল হইতে প্রায় পাঁচ শত মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে অসংখ্য জেব্রা দেখিতে পাইলাম। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে দূরে মাঠের মধ্যে এক পাল জেব্রা দেখিতে পাইয়া তাহাদের শিকার করিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া সেদিকে ছুটিলাম। এই পালে অনেক জেব্রা ছিল। জেব্রারা খুব দ্রুত ছুটিতে পারে। আমি জেব্রাগুলির কাছ হইতে প্রায় পঁচিশ গজ আন্দাজ দূরে আসিয়াছি এমন সময় আমার ঘোড়াটা আমাকে লইয়া একটা ফাঁদে (শিকার ধরিবার গর্ত্ত) পড়িয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িলাম। বন্দুকটাও হাত হইতে প্রায় পাঁচ সাত ফিট দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। আমার শরীরের এখানে সেখানে নানাস্থানে কাটিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় কতকটা সময় এমন অসাড় হইয়া পড়িলাম যে, নড়িবার চড়িবার পর্য্যন্ত শক্তি

জেব্রা শিকার

ছিল না। মনে হইল বুঝি শীঘ্র আর শিকার করিতে পারিব না। আমার সঙ্গীরা দূর হইতেই আমার এই পতনাবস্থা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া জল দিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া দিলেন। আমি একটু সুস্থ হইয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম,—বন্ধুদের কয়েকটি জেব্রা শিকার করিতে বলিলাম। আমার সুস্থ হইতে তিন চারি দিন লাগিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার সঙ্গীরা একটির বেশি জেব্রা শিকার করিতে পারেন নাই।

একদিন একজন কাফ্রি বলিল যে, এখান হইতে চার পাঁচ মাইল দূরে মাশোয়ে নামে একটি অতি নিভৃত স্থান আছে। সে স্থানটি একটি পাহাড়ের নীচে। সেখানে জলের অভাব নাই। কেননা, একটি নির্ঝরিণী পাহাড়ের বুক হইতে নামিয়া 'বাকালহারি' নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। আমরা সেখানে তাঁবু ফেলিলে অনেক শিকার পাইতে পারি। আমরা ঐ লোকটার কথানুযায়ী সেদিনই সেখানে তাঁবু সরাইয়া লইলাম।

সেদিনকার রাত্রির কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। এখানে আসিবার পর, সন্ধ্যার সময় তাঁবুর বাহিরে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় মেঘগর্জ্জনের ন্যায় অনবরত সিংহের গর্জ্জনে চমকিয়া উঠিলাম। পর্ব্বতটি অরণ্যসঙ্কুল। আফ্রিকার গহন বনে যে সকল আকাশ-স্পর্শী বৃহদাকার বৃক্ষ থাকে, সেইরূপ সব বড় বড় গাছ, লতায়-লতায়, শাখায়-শাখায়, পাতায়-পাতায় এমন ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, কবির কথায় বলা যায়—"না পশে সুধাংশু অংশু সে ঘোর বিপিনে।" আর পর্ব্বতটি আমাদের তাঁবুর দিকে প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত লম্বালম্বি ভাবে অবস্থিত ও এমন খাড়া যে, কাহার সাধ্য তাহাতে উঠে। আর নদীর পরপারে যোজনের পর যোজন বিস্তৃত প্রান্তর। বর্ষার জন্য তাহার শোভা অতি সুন্দর। শ্যামল ঘাস, জঙ্গল, বনলতায় পূর্ণ—দেখিয়া মনে হয়, কে যেন সবুজ রঙের একখানি শাটি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। আরও দূরে—অতি দূরে—নীল পাহাড়ের নীল চূড়া নীল আকাশের গায়ে যাইয়া মিশিয়াছে। এ অঞ্চলের ঐ দিকটায় কৃষির কোন চিহ্ন দেখিলাম না। ঐ প্রান্তর-ভূমে গণ্ডার, হাতী, বন্য মহিষ, সিংহ, প্যান্থার, হায়েনা আর পাইথন (অজগর সাপ) অসংখ্য। এখানে শিকার করা দুঃসাহসিকতার কাজ।

সন্ধ্যার সময়ে ঐরূপভাবে সিংহের বিকট গর্জ্জন শুনিয়া আমাদের মধ্যে 'সামাল, সামাল' রব পড়িয়া গেল। গরু-বাছুর ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারগুলিকে এক পাশে

আনিয়া, তাহার চারিদিক বেড়িয়া আগুন জ্বালিয়া রাখিলাম। সে রাত্রিতে সকলেই খুব সতর্ক রহিলাম। এমন ভয়ঙ্কর রাত্রি জীবনে আর কোন দিন আসে নাই। ছবি হইতেই তাহার সামান্য আভাস পাওয়া যাইবে। একে কৃষ্ণপক্ষ, তাতে আবার আকাশ মেঘাবৃত— 'অম্বরে চন্দ্র ন তারকা ভাতে!' তারপর পাহাড়ের গায়ের গ[illegible] বনানীর কৃষ্ণ ছায়া—আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল ততই অস্পষ্ট আলোকে নদীর অপর পাড়ে দলে দলে সিংহ, হাতী, গণ্ডার, প্যান্থার ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদিগের ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল! সেদিন যেন জানোয়ারদের সভা মিলিয়াছিল। কি আর করিব? এইরূপ অবস্থায় শিকার করা দুরাশা মাত্র। বোধ হয় আগুন দেখিয়া জানোয়ারেরা আমাদিগকে আক্রমণ করে নাই। পরদিন সকাল বেলা এই স্থান ত্যাগ করিলাম। এই দেশটির নাম—বাকালাহারি রাজ্য। আমরা নদীর পাড় ধরিয়া খানিকটা দূরে আসিয়া পথ হারাইলাম। মানুষের সমান উচ্চ ঘাস। সেই ঘাসের মধ্য দিয়া গাড়ী চলা, লোক চলা এবং ঘোড়া ও গরু চালাইয়া নেওয়া কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। নিশ্চয়ই কোন দিকে পথ আছে, কিন্তু কে পথের সন্ধান বলিয়া দিবে? দৈবক্রমে একজন কাবাল্লা জাতীয় লোকের সহিত দেখা হইয়া গেল। সে নিকটবর্ত্তী গ্রামের একজন সর্দ্দার। তাহাকে কিছু টাকা দিবার লোভ দেখাইয়া পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইলাম। তাহার সঙ্গে কথা হইল যে, সে জাম্বেসি নদীর দিকে যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া আমাদের কাছ হইতে চলিয়া আসিবে।

এই লোকটি বৃদ্ধ হইলেও বেশ বলিষ্ঠ এবং ভাল বলিয়াই মনে হইল। সে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল এবং প্রায় সাত আট মাইল পর্য্যন্ত পথ দেখাইয়া আনিয়া জাম্বেসির দিকের রাস্তা দেখাইয়া চলিয়া গেল। তাহার নির্লোভ ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া যথোচিত পুরস্কার দিয়াছিলাম।

এই পথটুকু আসিবার সময় তিনটি কুদোস্ জাতীয় হরিণ শিকার করিয়াছিলাম।

পথহারা পথিকের পথ পাইলে যে কি আনন্দ হয়, তাহা ঐরূপ অবস্থায় যাঁহারা পড়েন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারেন। আমার এখন একমাত্র লক্ষ্য জাম্বেসি নদীর প্রপাত দর্শন। দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিবার পর হইতে লোকের মুখে জাম্বেসি নদীর প্রপাতের কথা শুনিয়া উহা দেখিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এতটা দূরে আসিয়া

তাহা দেখিয়া যাইব না? তাই এইবার জাম্বেসির দিকে মহা উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঐ দিকে যাইবার উৎসাহের অন্যতম কারণ, শুনিয়াছিলাম যে ডাঃ লিভিংষ্টোন্ এখনও উহার কাছাকাছি কোথাও আছেন।

আমার মনে হইল এইবার আমাদের যাত্রা শুভ। পথে যাইতে যাইতে দুইটি ওরিক্স (Oryx) এবং এন্টিলোপ (Antelope) সারঙ্গ জাতীয় হরিণ শিকার করিয়াছিলাম। এই বাহাদুরি আমার ঘোড়ার প্রাপ্য। হরিণের মত দ্রুতগামী জানোয়ারের পেছনে ছোটা কি বড় সহজ? কিন্তু আমার ঘোড়া প্রায় তাহাদের সহিত সমানভাবে টক্কর দিয়া ছুটিয়াছিল বলিয়াই শিকার করা সম্ভব হইয়াছিল।

আমি এইরূপভাবে শিকার করিতে করিতে চলিলাম। কাফ্রিরা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। আমরা এখন যে পথ পাইলাম, সে পথ অতি বিশ্রী, গভীর বালুকার ভিতর দিয়া গাড়ী অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। আমার সঙ্গের লোকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এইভাবে অতি ক্লেশে আমরা বায়শূয়া নামক একটি কাফ্রি পল্লীতে আসিয়া পেঁৗছিলাম।

এখানে হাতী শিকার মিলিয়াছিল। একটি দলে পাঁচটি হাতী চরিতে দেখিলাম। আমি খুব বড় দাঁতওয়ালা একটা হাতী দেখিতে পাইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। পণ করিয়াছিলাম, যেরূপেই পারি এ হাতীটাকে শিকার করিবই। আমি নির্ভীক্-ভাবে হাতীটার অতি কাছে যাইয়া তাহাকে গুলি করিলাম। গুলি খাওয়ামাত্রই হাতীটা ভীষণ বেগে আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। আমি তাড়াতাড়ি তিনটি ম্যাপানি গাছের আড়ালে যাইয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। যেমন সে গাছের পাশ দিয়া যাইতেছিল, আমি অমনি তাহার কাছে আসিয়া একটির পর একটি গুলি করিতে লাগিলাম এবং এই ভাবে দশটি গুলি করিবার পর হাতীটা মাটীতে পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। আমি প্রায় তিন চারি ঘণ্টা কাল ভীষণ পরিশ্রম করিয়া তবে এই হাতীটাকে মারিতে পারিয়া-ছিলাম। ইহাতে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। হাতী শিকার করিবার মত কঠিন শিকার আর নাই। কাজেই, এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় দিতে হয়।

আমরা এখন যে অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, সে দেশটিকে বালুর দেশ বলিলেই ঠিক্ হয়। শাদা শাদা বালুকাকীর্ণ এই অনুর্ব্বর মরু-প্রান্তরের পথে চলিতে চলিতে গাড়ীর চাকাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। আমার কাফ্রি অনুচরেরা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকটি কার্য্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছিল। তাহারা বলিতেছিল, আমি নিজেই জানি না কোথায়, কোন্ দেশে চলিয়াছি। অথচ তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছি। আমার মনে হইল যে, আমার সঙ্গী কাফ্রিরা জাম্বেসির দিকে কখনও আসে নাই। তাহারা আমার সেই বৃদ্ধ পথ-প্রদর্শকের সম্বন্ধে নানারূপ অপ্রিয় সমালোচনা করিতেছিল। কিন্তু আমি এত বিপদের মধ্যেও এতটুকু বিচলিত হই নাই। ক্রমে ক্রমে আমরা নানা ছোট ছোট দেশ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। কোন দেশটি ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা, কোনটি গভীর জঙ্গলে ভরা, কোথাও বা অসংখ্য নির্ঝর। এইভাবে দুইটি নদী পার হইয়া আবার এক নূতন দেশে আসিলাম।

আমি মাত্র দুই জন কাফ্রিকে লইয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতেছিলাম। আমার সঙ্গীরাও ঘোড়ায় চড়িয়া আমার অনুসরণ করিতেছিল। আমার গাড়ী, জন্তু-জানোয়ার এবং অন্যান্য লোকজন পিছু পিছু আসিতেছিল।

নদী পার হইয়া যে দেশে আসিলাম, সেই দেশটিকে পার্ব্বত্য প্রদেশ বলা যাইতে পারে। প্রস্তরাকীর্ণ ভূমি, শিলাকীর্ণ পর্ব্বতরাজি,—কোনটি ছোট, কোনটি বড়, কোনটি বা অতি উচ্চ। এ যেন পাহাড়ের ঢেউ বহিয়া গিয়াছে। আর এ অঞ্চলে অসংখ্য নদী। তাহার ফলে গাড়ী চলাচলের পথ নাই বলিলেই চলে। সেট্‌সি মাছির উপদ্রবও অত্যন্ত বেশি। দিনের বেলা সূর্য্যের তেজ অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু রাত্রিবেলা ও সকালের দিকে দারুণ শীত। রাত্রিতে এমন কন্‌কনে শীত যে, শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। স্থানটি ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর। কি বিচিত্র এই পৃথিবী! কোথায় কোন্ দেশ যে কিরূপ, তাহার সন্ধান কে জানে? এদিকে কোথাও জন-মানবের বসতি দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু এখানে সিংহ ও হস্তীর প্রভাব অত্যন্ত বেশি।

আমরা পরের দিন নদী-নালা ও পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এক নূতন দেশে আসিলাম। এ দেশের নাম 'বাতোকা'। অধিবাসীরাও বাতোকা নামেই পরিচিত।

এখানকার লোকেরা ভয়ানক যুদ্ধ-প্রিয়। আকৃতি ও প্রকৃতি দুইই অতি ভীষণ। সাম্‌নের তিন চারিটা দাঁত পাথর দিয়া উপ্‌ড়াইয়া ফেলে। ইহাতে যে তাহাদের মুখ কিরূপ বিশ্রী দেখায়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাই হইতেছে তাহাদের প্রসাধন। আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, ইহাদের কাছে ষাঁড়ই হইতেছে 'পবিত্র দেবতা'। ষাঁড়ের অনুকরণ করিতে যাইয়া তাহারা সাম্‌নের এই দাঁত কয়টি ফেলিয়া দেয়। বাতোকাদের কাছে গরু খুব মূল্যবান্। ইহাদের মধ্যে অনেককে দেখিলাম, সারা গায়ে জেব্রার মত কাল কাল দাগওয়ালা উল্কি পরিয়াছে। জেব্রার মত শরীরে কাল দাগ করিতে ইহারা খুব ভালবাসে।

আমি বাতোকাদের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, তাহারা 'চোবি' নদীর পাড়ে একজন শ্বেতাঙ্গকে দেখিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল। আমি কয়েক জন বাতোকাকে আমার সঙ্গী হইতে বলিলাম, অবশ্য এজন্য তাহাদিগকে পুরস্কার দিতেও চাহিলাম। তিনজন বাতোকা অবশেষে আমার পথ-প্রদর্শক হইল। আর কয়েকজনকে নিযুক্ত করিলাম আমাদের গন্তব্য পথের দিকে গাড়ী ও অন্যান্য জিনিসপত্রাদি লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য। এই লোকগুলিকে নেহাৎ মন্দ মনে হইল না। আমি তিনজন কাফ্রি অনুচর লইয়া বাতোকাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সঙ্গে লইলাম—গুলি, বারুদ ও প্রত্যেকে এক একটি বন্দুক, আর সামান্য তৈজসপত্র এবং চারিখানি কম্বল।

এই ভাবে 'চোবি' নদীর দিকে রওয়ানা হইলাম। দিবা ও রাত্রিতে সমানভাবে চলিতাম। অতি সামান্য বিশ্রাম করিতাম, আর রাত্রিবেলা চলিতাম। শুক্লপক্ষ ছিল বলিয়া রাত্রিতেও পথ চলিতে কোন ক্লেশ হয় নাই। সারাদিন ঘোড়ায় চড়িয়া পথ চলিতাম। এই ভাবে প্রায় আড়াই দিন পথ চলিবার পর এমন এক জায়গায় আসিলাম, যেখানে পথ বলিয়া কিছুই নাই। কেবল শিলাস্তূপ ও ঘন বন। এ বনে, এ পথে জিরাফ পর্য্যন্ত চলিতে পারে না। এইরূপ প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একটি বড় নদীর পাড়ে আসিলাম। নদীর পাড়েই একটি তাঁবু দেখিলাম। তাঁবুর বাহিরে একটি গাছের ছায়ায় প্রকাণ্ড শিলা-খণ্ডের উপর বসিয়া একজন ইংরাজ ভদ্রলোক পাইপ টানিতেছিলেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে ছুটিয়া আসিলেন, আমরা উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলাম। ইঁহার নাম

ডাঃ হোলডেন্ (Dr. Holden)। নেটালে আমরা এক সঙ্গে কিছু দিন ছিলাম। এইরূপ আকস্মিক মিলনে উভয়ের মনে যে কিরূপ আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনাতীত। আমি দূরে মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কিসের শব্দ? ডাঃ হোলডেন্ হাসিয়া বলিলেন—কেন? আপনি কি জ্যাম্বেসি নদীর প্রপাতের কথা শোনেন নাই?

আমি আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলাম, আমি যে সেজন্যই এদিকে আসিয়াছি। তখনই আমরা স্থির করিলাম যে, আমার গাড়ী ও সঙ্গের লোকজন আসিয়া পৌঁছিলে পর তিন চারি দিন বিশ্রাম করিয়া আমরা দুই জনে প্রপাত দর্শনে যাইব। কিন্তু কার্য্যকালে ডাঃ হোলডেনের আর যাওয়া হইল না। আমি একাই প্রপাত দেখিতে গিয়াছিলাম।

একাদশ অধ্যায়

জ্যাম্বেসি নদীর জলপ্রপাত—ডাক্তার লিভিংষ্টোন্

আমি একাকী জ্যাম্বেসি নদীর জলপ্রপাত দেখিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। পথ জানি না; শুধু জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জ্জন যে দিক্ হইতে শুনিতে পাইতেছিলাম, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। নদী বেশ প্রশস্ত কিন্তু নদীর বুকের মধ্যে অনেক স্থলেই শিলাকীর্ণ দ্বীপ। সে দ্বীপে ঝোপ-জঙ্গল আছে। নদীর স্রোতোধারাও প্রবল। তীরে তীরে শ্যামল বনানী। দিবারাত্রি সমানভাবে চলিতে লাগিলাম। পথে অতি সামান্য সময়ই বিশ্রাম করিয়াছি। শুক্লা ত্রয়োদশী রাত্রিতে রওয়ানা হইয়াছিলাম। জ্যোৎস্নার অপূর্ব্ব পুলক প্লাবনে বন, গিরি, নদী সবই যেন হাসিতেছিল। এই পথের শোভা অনুপম। বনদেবতার বিহগ-কল-কাকলি মুখরিত সঙ্গীত-গুঞ্জরণ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। আবার বন্যপশুর সন্ত্রস্ত বিচরণ—বিশুষ্ক পত্রের মর্ মর্ শব্দ আমার ভীতির সঞ্চার করিতেছিল।

মেঘের গর্জ্জনের মত জলপ্রপাতের শব্দ যতই অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই নিকট হইতেও নিকটতর হইয়া আসিতেছিল। জ্যাম্বেসি নদী প্রপাতের কাছাকাছি প্রায় দুই মাইল প্রশস্ত হইবে। তাহার বুকে অসংখ্য দ্বীপ। কোন কোনটি ছোট, কোন কোনটির পরিধি দশ বার মাইলের কম হইবে না। দ্বীপের চারিদিকে তরুশ্রেণী মালার মত আবেষ্টন করিয়া আছে। কত যে গাছ, কত যে লতা, সে সকলের সহিত আমাদের পরিচয় নাই। সেখানে দেখিলাম, তালীবনশ্রেণী, বন্যখর্জ্জুর-বীথি, আর মোয়ানা তরুর সারি জ্যাম্বেসির সলিলদর্পণে যেন তাহারা তাহাদের শোভা দেখিতেছে। কোন কোন গাছের নিম্নের পরিধি চল্লিশ পঞ্চাশ হাতের কম নহে। এই নদীর স্বচ্ছ সলিলধারা এবং এইরূপ শ্যামল তরুলতাশোভিত দুই তীরের শোভা, আফ্রিকার নদীসমূহের মধ্যে আর বড় কোথাও দেখি নাই। জ্যাম্বেসি নদীর গভীরতা বড় কম,—আর নদীর বুকে শিলাকীর্ণ ছোট ছোট পাহাড়ও অনেক।

দশ মাইল দূর হইতেই আমরা প্রপাতের গর্জ্জন শুনিতে পাইয়াছিলাম। এখন দুই মাইল দূর হইতে দেখিতে পাইলাম তাহার অপূর্ব্ব শোভা। বিশাল জলস্রোত ভীষণ বেগে পড়িতেছে। বিক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত সলিলরাশি জলকণা বিকীর্ণ করিয়া আকাশের গায়ে তুষার-ধবল মেঘের সৃষ্টি করিয়াছে, আর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া শত শত রামধনুর সৃষ্টি করিয়াছে।

জ্যাম্বেসি নদীর স্রোতোধারা, একটি উচ্চ পর্ব্বতগাত্র হইতে নিম্নস্থ একটি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডে পতিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে কোথায় কোন্ অজানা পাতালপুরীর গভীর অন্ধকারে যাইয়া অদৃশ্য হইতেছে। স্রোতোধারার ভীষণ বেগে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সব গড়াইয়া শব্দ করিতে করিতে অতল তলে ডুবিতেছে। আমরা জল কোথায় যায় তাহার সন্ধান পাইলাম না। শুধু উৎক্ষিপ্ত, উচ্ছ্বসিত ও বিক্ষিপ্ত জলরাশির অবাধ গতি-প্রবাহই দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমি প্রপাতের বিপরীত দিকে, প্রপাতের জলধারা যেখান হইতে পড়িতে-ছিল, ঠিক্ সেইরূপ একটি উচ্চ পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া প্রপাতের শোভা দেখিতেছিলাম। এই বিশাল জলরাশি রুষিয়া-শ্বসিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়াছে, তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বাধা নাই—অপ্রতিহত তাহার গতির বেগ।

এই প্রপাতের শত শত গজ দূরে দাঁড়াইয়া ইহার শোভা সন্দর্শন করিলেও তোমার সর্ব্বশরীর বৃষ্টিধারার ন্যায় উৎক্ষিপ্ত জলধারা দ্বারা সিক্ত হইয়া যাইবে। প্রপাতের জলরাশি সমান্তরাল ভাবে উপর হইতে নীচে পড়িতেছে। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি বিভিন্ন জলধারা

প্রপাতের একটি দৃশ্য

এক সঙ্গে মিলিত হইয়া নিম্নে পড়িতেছে। আমার মনে হইল, প্রায় দুই হাজার ফিট উচ্চ হইতে এই প্রপাতের জলধারা নিম্নে পড়িতেছিল। প্রপাতের নিকটে আসিয়া জ্যাম্বেসির জলধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘূর্ণীপাকের সহিত নিম্নদিকে চলিয়া যাইতেছে।

প্রপাতের নীচের দিকে নদী পর্ব্বত-প্রাচীরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া নিম্নগামী হইয়াছে। সে যেন ঠিক্ পাহাড়িয়া নদী। চঞ্চল আঁকা-বাঁকা, তারপর অধিত্যকা প্রদেশ দিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। প্রপাতের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ নেত্রে দেখিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু প্রপাতের নিম্নভাগ হইতে অনবরত উৎক্ষিপ্ত জলকণার জন্য যে ধোঁয়ার বা মেঘের সৃষ্টি করে, সেজন্য প্রধান জলপ্রপাতটি দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রপাতের প্রশস্ততা কোথাও ১৫০০ শত গজ, কোথাও বা তাহার চেয়েও বেশি।

আমি একদিন দুইদিন নয়, ক্রমাগত সাতদিন উপরে, নীচে এবং পার্শ্বদেশ হইতে প্রপাতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। আমার মনে হইল, প্রপাতের উপর হইতে প্রপাত দেখিলেই ইহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারা যায়। জলরাশি স্ফটিক-স্বচ্ছ, সূর্য্যের কিরণে ও চন্দ্রের রজতশুভ্র-জ্যোৎস্নাধারায়, ইহার সৌন্দর্য্যের তুলনা মিলে না।

জ্যাম্বেসি নদীর দৃশ্য

আমি মাকোলোলো-দের 'ক্যানো' নৌকায় চড়িয়া প্রপাতের চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। এখানকার লোকেরা প্রপাতের নাম দিয়াছে—মসি-ওয়া-তুন্যা (Mosi-oa-tunya)।

এ অঞ্চলের মাকোলোলোরা—আমি কেমন করিয়া পথ-প্রদর্শক ব্যতীত এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়াছিল। আমি আমার দিগদর্শন যন্ত্রটি দেখাইয়া বলিলাম এইটিই আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছে।

লেখক উইলিয়ম চার্লস্ বালড্উইন্

৯ই আগষ্ট (১৮৬০ খ্রীঃ অঃ)—নদীর মধ্য-ভাগে অবস্থিত একটি দ্বীপের উপরিস্থিত যে গাছটিতে এই প্রপাতের আবিষ্কারক ডাঃ লিভিংষ্টোন্ তাঁহার নাম খুদিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ আমিও ঠিক্ তাঁহার খোদিত লিপির নিম্নভাগে আমার
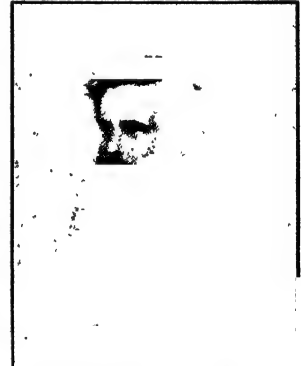
নামও খোদিত করিলাম। ইহাতে একটু গর্ব্বও বোধ হইল। ডাঃ লিভিংষ্টোনের পরে আমিই দ্বিতীয় ইউরোপীয় মাত্র এই প্রপাতের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

আজ ডাঃ লিভিংষ্টোন্ এখানে আসিবেন জানিতে পারিয়া তাঁহার দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিয়া গেলাম। ডাঃ লিভিংষ্টোন্ আসিলে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরম আনন্দ হইল। তিনি এই প্রপাতের নাম দিয়াছেন—ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। তিনি বলিলেন যে, নায়েগ্রা জলপ্রপাত অপেক্ষা ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত চারগুণ বেশি বড়। ডাঃ লিভিংষ্টোন্ আরও বলিলেন যে, "আমি আফ্রিকার পশ্চিম তীর হইতে পূর্ব্ব তীর পর্য্যন্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু একমাত্র এইখানে, এই প্রপাতের নিকটে নদীমধ্যস্থিত দ্বীপের বৃক্ষোপরিই নাম খোদিত করিয়াছি, আর কোথাও করি নাই।"

ডাঃ লিভিংষ্টোন্

প্রপাতের কাছে পাহাড়ে ও বনে 'বেবুন' জাতীয় বানর অসংখ্য, ইহাদের উৎপাতও বড় কম নহে।

এখানকার সর্দ্দারের নাম—মাসিপুতানা। জাতিতে মাকোলোলো। এমন অসভ্য ও বর্ব্বর প্রকৃতির লোক আমি আর কখনও দেখি নাই। তাহাকে না জানাইয়া কেন আমি প্রপাত দেখিতে আসিলাম! এই জন্য সে আমাকে গুরুতর অপরাধী সাব্যস্ত করিল যদি আমি পা পিছ্‌লাইয়া প্রপাতের জলে পড়িয়া যাইতাম, কিংবা কোন বন্য পশুর হস্তে যদি আমার প্রাণ যাইত! তারপর আমি দুঃসাহসিকের মত জ্যাম্বেসি নদীর জলে নামিয়া স্নানও করিয়াছি, যদি তাহাতে কুমীরের মুখে আমার প্রাণ যাইত, তাহা হইলে সর্দ্দারের যে ভয়ানক দুর্ণাম হইত! তাহার প্রতিকার
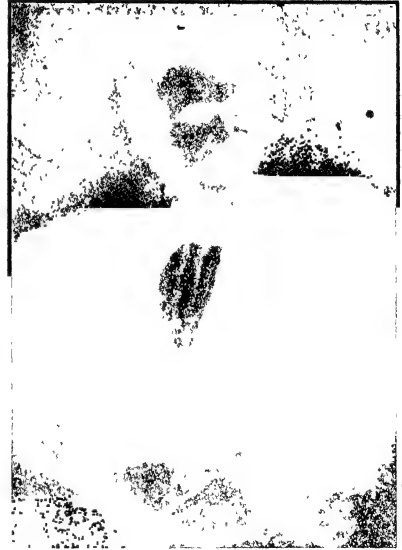
কিরূপে হইত ? এইরূপ নানা যুক্তি ও তর্ক দ্বারা সে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে তিন সের পরিমাণ পুঁতি দিয়া তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইলাম। এখন আমরা সম্পূর্ণভাবে ইহাদের হাতে পড়িয়াছি। কাজেই, তাহাদের এ সমুদয় অন্যায় আব্দার না মানিয়া চলিলে পদে পদে বিপন্ন হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

ডাঃ লিভিংষ্টোন্ ও তাঁহার দলের লোকের সহিত এইখানে মিলিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি এদিক্কার অনেক বিষয়ই জানিতে পারিলাম। ডাঃ লিভিংষ্টোনের নিজ মুখে তাঁহার আবিষ্কারের কাহিনী শুনিয়া যে কিরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি এখান হইতে 'শেষহেক্' নামক একটি স্থানের দিকে চলিয়া গেলেন।

১২ই আগষ্ট আমি নিরাপদে আবার আমার গাড়ী ও লোকজনের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম।

এইবার নেটালে ফিরিয়া যাইয়া সেখান হইতে দেশে ফিরিয়া যাইব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং আমার সংগৃহীত হাতীর দাঁত ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলাম।

৯ই সেপ্টেম্বর—আজ তামাসাকি নামক একটি গ্রামে আসিলাম। আমি ক্রমান্বয়ে ঘোড়ার পিঠে থাকিয়া হাতীর সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পথে আর তেমন হাতী দেখিতে পাই নাই। একদিন শুধু একটা বন্য মহিষ এমনভাবে আসিয়া তাড়া করিয়াছিল যে, আমি বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত যদি তাহাকে গুলি করিয়া মারিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমার জীবনই সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িত।

একবার আগে চলিতে চলিতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। গাড়ীগুলি ও লোকজনকে প্রায় সাতদিন পরে ধরিতে পারিয়াছিলাম। এই পথ হারাইবার মূলে আমার দোষ ছিল না, আমি ঠিক্ পথেই চলিয়াছিলাম, কস্তু গাড়ীগুলি ভুল পথ ধরিয়া অগ্রসর হওয়াতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। এই সাতদিন আমি নুন-মাখানো শুক্‌নো মাংস দাঁতে কাটিয়া কোনওরূপে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছি। আমার বাডউইং নামে একজন বিশ্বস্ত কাফ্রি অনুচর আমাকে খুঁজিয়া বাহির কবিয়াছিল। এজন্য এই দুর্গম পথে তাহার প্রায় চল্লিশ মাইল পথ হাঁটিতে হইয়াছিল।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। আমি যখন এইভাবে একা পথ-হারা হইয়া আপনার মনে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রকেই পথপ্রদর্শকরূপে অবলম্বন করিয়া চলিতেছি, সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। সেই অরণ্যের মধ্যে একটি ঝিল ছিল। সেই ঝিলের পাড়ে একটি গাছের উপর আশ্রয় লইলাম— হিংস্র জন্তুদের ভয়ে। রাত্রি একটু গভীর হইলে সেই জলাশয়ের কিনারায় একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার দেখিতে পাইলাম। আমি গণ্ডারটাকে গুলি করিব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ নজর পড়িল জলপাননিরত একটা সিংহের দিকে। আমি সুযোগ বুঝিয়া দুইটি গুলি করিলাম। সিংহটা একটা লাফ দিয়া উঠিয়া পরে প্রাণহীন অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া গেল। সে রাত্রিতে আমি তিনটি মহিষ, একটি শাদা গণ্ডার ও ঐ সিংহটি শিকার করিয়াছিলাম। কোনও লোকজনের সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপভাবে শিকার করিতে পারায় আমার আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ হইয়াছিল। এই সব শিকারের পর আমার কাছে মাত্র পাঁচটি গুলি ছিল।

পরের দিন সকালবেলা বন অতিক্রম করিয়া একটি প্রান্তরের মধ্যে আসিলাম। এখানে আসিয়া আমার গাড়ী ও লোকজনের সাক্ষাৎ পাইলাম। এ সময়ে এক পেয়ালা চা পান করিয়া কি যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নহে। এইখানে মিঃ পল্‌সন্ নামে একজন শিকারী ও ব্যবসায়ীর সহিত দেখা হইল। আমরা দুইজনে অনেকটা পথ এক সঙ্গে আসিলাম। পরে মিঃ পল্‌সন্ ওয়ালবিশ প্রণালীর দিকে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার সেখানে পৌঁছিতে প্রায় চার মাস সময় লাগিবে।

আমরা চলিতে লাগিলাম। আবার সেই জলের অভাব। মাসারারা বলিল যে, তাহারা কোথায় জল আছে, সে সংবাদ বলিতে পারিবে না। আমি দেখিয়াছি যে, অনেক সময়ই তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। তাই দুই চারি জন কাফ্রিকে সঙ্গে করিয়া নিজেই জলের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং মাত্র এক মাইল দূরে বেশ একটি বড় নদী দেখিতে পাইলাম। মাসারারা ভাবে নাই যে, আমি এত সহজেই জলের সন্ধান পাইব। তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমাদের যখন এই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, তখন গাড়ী, ঘোড়া, লোকজন সমুদয় এইখানে আনিবার জন্য আদেশ করিলাম। তাহারা নদীর এক ধারে একটি কবর দেখাইয়া বলিল যে, উহা একজন

শ্বেতাঙ্গের কবর। জানি না সে কে? কোথায় কোন্ দূর দেশে আফ্রিকার এই নির্জ্জন প্রদেশে হতভাগ্য ব্যক্তি এখানে শান্তিতে ঘুমাইয়া আছে! বিধাতা আমার অদৃষ্টেও এমনই ভাবে মরণ লিখিয়াছেন কি না, কে বলিতে পারে!

নান্তা নামক স্থানে যখন আসিলাম, তখন আমার মৃতপ্রায় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। শরীর এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, আর এক পাও নড়িতে পারিতেছিলাম না। এদিকে আবার ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। আমার শরীরের অসুস্থতার জন্য এখানে অনেক দিন থাকিতে হইয়াছিল। তাহার অন্য একটি কারণও ছিল; আমার একখানা গাড়ীর খোঁজ মিলিতেছিল না। তাহার খোঁজে যাহারা গিয়াছিল, তাহাদের জন্যও অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

এ সময়টা বড়ই অশান্তিতে কাটিতেছিল। হাতে কোন কাজ ছিল না। ডায়ারি লিখিতাম, আর এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতাম। দিনের বেলা একরকমে কাটিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রি সে যেন আর শেষ হইতেই চাহিত না। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মশা ও অন্যান্য নানা-জাতীয় কীট-পতঙ্গের উপদ্রবে ঘুমাইতে পারিতাম না। গায়ে কম্বল রাখা যাইত না। দুই হাত দিয়া মশা ও পোকামাকড় মারিয়া কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইতাম। সর্ব্বদা ভাবিতাম, কখন্ ভোর হইবে!

তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু গাড়ীর সন্ধান মিলিল না। বলা বাহুল্য যে, আমি এইবার প্রচুর পরিমাণে হাতীর দাঁত, হাড় ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কাজেই, এই সব মাল-বোঝাই গাড়ীর একখানা গাড়ীও যদি হারাইয় যায়, তাহা হইলে যে কত বড় ক্ষতির কারণ, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা নদীর যে পাড়ে বাস করিতেছিলাম, তাহার নাম জোঙ্গা। এখানে সময় সময় কিছু কিছু শিকারও করিয়াছি—গণ্ডার, মহিষ ও কৃষ্ণসার মৃগ মারিয়াছি। কিন্তু একদিন একটি উট পাখীকে জীবিত অবস্থায় ধরিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া হার মানিয়াছিলাম।

জোঙ্গা নদীর অনেকটা স্থানই শুষ্ক। নদীর মধ্যভাগে কোন কোন স্থানে যে জল ছিল তাহা বেশ নির্ম্মল ও সুপেয়। কোথাও বা কিনারা ঘেঁষিয়া কিছু কিছু জল ছিল। একদিন নদীর মধ্যভাগে বালুকাভূমে কৃষ্ণসার মৃগের উদ্দেশ্যে বেড়াইতেছি,

হঠাৎ অল্পদূরে নদীর কিনারায় একটি উট পাখীকে জল পান করিতে দেখিলাম। কি সুন্দর পাখীটি! একটি ফাঁদ তৈয়ারী করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম এবং অতি বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া তাহার কাছে গেলাম। উট পাখীর ন্যায় দ্রুতগামী প্রাণী খুব কমই দেখা যায়। পাখীটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাইয়া এত বেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল যে, আমি কোনক্রমেই আর তাহার নাগাল পাইলাম না। উট পাখী ধরা বড় সহজ নয়। এই পাখীটিকে গুলি করিয়া মারিতেও আমার প্রবৃত্তি হইল না।

উট পাখীটা ছুটিয়া পলাইল

একদিন এখানকার সর্দ্দার আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহার বাড়ীর পাশের জঙ্গলের মধ্যে একটা দুর্দ্দান্ত সিংহ আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। আমি যদি সিংহটা শিকার করিয়া দেই, তাহা হইলে সে আমার উপকার কখনও ভুলিয়া যাইবে না। আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে তাহার সঙ্গে গেলাম। সর্দ্দার কিন্তু সিংহটা যেখানে চুপচাপ্ শুইয়াছিল, সে জায়গাটা দেখাইয়া দিয়াই প্রস্থান করিল। আমি প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত দূর হইতে সিংহটাকে দেখিলাম। এই মানুষ-খেকো সিংহটার আকার অতি ভীষণ। প্রকাণ্ড কেশর। চোখ দুইটি আগুনের মত জ্বলিতেছিল। না ভাবিয়া না চিন্তিয়াই হঠাৎ সিংহের এত কাছে যাইয়া পড়িয়াছিলাম যে, কোন কিছু ভাবিবার আর সময় ছিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে একটু আড়ালে থাকিয়া দুই তিনটি গুলি করিলাম। আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে যে, সিংহটা এই অতর্কিত আক্রমণের প্রতীক্ষা করে নাই। আমাকে আক্রমণ করিবার সুযোগ আর সে পাইল না। দুইটি গুলি খাইয়াই তাহার মৃত্যু হইল। সিংহের মৃতদেহ তাহার বাসস্থলেই পড়িয়া রহিল। খানিক পরেই এক সঙ্গে চার পাঁচটা সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু সিংহ কোথায়! সর্দ্দার ও তাহার সঙ্গীরা এমনভাবে সিংহের গর্জ্জনের অনুকৃতি করিতেছিল যে, আমি বুঝিতেই পারি নাই

যে, মানুষ এইরূপ করিতেছে। ইহাদের এইরূপ স্বাভাবিকভাবে সিংহের শব্দানুকরণে শেষটায় বড়ই আনন্দ পাইয়াছিলাম।

এই সিংহ শিকারের পর হইতে এই অঞ্চলের মাসারা কাফ্রিরা আমার অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়িল। আমার জন্য জল সংগ্রহ করিয়া দিয়া এবং জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি আনিয়া দিয়া সাহায্য করিত। আমার কিন্তু দিনরাত ঐ হারানো গাড়ীর কথাই মন অধিকার করিয়া-ছিল। এখানে এই নির্জ্জন স্থানে আর তিষ্ঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

কাফ্রিদের মধ্যে একমাত্র দণ্ড, মৃত্যু। সে চুরিই হউক, ডাকাতিই হউক বা অতি সামান্য অপরাধই হউক না কেন! আমি সর্দ্দারের অনুমতি না লইয়া তাহার দেশে শিকার করিয়াছি বলিয়া আমার প্রতি তাহার একটা ক্রোধ ও বিদ্বেষ ছিল এবং আমার প্রতি কি দণ্ডবিধান করা যাইতে পারে, তাহাও সে ভাবিতেছিল। কিন্তু এই সিংহ শিকারের পর হইতে সে আমার বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল এবং নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছিল। গাড়ীর কোন খোঁজ পাইলাম না; অথচ আর এই নির্জ্জন প্রদেশে অকর্ম্মণ্যভাবে অপেক্ষা করাও চলে না। কাজেই, এ স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

পথে যে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। সেই মরুভূমি, সেই জলাভাব, খাদ্যাভাব এবং সময় সময় সঙ্গীদের বিদ্রোহ ও অসন্তুষ্টি, তাহা এইখানে নিত্যকার ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমি আফ্রিকার ট্রান্সভাল গণতন্ত্র রাজ্য ও অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট্, প্রাচীন উপনিবেশ, নেটাল প্রদেশ, নমি হ্রদ এবং এইবার জ্যাম্বেসি জলপ্রপাত এবং মাকোলোলো ও বাতোকো প্রদেশ লইয়া প্রায় ১৫০০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছি। এইবার বিশ্রাম চাই।

নেটালে ফিরিবার পথে পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের ওখানে দু'চারি দিন করিয়া বিশ্রাম করিয়া শরীর সুস্থ ও সবল করিতে পারিয়াছিলাম। এইভাবে দীর্ঘ পর্যটন শেষে নেটালে আসিলাম। এখানে আসিবার দুই মাস পরে আমার হারানো গাড়ী ও তাহার সঙ্গের লোকজন নেটালে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ।

আমার সঙ্গে এই কয় বৎসর যে সকল কাফ্রি অনুচর কাজ করিয়াছে, তাহারা সকলেই চতুর, চালাক, কর্ম্মঠ এবং বুদ্ধিমান্‌রূপে পরিচিত হইয়াছিল। কাফ্রিরা দেখিতে ঘোর

কৃষ্ণবর্ণ এবং কদাকার কিন্তু তাহাদের এই কুৎসিত দেহের মধ্যে একটি সরলতার মাধুর্য্য-মণ্ডিত মন রহিয়াছে; সে-মনের পরিচয় আমি নানারূপে পাইয়াছি। সত্যবাদী, বিশ্বা এবং কর্ম্মঠ হিসাবে ইহাদের শত শতবার প্রশংসা করিতে হয়।

কাফ্রিরা অশ্বপালনে সুদক্ষ। আমার ঘোড়ার সহিসের কাজ তাহারা অত্যন্ত দক্ষত সহিত সম্পন্ন করিয়াছে। ডারবানের ঘোড়দৌড়ে আমার দুইটি ঘোড়া একবার জিতিয়াছিল. এই ঘোড়া দুইটি আমার দুইজন কাফ্রি সহিসই দেখা-শুনা করিত। আমি যতদিন নেটালে ছিলাম, ততদিন তাহারা আমার কাছেই ছিল। আমি ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া গেলে পর তাহার তাহাদের দেশে—সেই ৭০০ মাইল দূর কাশান্ পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছিল।

আমার দুঃখ করিবার কিছুই ছিল না। নিঃসম্বল অবস্থায় আফ্রিকায় আসিয়া শুধু শিকার ভ্রমণ ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার গুণে প্রচুর ধনলাভ করিতে পারিয়াছিলাম। আফ্রিকা হইতে আমার শিকারের ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারের যে সমুদয় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয় আনিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া দেশের লোকেরা বিস্মিত হইতেন।

এইখানেই আমার নীলনদের দেশে—আফ্রিকার কথা শেষ করিলাম। আফ্রিকার ন্যায় বিরাট্ মহাদেশের কত স্থানে কত কি বিচিত্র দর্শনীয় স্থান রহিয়াছে, তাহার সন্ধান হয় ত একদিন ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের করায়ত্ত হইবে।

দীর্ঘকাল পরে যেদিন ইংল্যাণ্ডের মাটীতে ফিরিয়া আসিলাম, সেদিন ভক্তি-গদগদ চিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলাম। তাঁহার কৃপায়ই আমি অন্ধকার রাজ্য সে আফ্রিকার মরু-প্রান্তর হইতে মাতৃভূমির বুকে আবার ফিরিয়া আসিতে পারিলাম।

সম্পূর্ণ